বিহঙ্গ

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

বিহঙ্গ

২৬ মার্চ ২০২৪

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

বিহঙ্গ

প্রকাশকাল
২৬ মার্চ ২০২৪

প্রকাশক
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা
প্লট: ২ ও ৩, রোড: ৪সি, সেক্টর: ১৫এইচ
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০
ফোন: ০১৭৩২-৫৩০১৩২
ইমেইল: uttaraofficersclub@gmail.com
ওয়েবসাইট: uoc.org.bd

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
নির্বাহী কমিটি, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

গ্রন্থনা
প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটি
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

সম্পাদনা সহযোগী
সাবরীনা সুলতানা
মো: মেরাজুল ইসলাম

প্রচ্ছদ ছবি
সামিয়া আক্তার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
রাকিব মাহমুদ

মুদ্রণ
পানগুছি কালার গ্রাফিক্স
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০
ই-মেইল : panguchicg@yahoo.com

সূচি

০৮ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

১০ ক্লাব সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বাণী

১১ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির বাণী

১২ জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির বাণী

১৩ সাধারণ সম্পাদকের বাণী

১৪ সম্পাদকীয়

১৬ নির্বাহী কমিটি

১৮ উপ-কমিটিসমূহ

২৭ ক্লাবের বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যবৃন্দের তালিকা

২৯ স্মৃতিতে সদা জাগরুক

৩৩ ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা - প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ

৩৫ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ '৭১ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা - বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক

৩৯ কাছ থেকে দেখা বঙ্গবন্ধু - মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

৪১ '৭১-এর চিঠি : শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া বীর উত্তম - এ কে এম রফিকুল হক বীর প্রতীক

৪৩ একজন গেরিলা যোদ্ধা - বীর মুক্তিযোদ্ধা আকরাম হোসাইন

৪৬ টরন্টোতে শহীদ মিনার - সায়েস্তা খানম ঝুমা

৪৮ ইতিহাসের পালাবদল : আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুর - বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী জে. বি. বড়ুয়া

৫১ হাতছানি দেয় শৈশব, কৈশোর - ড. নমিতা হালদার এনডিসি

৫৫ পতাকা - বীর মুক্তিযোদ্ধা নিত্য গোপাল পাল (এন জি পাল)

৫৬ উত্তরা অফিসার্স ক্লাব : এক সৃজনী সন্দিপন - আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী

৫৭ মাটির ঘর - হাফিজুর রহমান

৫৮ জনসাধারণ - কবি মরহুম খোন্দকার মীজানুর রহমান

৬০ উত্তরা অফিসার্স ক্লাব লাইব্রেরির গোড়ার কথা - এম আবদুল লতিফ মন্ডল

৬২ উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভাবনা - বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন

৬৪ জব স্ট্রেস - মাহমুদ আলী খান

৬৮ নবীণ-প্রবীণের বন্ধন - ডা. মোঃ ইমাম হোসেন

৭০ শিক্ষক ও শিক্ষা - প্রফেসর তাসলিমা বেগম

৭২ জীবনের মূল্য - ডা. কে এইচ এম নিয়ামুল রুহানী

৭৩ নাক দিয়ে রক্তপাত - অধ্যাপক ডা. এম. আলমগীর চৌধুরী

৭৫ ক্রীড়াজনিত চোট (Sports Injury) - ডা. মঈন উদদীন আহমদ

৭৯ গৃহকর্মী - ইঞ্জি. নাদিরা মুসতারি জুঁই

৮১ মুক্তিযুদ্ধ : স্মৃতিকথা - ড. মির শাহ আলম

৮৩ স্বাধীনতা রক্ষায় সুশাসন অনিবার্য - বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন

৮৪ Bangladesh's honoring the indomitable spirit and historic leadership that led to the nation's liberation - Saba Azima Mohsin

৮৫ ছবি কথা বলে

৯৭ ক্লাব সদস্যদের ছবিসহ তালিকা

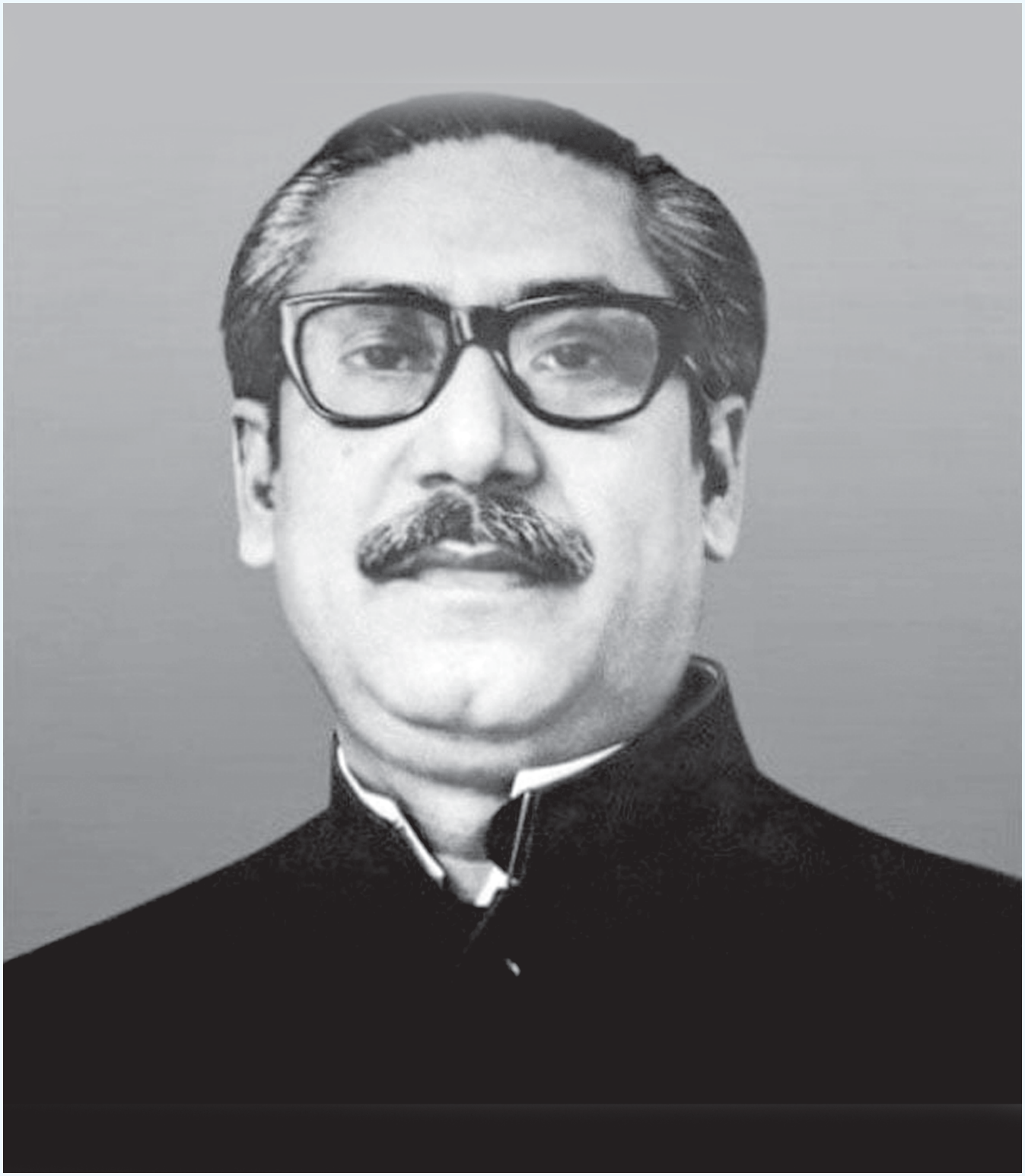

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১২ চৈত্র ১৪৩০
২৬ মার্চ ২০২৪

আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। দিবসটি উপলক্ষ্যে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা কর্তৃক স্মরণিকা ২০২৪ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সমর্থক, বিদেশি বন্ধু এবং সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেল দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগধর্মী নানামুখী প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সংকট মোকাবিলায় আমাদেরকেও সম্পদ ব্যবহারে হতে হবে মিতব্যয়ী এবং ভোগবিলাসে কৃচ্ছতা অনুসরণ করতে হবে। আমি আশা করি, বিগত বছরসমূহে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থসামাজিক সূচকসমূহে সরকারের অভূতপূর্ব অর্জনের ওপর ভিত্তি করে আমরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' -বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। বাংলাদেশ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছে, বাংলার মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে। আমরা বিশ্বে আর কোনো যুদ্ধ চাই না। ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের যে সকল দেশে যুদ্ধ ও গণহত্যা চলছে আমরা তার নিন্দা জানাই। আমি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান ও ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। কোনো কিছুই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হলেন মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু তাঁকে নিঃশেষ করেনি বরং বাঙালির চিত্তাকাশে আরও উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুধাবন করতে হবে, আজ তারা যে পথ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা তৈরি করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভবিষ্যতেও তাঁর দেখানো পথই হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সোপান।

দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার পথে - মহান স্বাধীনতা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৬৫৫৮
ফ্যাক্স: +৮৮০২-২২৩৩৮৬৫৫৯
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

বাণী

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ২০২৪ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এই ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাকাল খুব বেশি দিন হয়নি। আবার খুব বেশি নবীনও নয়। সেই প্রেক্ষাপটে অল্প দিনের মধ্যেই ক্লাবটি একটি ভাল অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য চর্চা ও খেলাধুলায় এই অঙ্গনটি সুকুমারবৃত্তি চর্চার মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এটি ক্লাব সদস্যদের আন্তরিক নিষ্ঠা, মেধা-মনন, শ্রম ও সেবাধর্মী মনোভাবের ফসল। পেশাগত জীবনের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তাঁরা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন রেখে চলেছেন । সামষ্টিক কল্যাণের স্বার্থে ক্লাব সদস্যগণ তাঁদের কাজের মাধ্যমে সহমর্মিতা ও বিনোদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সমাজের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির লক্ষ্য অর্জনে উপযুক্ত কর্মপন্থা ও দায়বদ্ধতা একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। ক্লাব সদস্যগণ এক্ষেত্রে খুবই সচেতন বলে আমি মনে করি।

কর্মক্লান্ত জীবনে বিনোদন ও শারীরিক-মানসিক প্রফুল্লতা অর্জন সুস্থতার অন্যতম নিয়ামক। এই ক্লাবটিকে কেন্দ্র করে তা গড়ে উঠছে বলে আমি বিশ্বাস করি। 'উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা' সেই নিরিখে অনেকটাই সফলতা অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাই সকল সদস্যের প্রতি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪-এর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে, যা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

ইতিপূর্বে ২০১৬ ও ২০১৯ সালে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত করোনা মহামারি সৃষ্ট পরিস্থিতিতে স্বভাবতই ক্লাবের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিশেষভাবে ব্যাহত হয়, ফলে ঐ সময়ে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কোন স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি স্মরণিকা প্রকাশসহ ক্লাবের সার্বিক কর্মকাণ্ডে পুনরায় যে গতিশীলতা এনেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, যার প্রত্যেক সদস্য একজন গেজেটেড, প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য। কাজেই তারা প্রত্যেকেই ন্যূনপক্ষে স্নাতক পাশ এবং দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার উচ্চতম সোপানে অবস্থিত, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক। এমতাবস্থায়, তাদের কাছ থেকে দেশ এবং জনগণের প্রত্যাশা অনেক। উত্তরা অফিসার্স ক্লাব তাই শুধু বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বিনোদন কেন্দ্র হলেই চলবে না, পাশাপাশি দেশ ও জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের চিন্তা-চেতনার উদ্ভাবন কেন্দ্র হবে এ ক্লাব।

আমাদের সবসময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে যাদের অর্থে আমাদের বেতন ও অন্যান্য সকল সুবিধাদি নিশ্চিত হয়, তাদের অবস্থার উন্নয়ন, তাদের মৌলিক এবং আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যা একটি সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার পরিচায়ক। যারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য এবং আইনগতভাবেই দেশের ও জনগণের গঠনতান্ত্রিক অধিকার ও তাদের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাঁরা তাঁদের চাকুরিতে প্রবেশলগ্নে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পালন করা তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আজ থেকে ৫৩ বছর পূর্বে এই দিনে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত ও প্রায় ২ লক্ষ মা বোনের ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, যে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল এই দেশের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উপরই এ দায়িত্ব অর্পিত। লাখো শহিদ যে মূল্যবোধ ও আদর্শ ধারণ করে দেশের মুক্তির লক্ষ্যে তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তা বাস্তবায়নের জন্যই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। অতএব, দেশের শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থার মুখ্য অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে দক্ষ ও গণবান্ধব করার লক্ষ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, লোভ, লালসা ও ব্যক্তিগত সুবিধাদির ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে ও তাদের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলস কাজ করে যাব।

অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, দেশে একটি ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের অনেক কাজ করে যেতে হবে। আমরা চাই ধর্ম, বর্ণ, বয়স, অবস্থান নির্বিশেষে সকলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে। আর এর চাবিকাঠি রয়েছে আমাদের নিজেদের হাতে। যারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য আমরা যদি সৎভাবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে কাজ করে যাই তাহলে আমরা অচিরেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য একটি উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ (সাবেক সচিব)
নির্বাহী সদস্য
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির বাণী

দেখতে দেখতে ২০২৩-২৪ নির্বাহী কমিটিতে দায়িত্ব পালনের একটি বছর পেরিয়ে গেল। আমি বিশ্বাস করি দায়িত্ব পেলে দায়ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়েছে। তবে শুধু দায়িত্ববোধ থেকে নয়, এক পরম মায়ায় জড়িয়ে গেছি এ ক্লাবের সাথে। সুযোগ পেলেই, কাজ থাকুক আর নাই থাকুক, সকাল-সন্ধ্যা আসা যাওয়ার পথে ক্লাবে একটু ঢুঁ না মারলে যেন ভালোই লাগে না।

কী করেছি বা কী হয়েছে এই এক বছরে? না, কোনো অট্টালিকা গড়ে তুলতে পারিনি। তবে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে এ ক্লাবে আনন্দ-বিনোদন-সেবা সমন্বয়ে দেশপ্রেম চর্চার যে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা তুলনাহীন। একদিন এ ক্লাবেরও অট্টালিকা হবে। তবে সত্যি-সত্যিই যেদিন এমনটা হবে, সেদিন আজকের ক্লাবের টিনের চালে টাপুর-টুপুর বৃষ্টির যে রিমঝিম শব্দে চিত্ত পুলকিত হয়, তা ভীষণভাবে মনে পড়বে।

জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণদের আশীর্বাণী আর কনিষ্ঠ ও নবীনদের শুভকামনায় সিক্ত হয়ে চোখের নিমিষে কেটে গেল একটি বছর। সাতশ চৌদ্দ সদস্যের উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার সকল সদস্য ক্লাবে আসেন না। তবে বেশিরভাগ সদস্যই রয়েছেন আগ্রহে এবং উৎসুক হয়ে - কী হচ্ছে, কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে। সদস্যদের লেখা এবং সকলের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সংকলনে 'বিহঙ্গ' নামে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তা একটি অমূল্য দলিল। সদস্যদের সাথে চাক্ষুষ দেখা না মিললেও ছবি তো কথা বলবে। কিন্তু সদস্যরা ক্লাবে আসলেই ভালো লাগে। তাদের পরামর্শ এবং ভাবনা জানতে পারলে আরও ভালো লাগবে। তাদের আসা-যাওয়ায় আরও ঋদ্ধ হবে এ ক্লাবের কার্যক্রম। আর এভাবেই নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধনে এগিয়ে যাবে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্রাক্কালে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার 'বিহঙ্গ' শীর্ষক প্রকাশনাটি এ দিবস উদ্‌যাপনে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। এটাতো দেশ প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। এ প্রকাশনার লেখকদের আমি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ 'বিহঙ্গ' পাখা বন্ধ করবে না। বরং নব নব রূপে সজ্জিত হয়ে আমাদের মাঝে নিয়মিত বিরতিতে হাজির হবে 'বিহঙ্গ'। আমি এ প্রকাশনার বহুল প্রচার এবং উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি (সাবেক সচিব)
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

সাধারণ সম্পাদকের বাণী

পূর্ব দিগন্তের রক্তলাল রবি মনে করিয়ে দেয় মহান স্বাধীনতার কথা। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। সর্বপ্রথম আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত ক্লাব সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেনের প্রতি, যাঁর নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শে ক্লাবের সার্বিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলছে।

মার্চ মাস বাঙালির গর্বের এবং অহংকারের মাস, মহান স্বাধীনতা ঘোষণার মাস, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মাস, আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাস। এ মাসেই বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি ক্লাব সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সৃজনশীল ও সৃষ্টিশীল মেধা বিকাশের লক্ষ্যে স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, কবিতা প্রভৃতি সংকলনে এবং ক্লাব সদস্যদের ছবি সংবলিত তালিকাসহ একটি স্মরণিকা 'বিহঙ্গ' প্রকাশ ক্লাবের জন্য একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

ক্লাবের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে ক্লাবকে একটি আধুনিক যুগোপযোগী, স্মার্ট ক্লাব হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে গত ৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ প্রথমবারের মতো ক্লাব সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটি গঠিত হয় এবং ১৩ মার্চ ২০২৩ এ কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ক্লাব সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা, ক্লাব সদস্যদের মূল্যবান সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্লাবের সার্বিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে যাঁরা যে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ তাঁদের চিহ্নিত করে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধি দিয়ে তাঁদের সমন্বয়ে ১৮টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটি অন্যতম। এ উপ-কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে প্রধান দায়িত্ব ছিল সদস্যদের তথ্যাদি সংবলিত স্মরণিকা প্রকাশ। সেই লক্ষ্যে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪-কে সামনে রেখে প্রকাশিত হচ্ছে স্মরণিকা "বিহঙ্গ"।

ক্লাবে সারাবছর বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ খেলাধুলা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। তবে অনেক সদস্য ক্লাবে অনুপস্থিত থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ক্লাব সদস্যরা যদি নিয়মিত ক্লাবে আসা যাওয়া করেন, তবে ক্লাব আঙ্গিনা আরো উৎসবমুখর হয়ে উঠবে।

আমি প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটির সম্মানিত আহবায়কসহ সকল সদস্যকে তাঁদের প্রচুর মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করে এ প্রকাশনা সম্পাদনের জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ স্মরণিকা প্রকাশে বিভিন্নভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতিও রইলো কৃতজ্ঞতা। এভাবেই ক্লাবের সকল কর্মকাণ্ডে সবসময় সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

ক্লাব সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করছি। আগামীতে আরও মজবুত ও দৃঢ় হোক আমাদের এ মেলবন্ধন।

পরিশেষে, সকলকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪-এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাহনওয়াজ দিলরুবা খান
সাধারণ সম্পাদক
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা ও
অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

রক্তে রাঙ্গা পলাশ শিমুল মনে করিয়ে দেয় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা। ঐতিহাসিক ০৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ী ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আপামর মুক্তিকামী বাঙালি। ২৬ মার্চ বাঙালির মহান স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবের দিন। এ উপলক্ষ্যে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা-এর উদ্যোগে তৃতীয় সংখ্যার স্মরণিকা-২০২৪ প্রকাশিত হচ্ছে। স্মরণিকায় চারটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও ক্লাব সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বাণী, সম্পাদকীয়, নির্বাহী কমিটি, প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটিসহ বিভিন্ন উপ-কমিটি, ক্লাবের সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা এবং প্রয়াত ক্লাব সদস্যদের তালিকা (স্মৃতিতে সদা জাগরুক)। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা, প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি। তৃতীয় অংশে রয়েছে আলোকচিত্রে ক্লাবের কার্যাবলী। চতুর্থ অংশে রয়েছে ক্লাব সদস্যদের ছবিসহ তালিকা।

স্মরণিকা প্রকাশের জন্য প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটি ০৫টি সভায় মিলিত হয়ে এবং স্মরণিকা সম্পাদনা টিম প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা করে স্মরণিকা প্রকাশের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে নির্বাহী কমিটিসহ একাধিক উপ-কমিটি। প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও অন্য উপ-কমিটিগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই স্মরণিকা "বিহঙ্গ"। এই নামটি আমার নিজের দেয়া। স্বাধীনতার অর্ধশত বছর পেরিয়ে আমাদের দেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল দিক থেকে মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। এ ক্লাবের সদস্য ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসাবে এ মুক্ত বিহঙ্গ অভিযাত্রী দলের দুর্জয় সৈনিক হিসাবে আমরা দেশের উন্নয়ন ও স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ় প্রত্যয়ী।

বিজ্ঞাপন দিয়ে বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্মরণিকাটির প্রকাশ কাজ সহজ করে তুলেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর যে সকল সদস্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কাজে সহায়তা করে স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ড. নমিতা হালদার এনডিসি সর্বোচ্চ পরিমাণ বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে এই স্মরণিকা প্রকাশের কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। শেষ মূহুর্তে স্মরণিকাটি প্রকাশনা, মুদ্রণ এবং মুদ্রণপূর্ব জটিল কাজগুলো সহজে সমাধান করে ড. নমিতা হালদার এনডিসি নিজে এবং তার অফিস সহকর্মীদের মাধ্যমে যেভাবে সহায়তা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্মরণিকা প্রকাশনা ও লেখা সংগ্রহের বিষয়ে উপ-কমিটির সদস্য-সচিব ডা. মঈন উদদীন আহমদ, সদস্য অধ্যাপক তাসলিমা বেগম, প্রফেসর ফারজানা পারভীন, প্রফেসর ড. নাসরীন আক্তার আইভী, ইঞ্জি. ড. আনোয়ার হাসান নূর, নাজমা বিনতে আলমগীরসহ অন্যান্যদের সহযোগিতা না পেলে এই প্রকাশনার কাজটি সমাপ্ত করা কষ্টসাধ্য ছিল।

সময় সল্পতার কারণে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি বিশেষ করে সদস্যদের তথ্য সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি থেকে যেতেই পারে। এসব ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। ভবিষ্যতে এ ক্লাবের পক্ষ থেকে আরও উন্নতমানের স্মরণিকা উপহার দেয়ার আশা রাখছি।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম (সাবেক সচিব)
আহবায়ক
প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটি
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা।

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

নির্বাহী কমিটি (২০২৩-২০২৪)

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও ক্লাব সভাপতি

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি

ডা. মঈন উদদীন আহমদ
সহ-সভাপতি

ইঞ্জি. জি. ফখরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
সহ-সভাপতি

শাহনওয়াজ দিলরুবা খান
সাধারণ সম্পাদক

ইঞ্জি. মোঃ ইউনুস আলী
যুগ্ম সম্পাদক

মোঃ মহসীন
যুগ্ম সম্পাদক

মোঃ মিজানুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ

মোহাঃ আব্দুস সালাম
যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

নির্বাহী কমিটি (২০২৩-২০২৪)

ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
নির্বাহী সদস্য

প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
নির্বাহী সদস্য

এস. এম. কামাল উদ্দিন হায়দার
নির্বাহী সদস্য

খান মোহাম্মদ বিলাল
নির্বাহী সদস্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. বোরহান উদ্দিন
নির্বাহী সদস্য

অধ্যাপক ডা. জালাল আহমেদ
নির্বাহী সদস্য

মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক
নির্বাহী সদস্য

মোঃ মাহ্‌মুদুল হক
নির্বাহী সদস্য

ড. মোঃ আবুল হোসেন
নির্বাহী সদস্য

মোঃ দেলওয়ার হোসেন
নির্বাহী সদস্য

ডা. মোঃ জাকির হুসাইন মন্টু এনডিসি
নির্বাহী সদস্য

তোফায়েল আহম্মদ
নির্বাহী সদস্য

অধ্যাপক ডা. মোঃ আমীর হোসাইন রাহাত
নির্বাহী সদস্য

মোঃ আলমগীর হোসেন
নির্বাহী সদস্য

প্রফেসর আশরাফুন নেসা রোজি
নির্বাহী সদস্য

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার ২০২৩-২৪ মেয়াদের উপ-কমিটিসমূহ

১. প্রশাসনিক, শৃঙ্খলা ও স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ড. নমিতা হালদার এনডিসি	আহ্বায়ক	১১২	বাড়ি নং- ২৬, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১০	০১৭৩১৭০৯০৯০
২	ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ	সদস্য	০১	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-৭/এ, সেক্টর-৩	০১৭১৩০৪৯৩৫০
৩	জনাব আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন এনডিসি	সদস্য	১২	বাড়ি নং- ২০, সড়ক নং-৭, সেক্টর-১৭ এইচ	০১৭৩০৩৩৫০২২
৪	প্রফেসর ডা. সাব্বির আহমেদ খান	সদস্য	৫৫	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-১৫, সেক্টর-৬	০১৭১১৫৩৩৪০৭
৫	জনাব খান মোহাম্মদ বিলাল	সদস্য	৮৪	বাড়ি নং- ৭, সড়ক নং-০২ই, সেক্টর-৪	০১৭১৫০১৭৯৫৪
৬	জনাব ফরহাদ আহাম্মদ খান	সদস্য	১১৮	বাড়ি-বি-১৯, সরকারি অফিসার্স কো. ডি-৭, সেক্টর-৮	০১৭১৫০০০৭৪৯
৭	অধ্যাপক ডা. জালাল আহমেদ	সদস্য	১৩১	বাড়ি নং- ২৪, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১১	০১৭১৩০১৭১৭২
৮	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ	সদস্য	১৭৭	বাড়ি নং-৫৬, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-১৩	০১৫২১ ৫২০৯৪০
৯	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	সদস্য	২২৭	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-২, সেক্টর-১১	০১৭১১৮৩৬৬৩৩
১০	জনাব নিরোদ চন্দ্র মন্ডল	সদস্য	২৩১	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-২০এ, সেক্টর-১৪	০১৮১৭৫০৮২৫১
১১	ড. মোঃ আবুল হোসেন	সদস্য	২৬০	বাড়ি নং- ২০, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৭৫৫৭০২৭৩৭
১২	কৃষিবিদ ড. এম এন মোল্লা	সদস্য	২৬১	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-০৪, সেক্টর-০৪	০১৭১৫০১৭৭৩৮
১৩	জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন	সদস্য	৩১২	বাড়ি নং-৮৩, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৭৪৮২৯১১০৫
১৪	ডা. মোঃ জাকির হুসাইন মন্টু এনডিসি	সদস্য	৩৩৩	বাড়ি নং-১৪সি, সড়ক নং-২, মতিঝিল	০১৭১১৩৮৯১৮০
১৫	ইঞ্জিনিয়ার জে. বি. বড়ুয়া	সদস্য	৪৭০	বাড়ি নং- ৩০, সড়ক নং-৬, সেক্টর-৩	০১৭২৬৪০৭৭৬৪
১৬	জনাব তোফায়েল আহম্মদ	সদস্য	৪৯৫	বাড়ি নং- ৩, সড়ক নং-৩২, সেক্টর-৭	০১৭১৮০০৫০০৮
১৭	জনাব মোঃ আবু কাওছার মল্লিক	সদস্য	৫৪৩	বাড়ি নং-৩১, এভি-৯, ব্লক-এফ, সেক্টর-১৫	০১৭৩০০১৩৯১১
১৮	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ	সদস্য	৬০৫	বাড়ি নং- ১১, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১৬	০১৭১২২৫১৮৩৭
১৯	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন খান	সদস্য	৬১০	বাড়ি নং- ৩৩, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১১	০১৯১১৫৪৩৪৩১
২০	জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান	সদস্য সচিব	২৭৫	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১০	০১৭১১৯৩১৯৯৩

২. অর্থ ও বাজেট উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	আহবায়ক	১১৩	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১৩	০১৭১৪২৭৩৭০৭
২	ইঞ্জি. জি. ফখরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী	সদস্য	০৮	বাড়ি নং-২২, সড়ক নং-১, সেক্টর-১০	০১৫৫০১৫১০৮২
৩	জনাব মোহাম্মদ ফজলে আহাদ কায়সার	সদস্য	৭৬	বাড়ি নং-৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১	০১৭১১৫৭০৩৩২
৪	জনাব মোঃ আবু সাদেক	সদস্য	১১১	বাড়ি নং-৬বি, সড়ক নং-৭বি, সেক্টর-৯	০১৭১৩৪৪৪১১৪
৫	কৃষিবিদ ড. এম এন মোল্লা	সদস্য	২৬১	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-০৪, সেক্টর-০৪	০১৭১৫০১৭৭৩৮
৬	ডা. নাফিস আল হক	সদস্য	৩১৯	বাড়ি নং-০৯, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-০৩	০১৭৪৩৩৯৬৭৬৯
৭	ডা. মোঃ জাকির হুসাইন মন্টু এনডিসি	সদস্য	৩৩৩	বাড়ি নং-১৪সি, সড়ক নং-২, মতিঝিল	০১৭১১৩৮৯১৮০
৮	জনাব এটিএম কামরুল ইসলাম তাং	সদস্য	৩৩৭	বাড়ি নং-০৮, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১	০১৭১১৯৮২৩৬৩
৯	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন খান	সদস্য	৩৮৯	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৩০৩, পূর্বাচল	০১৯১১৫৪৩৪৬৭
১০	জনাব রওনক জাহান	সদস্য	৪৬৬	বাড়ি নং-২১১, সড়ক নং-৩, ব্লক বি, বসুন্ধরা	০১৭১৫২২১৩৯৪
১১	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভূইয়া	সদস্য	৪৭১	বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-২এ, সেক্টর-১২	০১৭১২০৩৭৪৩৬
১২	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সদস্য	৫২৯	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১২	০১৭৮৭৬৭২৯৯৯
১৩	জনাব এ কে এম জাকির হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য	৫৫৬	বাড়ি নং-১৭, সড়ক নং-১, সেক্টর-১৫ডি	০১৭১১৮২২৪৩৯
১৪	জনাব নূর-ই-আলম	সদস্য	৫৬৯	বাড়ি নং-১, সড়ক নং-১/বি, সেক্টর-৫	০১৯১১১৮৯১৮৫
১৫	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	৫৯৭	বাড়ি নং-১৪, সড়ক নং-০২, সেক্টর-১৩	০১৭১২ ১১৯৫২৫
১৬	জনাব জমির উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	৬৩৪	বাড়ি নং- ৫২, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৩	০১৭১১২৭৮৬২২
১৭	জনাব মোঃ হামিদুল হক	সদস্য	৬৩৭	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-১০, সেক্টর-৬	০১৫৫২৪৬৮৩৯৫
১৮	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	সদস্য	৬৪৭	বাড়ি নং-৩৭, সড়ক নং-৪, বাউনিয়া	০১৭১৫১৮১১৬০
১৯	জনাব মোঃ আজিজুল হক	সদস্য সচিব	৫৮৩	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-শা.মুখ এভিনিউ, সেক্টর-১৪	০১৭১১০২০৭১২

৩. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মাহ্‌মুদ আলী খান	আহ্বায়ক	০৩	বাড়ি নং-৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-৩	০১৭৬১ ৬১৬১৫১
২	জনাব মোতাহের হোসেন	সদস্য	১৪	বাড়ি নং-৪০, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৩	০১৭১৩০৩২৬২৫
৩	জনাব সুনিল কৃষ্ণ সাহা	সদস্য	১২৭	বাড়ি নং-৫৬, সড়ক নং-৬বি, সেক্টর-১২	০১৭১৭০৭৩১১৪
৪	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক	সদস্য	১৭১	বাড়ি নং-৮৬, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১১	০১৭১২১২৬২৯৫
৫	জনাব এম কায়সারুল ইসলাম	সদস্য	২৪২	বাড়ি নং-২৩, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৭৭১১২৩৪৭৩
৬	জনাব সেলিম আবেদ	সদস্য	২৭০	বাড়ি নং-৩৪, সড়ক নং-২১, সেক্টর-১৪	০১৭১২০০১২৩২
৭	ড. মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান	সদস্য	৫০০	বাড়ি নং-৪০, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-০৭	০১৭১৫ ১৩৩০০৮
৮	জনাব মোঃ কামরুল হাসান খান এনডিসি	সদস্য	৫২৪	বাড়ি নং- ৮৭, সড়ক নং-৯সি,সেক্টর-৫	০১৭৬৫ ৮২০১০২
৯	জনাব মোঃ আজিজুল হক	সদস্য	৫৮৩	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-শা.মুখ এভিনিউ, সেক্টর-১৪	০১৭১১০২০৭১২
১০	জনাব মোঃ আসলাম হোসেন	সদস্য	৬১৯	বাড়ি নং- ৫৮, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৫৫০১৫৩৬৮৫
১১	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা	সদস্য	৬২২	বাড়ি নং- ১১৭, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-১০	০১৫৫২৩৯৫০৬০
১২	জনাব অঞ্জন কুমার সাহা	সদস্য	৬৫৮	বাড়ি নং-৩, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১৩	০১৩০৮৫৪৩৯৮৯
১৩	জনাব পল্লব কুমার দেব	সদস্য	৬৫৯	বাড়ি নং-৩২, গ.নে., সেক্টর-১৩	০১৭১৮১৯৬৬৩২
১৪	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	সদস্য	৬৬১	বাড়ি নং- ১৬, গাউসুল আজম,সেক্টর-১৩	০১৭২৩ ১৯৬৫২৪
১৫	জনাব নিপু চন্দ্র দে	সদস্য	৬৬২	বাড়ি নং-০৭, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-৭	০১৭৯৩০৮৭৭২৩
১৬	জনাব মোঃ শাহীন আক্তার হোসেন	সদস্য	৬৭৬	বাড়ি নং-, সড়ক-সলিমুল্লাহ রোড, মোহম্মদপুর	০১৭১১৬২৫৯৩০
১৭	জনাব মোহাঃ আব্দুস সালাম	সদস্য সচিব	৩৯৯	বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৬	০১৭১৬৩৯৮৯৫০

৪. ক্লাবের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ডিজাইন, নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	স্থপতি মীর মনজুরুর রহমান	আহ্বায়ক	৬৮০	বাড়ি নং- ১৯, সড়ক নং-২, সেক্টর-৫	০১৫৫২৩২২৬৫৯
২	ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ	সদস্য	০১	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-৭/এ, সেক্টর-৩	০১৭১৩০৪৯৩৫০
৩	জনাব মোঃ মহসীন	সদস্য	১১৬	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-২০, সেক্টর-১৩	০১৭১২৬৮১৫৩১
৪	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য	১১৭	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-২০এ, সেক্টর-১৪	০১৭১১৭০৫৯০৪
৫	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শাহাবুদ্দিন খান	সদস্য	১২২	বাড়ি নং- ৭, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১২	০১৭১৩৪৬১৭৩৬
৬	ইঞ্জি. আফতাব উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	১৮৮	বাড়ি নং-১৫, সড়ক নং-৭সি, সেক্টর-৯	০১৭১১ ৩৭৬৫০৬
৭	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য	১৮৯	বাড়ি নং- ১৭, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৬১১৫৬৪০২৬
৮	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইউনুস আলী	সদস্য	২১৭	বাড়ি নং-৫১, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৩	০১৭১১৮৯৮৩৯৩
৯	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	সদস্য	২২৭	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-২, সেক্টর-১১	০১৭১১৮৩৬৬৩৩
১০	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ এনামুল হক	সদস্য	২৩৭	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৭	০১৭১৩০৯০৬০৯
১১	জনাব তাজিনা সরোয়ার	সদস্য	২৭২	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-০১, সেক্টর-১১	০১৭১৩০৪৬৯৩২
১২	জনাব মোঃ আবদুল বারিক	সদস্য	৩০০	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-০৮, সেক্টর-৯	০১৭১১ ১৬৭৯৩৩
১৩	জনাব খান মোঃ কামরুল	সদস্য	৩১১	বাড়ি নং-১২, সড়ক নং-০৩, সেক্টর-৪	০১৭১১ ৯৬৬৮৯১
১৪	জনাব মোহাম্মদ সাজিদ আনোয়ার	সদস্য	৩৪৩	বাড়ি নং- ৩৬, সড়ক নং-৯, সেক্টর-০৯	০১৭৩২৯৮৯৮৯৮
১৫	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল বারেক	সদস্য	৩৬৩	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-১১, সেক্টর-১০	০১৭১১১২৬৫০০
১৬	ইঞ্জি. মোঃ আনিসুর রহমান	সদস্য	৪৩৭	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-২১, সেক্টর-০৭	০১৭১১৫৬৩০৬০
১৭	জনাব সাজিয়া আফরীন	সদস্য	৪৭৭	বাড়ি নং-৩৪, সড়ক নং-২১, সেক্টর-১৪	০১৫৫২৪৬২৪৪০
১৮	ইঞ্জি. এ এইচ এম মহিউদ্দিন	সদস্য	৫৩৭	বাড়ি নং-৪৩, সড়ক নং-১, সেক্টর-৪	০১৭৩০৩৩৫১৮২
১৯	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ	সদস্য	৬০৫	বাড়ি নং- ১১, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১৬	০১৭১২২৫১৮৩৭
২০	জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন	সদস্য সচিব	৩১২	বাড়ি নং-৮৩, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৭৪৮২৯১১০৫

৫. ক্লাবের সম্পদ সংগ্রহ/আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ এনামুল হক	আহ্বায়ক	২৩৭	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৭	০১৭১৩০৯০৬০৯
২	ইঞ্জি. জি. ফখরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী	সদস্য	০৮	বাড়ি নং- ২২, সড়ক নং-১, সেক্টর-১০	০১৫৫০১৫১০৮২
৩	প্রফেসর ডা. সাব্বির আহমেদ খান	সদস্য	৫৫	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-১৫, সেক্টর-৬	০১৭১১৫৩৩৪০৭
৪	জনাব এ.কে.এম. নুরুল হুদা আজাদ	সদস্য	৭৭	বাড়ি নং- ৩২, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৭১১৩৭০০৭৫
৫	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	সদস্য	১১৩	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১৩	০১৭১৪২৭৩৭০৭
৬	জনাব মোঃ মহসীন	সদস্য	১১৬	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-২০, সেক্টর-১৩	০১৭১২৬৮১৫৩১
৭	জনাব হাবিবুর রহমান	সদস্য	১১৭	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-২০এ,সেক্টর-১৪	০১৭১১৭০৫৯০৪
৮	ডা. এ.কে.এম. আতাউর রহমান	সদস্য	১২৩	বাড়ি নং- ৩০, সড়ক নং-০১,সেক্টর-০৬	০১৭১৫১৬৬২৯৯
৯	জনাব রাসেল চাকমা	সদস্য	১৯৪	বাড়ি নং- ১৪, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১	০১৭১১৫৬৭০৭২
১০	জনাব মোঃ মাসুম পাটোয়ারী	সদস্য	২৩০	বাড়ি নং- ০৬, সড়ক নং-২৪, সেক্টর-০৭	০১৭১১৮৪৭২৫০
১১	জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান	সদস্য	২৭৫	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১০	০১৭১১৯৩১৯৯৩
১২	জনাব মোহাঃ আব্দুস সালাম	সদস্য	৩৯৯	বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৬	০১৭১৬৩৯৮৯৫০
১৩	ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল	সদস্য	৪৬২	বাড়ি নং- ২৩০৫, ব্লক এল, বসুন্ধরা	০১৫৫২ ৩৬৮৫৫১
১৪	জনাব তোফায়েল আহম্মদ	সদস্য	৪৯৫	বাড়ি নং- ৩, সড়ক নং-৩২, সেক্টর-৭	০১৭১৮০০৫০০৮
১৫	ড. মোঃ হারুন অর রশীদ বিশ্বাস	সদস্য	৫৫০	৯ চেয়ারম্যান পার্ক, কল্যাণপুর	০১৭১১ ৯৭৮২৮২
১৬	জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	সদস্য	৫৯৬	বাড়ি নং-১৬, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৪	০১৭১৭৪৬৬৯৯৯
১৭	জনাব মোঃ ইসরাইল হাওলাদার	সদস্য	৫৯৮	বাড়ি নং-৬, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-৭	০১৭১১১৫৯৩৭৭
১৮	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	সদস্য	৬০৬	ব্লক-জি, সড়ক নং- পার্ক ১৭, সেক্টর-১৭	০১৭১২৯৪৪৬৩০
১৯	ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম	সদস্য	৬৪০	বাড়ি নং-০৯, সড়ক নং-২০/এ, সেক্টর-১৪	০১৯১৩৩৭০৭৬৭
২০	ড. মোঃ আবুল হোসেন	সদস্য সচিব	২৬০	বাড়ি নং- ২০, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৭৫৫৭০২৭৩৭

৬. সদস্য অন্তর্ভুক্তি ও বাতিল এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ	আহ্বায়ক	০১	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-৭/এ, সেক্টর-৩	০১৭১৩০৪৯৩৫০
২	জনাব আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন এনডিসি	সদস্য	১২	বাড়ি নং- ২০, সড়ক নং-৭, সেক্টর-১৭ এইচ	০১৭৩০ ৩৩৫০২২
৩	জনাব এস এম কামাল উদদীন হায়দার	সদস্য	৬১	বাড়ি নং-২৯, সড়ক নং-সো.জ, সেক্টর-১২	০১৭১১৪৭০৮৫৩
৪	জনাব খান মোহাম্মদ বিলাল	সদস্য	৮৪	বাড়ি নং- ৭, সড়ক নং-০২ই, সেক্টর-৪	০১৭১৫০১৭৯৫৪
৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন	সদস্য	১০৪	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৯, সেক্টর-৪	০১৫৫২২০০৬৯৮
৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	সদস্য	১১৩	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১৩	০১৭১৪২৭৩৭০৭
৭	জনাব হাবিবুর রহমান	সদস্য	১১৭	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-২০এ, সেক্টর-১৪	০১৭১১৭০৫৯০৪
৮	জনাব ফরহাদ আহাম্মদ খান	সদস্য	১১৮	বাড়ি-বি-১৯, সরকারি অফিসার্স কো. ডি-৭, সেক্টর-৮	০১৭১৫০০০৭৪৯
৯	অধ্যাপক ডা. জালাল আহমেদ	সদস্য	১৩১	বাড়ি নং- ২৪, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১১	০১৭১৩০১৭১৭২
১০	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক	সদস্য	১৭১	বাড়ি নং-৮৬, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১১	০১৭১২১২৬২৯৫
১১	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইউনুস আলী	সদস্য	২১৭	বাড়ি নং-৫১, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৩	০১৭১১৮৯৮৩৯৩
১২	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	সদস্য	২২৭	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-২, সেক্টর-১১	০১৭১১৮৩৬৬৩৩
১৩	কৃষিবিদ ড. এম এন মোল্লা	সদস্য	২৬১	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-০৪,সেক্টর-০৪	০১৭১৫০১৭৭৩৮
১৪	জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান	সদস্য	২৭৫	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১০	০১৭১১৯৩১৯৯৩
১৫	জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন	সদস্য	৩১২	বাড়ি নং-৮৩, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৭৪৮২৯১১০৫
১৬	জনাব তোফায়েল আহম্মদ	সদস্য	৪৯৫	বাড়ি নং- ৩, সড়ক নং-৩২, সেক্টর-৭	০১৭১৮০০৫০০৮
১৭	অধ্যাপক ডা. মোঃ আমীর হোসাইন রাহাত	সদস্য	৪৯৯	বাড়ি নং-১০, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৩	০১৭১৫০০৪৩০৪
১৮	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ	সদস্য	৬০৫	বাড়ি নং- ১১, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১৬	০১৭১২২৫১৮৩৭
১৯	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা	সদস্য	৬৩৫	বাড়ি নং-৩৪, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৪	০১৭১১৪৩৯১২৩
২০	জনাব মোঃ মহসীন	সদস্য সচিব	১১৬	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-২০, সেক্টর-১৩	০১৭১২৬৮১৫৩১

৭. আইসিটি উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ইঞ্জি. জি. ফখরুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী	আহ্বায়ক	০৮	বাড়ি নং-২২, সড়ক নং-১, সেক্টর-১০	০১৫৫০১৫১০৮২
২	জনাব এস এম কামাল উদদীন হায়দার	সদস্য	৬১	বাড়ি নং-২৯, সড়ক নং-সো.জ, সেক্টর-১২	০১৭১১৪৭০৮৫৩
৩	জনাব হাসিব নবী রানা	সদস্য	৬৬	বাড়ি নং- ২৭, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১২	০১৯৭০১৫৫০৬৫
৪	ইঞ্জি. মোঃ লুৎফর রহমান	সদস্য	১৩৬	বাড়ি নং-১২১, সড়ক নং-০৭, সেক্টর-০৪	০১৮১৭ ১০২৩৬৫
৫	জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস	সদস্য	১৯৬	বাড়ি নং- ডি/৭/এ, বিটিসিএল আবাসিক এলাকা, বনানী	০১৫৫০১৫১৩৪৬
৬	ইঞ্জি. মোঃ আশরাফ হোসেন পিইঞ্জ	সদস্য	২৫১	বাড়ি নং-২২, সড়ক নং-৩/এ, সেক্টর-৫	০১৫৫০১৫১২৮১
৭	জনাব মোঃ সারওয়ার আলম	সদস্য	৩২৮	বাড়ি নং-৩৯, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৩	০১৭১৫০৭৮৬৫৬
৮	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল কবীর	সদস্য	৪১১	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৭৫৫৬৩৭৫৫৫
৯	ড. মমতাজ শাহনারা ছবি	সদস্য	৪১৩	বাড়ি নং-৬১, শাহ মাখদুম, সেক্টর-১২	০১৫৫২৪৩৩৬৮১
১০	জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান	সদস্য	৪৬৪	বাড়ি নং-অ-৩৯, কলেজরোড, টঙ্গী,	০১৭১১৯৮৬২২৯
১১	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	সদস্য	৪৭৯	বাড়ি নং-০৮, সড়ক নং-৩এ, সেক্টর-০৫	০১৫৫০ ১৫৩৩১৯
১২	প্রকৌশলী মোঃ রায়হান আরেফিন	সদস্য	৫১১	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১৩	০১৭১৩০৯০৬০০
১৩	ক্যাপ্টেন কাজী আলী ইমাম	সদস্য	৫৪১	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৪, সেক্টর-৩	০১৯৭০ ০৬২৭৪৪
১৪	জনাব শাহ জুলফিকার হায়দার	সদস্য	৫৫৭	বাড়ি নং-৪৭, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১৩	০১৫৫০ ১৫৫০২১
১৫	জনাব একেএম মিজানুর রহমান	সদস্য	৫৮৯	বাড়ি নং-৪৮, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১০	০১৭১১৭৩০৩৫৬
১৬	জনাব খান মোঃ ইলিয়াস	সদস্য	৫৯৯	বাড়ি নং-১০, করতোয়া, সেক্টর-১৮	০১৭১১৯৭৮১৪১
১৭	ড. মির শাহ আলম	সদস্য	৬১৪	বাড়ি নং-২২, সড়ক নং-৪এ, সেক্টর-১৫সি/১	০১৭১৫ ০৩০২১৫
১৮	জনাব মোঃ আসলাম হোসেন	সদস্য	৬১৯	বাড়ি নং- ৫৮, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৭১২৮১৩৩৫২
১৯	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ	সদস্য সচিব	১৭৭	বাড়ি নং-৫৬, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-১৩	০১৭১৬৫৭১১৫৮

৮. প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরি উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	আহ্বায়ক	৯০	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-২০, সেক্টর-১৩	০১৭১৩০১০৯০১
২	জনাব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম	সদস্য	১৭	বাড়ি নং-৩৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-৪	০১৭৩৩৯৭২০৯৩
৩	অধ্যাপক তাসলিমা বেগম	সদস্য	২৬	বাড়ি নং-৯১, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৮১৪৮৪৩৬৪৪
৪	প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ	সদস্য	৩৬	বাড়ি নং-৩৮, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৭১১৩২২২৬৮
৫	জনাব মোছাম্মৎ শামিমা নার্গিস	সদস্য	৮১	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৬	০১৯১১৩৬৪৬৭৫
৬	প্রফেসর ফারজানা পারভীন	সদস্য	১২৯	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৯, সেক্টর-৩	০১৭১৩০০৪৮৬০
৭	প্রফেসর ড. নাসরীন আক্তার আইভী	সদস্য	১৩৯	বাড়ি নং-৩৮, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৫৫২৩২৮১০৯
৮	জনাব ফাতেমা রহিম ভীনা	সদস্য	১৫৫	বাড়ি নং-৩৪,সড়ক নং-০৩, সেক্টর-০৪	০১৬৭৭৩০৩০৫৮
৯	ইঞ্জি. ড. আনোয়ার হাসান নূর	সদস্য	২২০	বাড়ি নং-২৭,সড়ক নং-১৬, সেক্টর-০৩	০১৭১১৫২৭৪৫১
১০	জনাব এ এফ এম ইয়াহিয়া চৌধুরী	সদস্য	২৩৫	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-৩২, সেক্টর-৭	০১৭১০৮২৬৩৬৭
১১	ড. মোঃ আবুল হোসেন	সদস্য	২৬০	বাড়ি নং- ২০, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৭৫৫৭০২৭৩৭
১২	প্রফেসর ড. ফেরদৌসী খান	সদস্য	৫৬৪	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-১, সেক্টর-০১	০১৭১১ ৫৩৩৪২৭
১৩	ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (রতন)	সদস্য	৫৭৪	বাড়ি নং-৩৫, সড়ক নং-৬/এ, সেক্টর-৫	০১৮১৯৯১৪৭৪৮
১৪	জনাব এসএম দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	৫৭৫	বাড়ি নং-৮৩, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৫৫২৩৩৭২২১
১৫	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য	৫৮৬	বাড়ি নং-এ/১১০২, কৃষ্ণচূড়া, সেক্টর ১৮	০১৭১৬৪৫৯৯৬৮
১৬	জনাব মোঃ নিজামুল করিম	সদস্য	৫৯৪	বাড়ি নং-৯৭, সড়ক নং-১২, সেক্টর-১৩	০১৭১১২৬২৪২১
১৭	জনাব নাজমা বিনতে আলমগীর	সদস্য	৬১৭	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-৭/এ, সেক্টর-৩	০১৭১৩ ০১৬৪১৮
১৮	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	সদস্য	৬৪৭	বাড়ি নং-৩৭, সড়ক নং-৪, বাউনিয়া	০১৭১৫ ১৮১১৬০
১৯	জনাব মোঃ শাহজাহান পিএইচডি	সদস্য	৬৭৭	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১০	০১৭৫৫ ৯৭৫৭২০
২০	ডা. মঈন উদদীন আহমদ	সদস্য সচিব	১৩	বাড়ি নং-১৭, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১১	০১৭২০১৬৯০৩৭

৯. সংস্কৃতি বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	আহ্বায়ক	৪৬৭	বাড়ি নং- ৩২, সড়ক নং-৩৬, সেক্টর-৭	০১৭১১৩৭৯৭১২
২	প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ	সদস্য	৩৬	বাড়ি নং-৩৮, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৯১১৩২২২৬৮
৩	বেগম নুরে জান্নাত	সদস্য	৮০	বাড়ি নং-৩, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৬	০১৭১৩০০৮৩৩৯
৪	ড. নমিতা হালদার এনডিসি	সদস্য	১১২	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-৩,সেক্টর-১০	০১৭৩১৭০৯০৯০
৫	জনাব ফাতেমা রহিম ভীনা	সদস্য	১৫৫	বাড়ি নং-৩৪, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৪	০১৬৭৭৩০৩০৫৮
৬	অধ্যাপক ওয়াজিদা বানু	সদস্য	২০৭	জি.এম বাংলো, নিউ মেঘনা টেক্সটাইল, টংগী	০১৮১৯১২৯০২৭
৭	জনাব রুনা লায়লা	সদস্য	৩২১	বাড়ি নং- ১৬, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-৪	০১৩১৩৯৭৬৮৬৮
৮	জনাব মোঃ সারওয়ার আলম	সদস্য	৩২৮	বাড়ি নং-৩৯, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৩	০১৭১৫০৭৮৬৫৬
৯	জনাব আবুল হাসনাত মাসুম ইকবাল	সদস্য	৩৪০	বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৩	০১৭১১৭৩২১৬২
১০	জনাব মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এনডিসি	সদস্য	৩৫৩	বাড়ি নং- ৩২, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১২	০১৭১৫৬১৬৭৪৩
১১	মুন্সী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ	সদস্য	৪৫১	বাড়ি নং- ১৯, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১	০১৭১১১৯৩৮৩৪
১২	জনাব ফাহমিদা সুলতানা	সদস্য	৫৮১	বাড়ি নং-২৮, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৪	০১৭১২৯৪৪৬৩০
১৩	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সদস্য	৫৯৫	বাড়ি নং-১/ডি,সড়ক নং-৬,সেক্টর-১৭	০১৭০৭১৫৮০৯৭
১৪	ড. ললিতা রাণী বর্মণ	সদস্য	৬০১	বাড়ি নং- ৭, রুপায়ন সিটি, সেক্টর-১২	০১৭১১১৭৭১২৪
১৫	ডা. এস.এম. খোশবুল জান্নাত	সদস্য	৬১৩	বাড়ি নং- ৪২, সড়ক নং-০৩, সেক্টর-০৪	০১৭১৫৫৯৩১৬০
১৬	জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম	সদস্য	৬২৮	বাড়ি নং-৩৬, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৭১২৬০৫২১৭
১৭	জনাব তাপস কুমার দাস	সদস্য	৬২৯	বাড়ি নং- ৩৬, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৭১৬৬২০৪৫৩
১৮	জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী	সদস্য	৬৪৯	বাড়ি নং- ১৭, সড়ক নং-৩/সি, সেক্টর-৯	০১৯৪১৮৪৬৮৪৭
১৯	জনাব মৌসুমী রহমান	সদস্য	৬৫৩	বাড়ি নং- ৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১	০১৭১১১৭১৩৯৬
২০	অধ্যাপক ডা. মোঃ আমীর হোসাইন রাহাত	সদস্য সচিব	৪৯৯	বাড়ি নং-১০, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৩	০১৭১৫০০৪৩০৪

১০. ক্রীড়া বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ডা. মোঃ জাকির হুসাইন মন্টু এনডিসি	আহ্বায়ক	৩৩৩	বাড়ি নং-১৪সি,২ সড়ক ২, মতিঝিল	০১৭১১৩৮৯১৮০
২	ডা. মঈন উদদীন আহমদ	সদস্য	১৩	বাড়ি নং-১৭, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১১	০১৭২০১৬৯০৩৭
৩	জনাব তৌহিদ হাসনাত খান	সদস্য	২৪	বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-১১	০১৯৭১১১১০০০
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহমেদ তালুকদার	সদস্য	৩১	বাড়ি নং-১০৪, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৭১৩২০৫৫৬৬
৫	জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার	সদস্য	১০৩	বাড়ি নং-১৬, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৩	০১৭১৫০৯৬৬২৮
৬	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সরকার	সদস্য	২৬৫	বাড়ি নং-৫৮, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৬	০১৭১৪৯৯২৫৩৫
৭	জনাব মেহেদী মাসুদুজ্জামান	সদস্য	৩০৫	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৯	০১৭১২১১০২১২
৮	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	সদস্য	৩৭১	বাড়ি নং-৪১, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৭১৩ ৫৮১৩৯৭
৯	জনাব মোহাম্মদ তারিক ইকবাল	সদস্য	৩৮০	বাড়ি নং- ৪০, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-৩	০১৮১৯১৪২৮৭৭
১০	জনাব রোজিনা ইয়াসমীন	সদস্য	৪১৭	বাড়ি নং- ২৬, সড়ক নং-১২, সেক্টর-৪	০১৭১৫২০১৯৯৯
১১	কৃষিবিদ মোঃ সাইকুল ইসলাম	সদস্য	৪২০	বাড়ি নং-২৭, সড়ক নং-১২, সেক্টর-৪	০১৭২৬১১৩১৮৩
১২	জনাব মোঃ মোশরেকুল আলম	সদস্য	৪৮১	বাড়ি নং-৭বি, দেওয়ান সিটি, সেক্টর-০৬	০১৭১১ ২৬২০০১
১৩	অধ্যাপক ডা. মোঃ আমীর হোসাইন রাহাত	সদস্য	৪৯৯	বাড়ি নং-১০, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৩	০১৭১৫০০৪৩০৪
১৪	জনাব এ কে এম জাকির হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য	৫৫৬	বাড়ি নং-১৭, সড়ক নং-১, সেক্টর-১৫ডি	০১৭১১৮২২৪৩৯
১৫	জনাব মোঃ রিপন কবির লস্কর	সদস্য	৫৭৯	বাড়ি নং-০৮, সড়ক নং-০৯, সেক্টর-০৫	০১৯২৭ ৬৯৭৫০৭
১৬	জনাব একেএম মিজানুর রহমান	সদস্য	৫৮৯	বাড়ি নং-৪৮, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১০	০১৭১১৭৩০৩৫৬
১৭	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	৫৯৭	বাড়ি নং-১৪, সড়ক নং-০২, সেক্টর-১৩	০১৭১২ ১১৯৫২৫
১৮	জনাব মোঃ আসলাম হোসেন	সদস্য	৬১৯	বাড়ি নং- ৫৮, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৭১২৮১৩৩৫২
১৯	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	সদস্য	৬২০	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-০৩, রানাভোলা	০১৭৩৩ ৯১১৮৪৩
২০	জনাব এস এম কামাল উদদীন হায়দার	সদস্য সচিব	৬১	বাড়ি নং-২৯, সড়ক নং-সো.জ, সেক্টর-১২	০১৭১১৪৭০৮৫৩

১১. তাম্বোলা বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	ডা. মোঃ নুরুন নবী	আহ্বায়ক	৬৭	বাড়ি নং-২৭, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১২	০১৫৫২ ৩১২৩৫৪
২	জনাব মাহ্‌মুদ আলী খান	সদস্য	০৩	বাড়ি নং-৪, সড়ক নং-৪, সেক্টর-৩	০১৭৬১ ৬১৬১৫১
৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ হানিফ এনডিসি	সদস্য	৩৮	বাড়ি নং-৩, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৪	০১৭১১ ৩২৬৮৯১
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরিদুল আলম	সদস্য	৫২	বাড়ি নং-৭১, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-১১	০১৬২৬ ০০৪৫৩৬
৫	জনাব আহমেদ ফজলুল কবির	সদস্য	২১৩	বাড়ি নং-১০, সড়ক নং-৬, সেক্টর-৭	০১৭১১ ৮৯০৮৫৫
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর হুসাইন সিকদার	সদস্য	২৫৫	বাড়ি নং-৮, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৭	০১৭১২ ০৪১৭৭৪
৭	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	সদস্য	৩৯০	বাড়ি নং-৫, সড়ক নং-৪, সেক্টর-৩	০১৮১৯ ৯৪৬৮০৪
৮	জনাব সৈয়দ ইমাম আহাম্মেদ ওয়ালিউল মাওলা	সদস্য	৩৯৮	বাড়ি নং-৫৭, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১২	০১৭১২ ০২১৪৪৪
৯	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল কবীর	সদস্য	৪১১	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৭৫৫ ৬৩৭৫৫৫
১০	জনাব মুহম্মদ আবদুল বাতেন	সদস্য	৪৫০	বাড়ি নং-১২, সড়ক নং-২এ, সেক্টর-১২	০১৮১৯ ২২৫২৫২
১১	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.এফ.এম. সাইফুল ইসলাম	সদস্য	৪৬৫	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-৮, সেক্টর-১৩	০১৭১১ ৮৯৫৫৫৮
১২	ইঞ্জি. এ এইচ এম মহিউদ্দিন	সদস্য	৫৩৭	বাড়ি নং-৪৩, সড়ক নং-১, সেক্টর-৪	০১৭৩০৩৩৫১৮২
১৩	জনাব দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	৫৪০	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-২২, সেক্টর-১৪	০১৭১৩ ২৪৯৭৫৫
১৪	জনাব শাহ মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ	সদস্য	৬০০	বাড়ি নং-৫, সড়ক নং-৩বি,সেক্টর-১৫	০১৭১১ ৩৬৯৮২৩
১৫	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	সদস্য	৬০৬	ব্লক-জি, সড়ক নং- পার্ক ১৭, সেক্টর-১৭	০১৭১২৯ ৪৪৬৩০
১৬	জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	সদস্য	৬২৭	বাড়ি নং-৩১, সড়ক নং-২, সেক্টর-০৯	০১৭১১ ৫৬৮৪৮৯
১৭	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইউনুস আলী	সদস্য সচিব	২১৭	বাড়ি নং-৫১, সড়ক নং-১৮ সেক্টর-৩	০১৭১১৮৯৮৩৯৩

১২. স্বাস্থ্যসেবা উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	প্রফেসর ডা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বীর প্রতীক	আহ্বায়ক	৬৪২	বাড়ি নং-৬৬, সড়ক নং-১, সেক্টর-১২	০১৮১৯০১৯৭৪৬
২	ডা. মাখদুমা নার্গিস	সদস্য	৭১	বাড়ি নং- ৪, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-৭	০১৭১৬০১৭০৮৫
৩	ডা. মোহাম্মদ আবুল খায়ের	সদস্য	১৪৭	বাড়ি নং- ৪০,সড়ক নং-১৩,সেক্টর-১৩	০১৭১১৫২৫৫৪৪
৪	ডা. এম. জেড. হক জহির	সদস্য	১৯২	বাড়ি নং- ১৯,সড়ক নং-৭,সেক্টর-১০	০১৭১১৩৮৯০৯৮
৫	ডা. মোঃ ফিরোজ মিয়া	সদস্য	৩১৩	বাড়ি নং- ৯, সড়ক নং-১৫, সেক্টর-৬	০১৮১৯২১২৯০২
৬	ডা. মোঃ ইমাম হোসেন	সদস্য	৩৪৮	বাড়ি নং-৩৬বি৪, সড়ক নং-২, সেক্টর-১০	০১৭১৪ ৩৯৬৮৮২
৭	ডা. জালাল উদ্দিন মাহমুদ	সদস্য	৩৫০	বাড়ি নং- ২২, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-৩	০১৭১৫৩২৬৯৬৮
৮	প্রফেসর ডা. মনিলাল আইচ লিটু	সদস্য	৩৫১	বাড়ি নং- ৪৪, জিগাতলা, ঢাকা	০১৭১১৬১৭৭৩৫
৯	ডা. সৈয়দা তানজিনা আফরিন	সদস্য	৩৯৪	বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-২০, সেক্টর-৪	০১৬৮৩ ৫৬৬৪৯৮
১০	ডা. মোঃ ইলাহী বখশ শিকদার	সদস্য	৪৯৪	বাড়ি নং- ৫, সড়ক নং-১৬,সেক্টর-০৬	০১৭১১ ৩৫০২৯০
১১	ডা. মোঃ সালাহ উদ্দীন শাহ	সদস্য	৫০৪	বাড়ি নং- ৮, সড়ক নং-৭সি,সেক্টর-০৩	০১৭১১ ৬৬১৩৭২
১২	ডা. শাহ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন	সদস্য	৫১৭	বাড়ি নং- ১৭, সড়ক নং-১৪,সেক্টর-০৩	০১৯১২ ৪৭৬০২০
১৩	ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সদস্য	৫৩৮	বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-গ.নে., সেক্টর-১১	০১৭১৬৩০৬০৬৭
১৪	ডা. কে.এইচ.এম. নিয়ামুল রুহানী	সদস্য	৫৮০	বাড়ি নং- ৪১, সড়ক নং-২,সেক্টর-০৯	০১৯২৬১৯৭৬৪৫
১৫	ডা. এটিএম মোস্তফা কামাল	সদস্য	৫৮৪	বাড়ি নং-৫, সড়ক নং-১১, সেক্টর-০৯	০১৭১৫ ০৮২৮০০
১৬	ডা. সৈয়দ আব্দুল কাদের	সদস্য	৬০৯	বাড়ি নং-৫১, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-১৩	০১৭১৮ ২২৮৮৬৭
১৭	ডা. এস.এম. খোশবুল জান্নাত	সদস্য	৬১৩	বাড়ি নং- ৪২, সড়ক নং-০৩, সেক্টর-৪	০১৭১৫ ৫৯৩১৬০
১৮	ডা. আবু নাইম মোঃ সোহেল	সদস্য	৬৩৮	বাড়ি নং- ০২, সড়ক নং-১৩,সেক্টর-০১	০১৭১৩ ০০৯৫৯৭
১৯	প্রফেসর ডা. জালাল আহমেদ	সদস্য সচিব	১৩১	বাড়ি নং-২৪,সড়ক নং-১০,সেক্টর-১১	০১৭১৩০১৭১৭২

১৩. কল্যাণ ও সেবা উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব খান মোহাম্মদ বিলাল	আহ্বায়ক	৮৪	বাড়ি নং- ৭, সড়ক নং-০২ই, সেক্টর-৪	০১৭১৫০১৭৯৫৪
২	জনাব মোছাম্মৎ শামীমা নার্গিস	সদস্য	৮১	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৬	০১৯১১৩৬৪৬৭৫
৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন	সদস্য	১০৪	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৯, সেক্টর-৪	০১৫৫২২০০৬৯৮
৪	জনাব নারায়ণ চন্দ্র দাস	সদস্য	১০৭	বাড়ি নং-৫, সড়ক নং-৭, সেক্টর-১২	০১৭১৪৪১২৬৪৮
৫	প্রফেসর ড. নাসরীন আক্তার আইভী	সদস্য	১৩৯	বাড়ি নং-৩৮, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৫৫২৩২৮১০৯
৬	ডা. মোঃ সারোয়ার বারী	সদস্য	১৬০	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-২৭, সেক্টর-৭	০১৭১০৯৫৭২২৯
৭	জনাব মোঃ মোশারফ হুসাইন মোল্লা	সদস্য	২১৫	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৭১৬ ৪৯৪৫৫৪
৮	জনাব খেনচান	সদস্য	৩৬১	বাড়ি নং-৪, সড়ক নং-৫, সেক্টর-১০	০১৯১৮৮৯৮৭৯৯
৯	জনাব তাহমিনা মাহমুদ	সদস্য	৩৭৭	বাড়ি নং-৩এ, সড়ক নং-২৯, সেক্টর-০৭	০১৫৫২৩৯৯৬৩৯
১০	জনাব জেরিন আহমেদ	সদস্য	৪১০	বাড়ি নং-৩০, সড়ক নং-০৪, সেক্টর-০৩	০১৭৪১৯৯১৩৩৬
১১	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল কবীর	সদস্য	৪১১	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৭, সেক্টর-৪	০১৭৫৫৬৩৭৫৫৫
১২	কৃষিবিদ আনোয়ারা আখতার	সদস্য	৪৪২	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-৬	০১৯১৮০২৩৩৬০
১৩	জনাব বিলকিস জাহান রিমি	সদস্য	৪৫৯	বাড়ি নং- ১, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১২	০১৭১৫ ০০১৪৪০
১৪	জনাব রীতা খন্দকার	সদস্য	৫৬২	বাড়ি নং- ২৪, সড়ক নং-০৪, সেক্টর-১৩	০১৫৫২৩৯৭৩৩৮
১৫	জনাব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম	সদস্য	৫৭৩	বাড়ি নং- ১৭, সড়ক নং-২১, সেক্টর-০৪	০১৭১২ ৬১৮০৪৫
১৬	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সদস্য	৫৯৫	বাড়ি নং-১/ডি,সড়ক নং-৬,সেক্টর-১৭	০১৭০৭১৫৮০৯৭
১৭	জনাব মোঃ জুলকার নায়ন	সদস্য	৬৪১	বাড়ি নং- ৩৯, সড়ক নং-১২, সেক্টর-১১	০১৭২৪ ৩১৯৯৬৪
১৮	জনাব মোঃ হানিফ মিয়া	সদস্য	৬৫৫	বাড়ি নং-১০, সড়ক নং-০৩, সেক্টর-১০	০১৩০৪ ৭৩৬২৭০
১৯	জনাব মোঃ নুরুল আমিন	সদস্য	৬৭৯	বাড়ি নং-৫, সড়ক নং-৩/এ, সেক্টর-১৫	০১৮১৪ ৭৪৯৩৩৮
২০	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক	সদস্য সচিব	১৭১	বাড়ি নং-৮৬, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১১	০১৭১২১২৬২৯৫

১৪. প্রবীণ কল্যাণ উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	আহ্বায়ক	৫৮৫	গণভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	০১৭৫৫৫২১০০০
২	জনাব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম	সদস্য	২০	বাড়ি নং-৮, সড়ক নং-১৫, সেক্টর-৬	০১৭২৭৫৭৮৬৯৭
৩	জনাব মাহমুদ হোসেন আলমগীর	সদস্য	২২	বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-১১, সেক্টর-১১	০১৭১১ ৩৯৭০২০
৪	ড. মাহবুবুর রহমান	সদস্য	২৯	বাড়ি নং-৪০, সড়ক নং-১৯, সেক্টর-১১	০১৭১৫৫৫১৪৮৮
৫	জনাব এম এ লুৎফুল মতিন	সদস্য	৪৬	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-৩	০১৬৮০০৯৯৫৭৮
৬	জনাব মোখলেসুর রহমান	সদস্য	৪৭	বাড়ি নং-৪৫, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৩	০১৭৩১২৫৫৭৭০
৭	ড. নমিতা হালদার এনডিসি	সদস্য	১১২	বাড়ি নং- ২৬, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১০	০১৭৩১৭০৯০৯০
৮	জনাব নার্গিস ফাতেমা জামিন	সদস্য	২১৯	বাড়ি নং-২২, সড়ক নং-১৫, সেক্টর-০৪	০১৭১২ ৫৩০৪৬৫
৯	জনাব মোঃ বদিউজ্জামান	সদস্য	৩৭৬	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-২, সেক্টর-৩	০১৭৫৫৫১৫৮৭৮
১০	ডা. নিশাত পারভীন	সদস্য	৩৮৭	বাড়ি নং-৬৭, সড়ক নং-০৭, সেক্টর-৪	০১৮১৮ ৫২৪৫০৬
১১	জনাব ফরহাদ বানু চৌধুরী	সদস্য	৩৯৩	বাড়ি নং-৫৬, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-১৪	০১৭১৫ ০২১৭৬৬
১২	জনাব মুহম্মদ আবদুল বাতেন	সদস্য	৪৫০	বাড়ি নং-১২, সড়ক নং-২এ, সেক্টর-১২	০১৮১৯২২৫২৫২
১৩	জনাব মোঃ হানিফ	সদস্য	৫০৯	বাড়ি নং-৬, সড়ক নং-১/এ, সেক্টর-১৩	০১৭১৬১৫৭৬৪৬
১৪	জনাব বিমল চন্দ্র কর্মকার	সদস্য	৫১৪	বাড়ি নং-৮৩, সড়ক নং-১৪, সেক্টর-১১	০১৭১৫০০৪৯৪২
১৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সদস্য	৫২৯	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-১০, সেক্টর-১২	০১৭১৩৭৫৮৪৬৩
১৬	ডা. সৈয়দ আবদুল কাদের	সদস্য	৬০৯	বাড়ি নং-৫১, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-১৩	০১৭১৮২২৮৮৬৭
১৭	প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী	সদস্য	৬১৮	বাড়ি নং-১, সড়ক নং-৬, সেক্টর-১৭	০১৮১৯২২২১৮২
১৮	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া	সদস্য সচিব	৬৭৩	বাড়ি নং-১৬, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-১৪	০১৭১২০৫৩৪০৭

১৫. পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	কৃষিবিদ মোঃ বেনজীর আলম	আহবায়ক	২৫৮	বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-৩/ডি, সেক্টর-৯	০১৭১১২০৫১৫০
২	ডা. মঈন উদদীন আহমদ	সদস্য	১৩	বাড়ি নং-১৭, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১১	০১৭২০১৬৯০৩৭
৩	জনাব এ জেড এম শামসুল হুদা	সদস্য	৫৩	বাড়ি নং-৪৭, সড়ক নং-৫, সেক্টর-১৩	০১৭১১৫৬৮৩৩৮
৪	প্রফেসর ড. নাসরীন আকতার আইভী	সদস্য	১৩৯	বাড়ি নং-৩৮, সড়ক নং-১, সেক্টর-৬	০১৫৫২৩২৮১০৯
৫	জনাব নাহিদা আমীন	সদস্য	১৪৬	বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-১/এ, সেক্টর-৫	০১৭৫৬৭০৫১৩৭
৬	জনাব রিজাউল শিকদার	সদস্য	২২৩	বাড়ি নং-৪, সড়ক নং-২০, সেক্টর-৭	০১৭১১৫৩৫৭০৮
৭	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সরকার	সদস্য	২৬৫	বাড়ি নং-৫৮, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৬	০১৭১৪ ৯৯২৫৩৫
৮	ড. এ.কে.এম. অলি উল্যা	সদস্য	২৭৬	বাড়ি নং-৮, সড়ক নং-০৪, সেক্টর-১১	০১৭৭৯১৬৬৯০১
৯	ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ	সদস্য	৩৮৫	বাড়ি নং-২, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-৬	০১৫৫২৪৪৬৭১১
১০	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	সদস্য	৩৮৬	বাড়ি নং-২৫, সড়ক নং-০৮, সেক্টর-১৩	০১৮১৮৪১৫৯১২
১১	জনাব মোঃ জাফর সিদ্দিক	সদস্য	৪১৮	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৪, সেক্টর-১৫সি	০১৭১৫০৪৪৭৪০
১২	কৃষিবিদ আনোয়ারা আখতার	সদস্য	৪৪২	বাড়ি নং- ২, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-৬	০১৯১৮০২৩৩৬০
১৩	ড. আব্দুল আউয়াল মিয়া	সদস্য	৫৮২	বাড়ি নং- বি১২০৪, মধুমতি, সেক্টর-১৮	০১৭১৮৮৯৩৭৩৪
১৪	জনাব মোঃ মোজাফ্ফর রহমান	সদস্য	৫৮৭	বাড়ি নং-৩, সড়ক নং-১৮, সেক্টর-৭	০১৭১২৯৪৪৬৩০
১৫	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	সদস্য	৬০৬	ব্লক-জি, সড়ক নং- পার্ক ১৭, সেক্টর-১৭	০১৭১২২৫৪৫৯৫
১৬	ড. মুহাম্মদ অজিউল্যা	সদস্য সচিব	২৫৯	বাড়ি নং-১৮, সড়ক নং-১/এ, সেক্টর-৯	০১৭৩৮৪৮৫২৫৭

১৬. আয়কর সম্পর্কিত পরামর্শক উপ-কমিটি

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন	আহ্বায়ক	১০৪	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৯, সেক্টর-৪	০১৫৫২২০০৬৯৮
২	জনাব সুলতানা আহমেদ	সদস্য	১০	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-৪	০১৭১১৫৬৫৮৮৫
৩	জনাব আবুল হাসনাত মোঃ জিয়াউল হক	সদস্য	২৪৯	বাড়ি নং-৩৯, সড়ক নং-১, সেক্টর-৪	০১৭২০২৭০৪৮০
৪	ডা. নাফিস আল হক	সদস্য	৩১৯	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-১৩, সেক্টর-৩	০১৭৪৩৩৯৬৭৬৯
৫	জনাব মোছাম্মদ শাহেনা আক্তার	সদস্য	৩৮১	বাড়ি নং-১১, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১৩	০১৭১২ ৩২৯০৭২
৬	জনাব মোহাঃ আব্দুস সালাম	সদস্য	৩৯৯	বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৬	০১৭১৬৩৯৮৯৫০
৭	জনাব চৌধুরী আমীর হোসেন	সদস্য	৬১২	বাড়ি নং- ৩০, সড়ক নং-৭, সেক্টর-১১	০১৮১৯২২২৮৮৬
৮	জনাব অঞ্জন কুমার সাহা	সদস্য	৬৫৮	বাড়ি নং-৩, সড়ক নং-৩, সেক্টর-১৩	০১৩০৮ ৫৪৩৯৮৯
৯	জনাব পল্লব কুমার দেব	সদস্য	৬৫৯	বাড়ি নং-৩২, গ.নে., সেক্টর-১৩	০১৭১৮ ১৯৬৬৩২
১০	জনাব মোঃ মারুফ-উল- আবেদিন	সদস্য	৬৬০	বাড়ি নং-১৬, গাউসুল, সেক্টর-১৩	০১৬৭৮ ৬৬৮৭৭২
১১	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	সদস্য	৬৬১	বাড়ি নং- ১৬, গাউসুল আজম,সেক্টর-১৩	০১৭২৩ ১৯৬৫২৪
১২	জনাব নিপু চন্দ্র দে	সদস্য	৬৬২	বাড়ি নং-০৭, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-৭	০১৭৯৩ ০৮৭৭২৩
১৩	জনাব সাইয়ীদ ফাহাদ আল করিম	সদস্য	৬৬৬	বাড়ি নং-৫, সড়ক নং-২০সি, সেক্টর-০৪	০১৭১৭ ৭৫৭৮৭৩
১৪	জনাব মোঃ আবু সাদেক	সদস্য সচিব	১১১	বাড়ি নং-৬/বি, সড়ক নং-৭/বি, সেক্টর-৯	০১৭১৩ ৪৪৪১১৪

১৭. মহিলা উপ-কমিটি

ক্র.নং	নাম	পদবি	সদস্য নং	স্পাউস সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
	জনাব দিনা হক	উপদেষ্টা		সম্মানিত ক্লাব সভাপতি	বাড়ি-১৫এ, রোড-৬৯, রমনা	০১৭২০৯৮৩৪৫৮
১	প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ	আহবায়ক	৩৬		বাড়ি-৩৮, রোড-১৮, সেক্টর-০৭	০১৯১১ ৩২২২৬৮
২	মিসেস আতিয়া বদরুল	সদস্য		০৭	বাড়ি-২৯, রোড-০৪, সেক্টর-১০	০১৭১১ ০৫৩৭০১
৩	মিসেস সুরাইয়া হক	সদস্য		৫০	বাড়ী-১৬, রোড-১৮ সেক্টর-০৩	০১৮১৯ ২২৩২৭৫
৪	মিসেস সাহিদা ফাসরিন রিমা	সদস্য		৫৪	বাড়ি-৫৪, রোড-১, সেক্টর-০৯	০১৯১৪ ৩৩২৬৮৩
৫	মিসেস রওশন ইসলাম	সদস্য		৭৫	বাড়ি-৬৩, রোড-১৯, সেক্টর-১১	০১৭২৮ ৩১০৮১১
৬	মিসেস আরফিনা বিলাল	সদস্য		৮৪	বাড়ি-০৭, রোড-২/ই, সেক্টর-০৪	০১৭১৪ ৫৮৩২৩১
৭	মিসেস নাজমা সুলতানা	সদস্য		১১৩	বাড়ি-২৪, রোড-৪, সেক্টর-১৩	০১৯১৫ ৭৬৬২৭০
৮	মিসেস সাজিলা ইসলাম সাজি	সদস্য		১১৬	বাড়ি-১৯, রোড-২০, সেক্টর-১৩	০১৭১২ ৬৮১৫৩১
৯	মিসেস রাবেয়া আক্তার রাবু	সদস্য		১১৭	বাড়ি নং- ৯, রোড-২০এ, সেক্টর-১৪	০১৭১১৭০৫৯০৪
১০	মিসেস শাহিন আরা	সদস্য		১৫৪	বাড়ি-১৪, রোড-২৭, সেক্টর-০৭	০১৮১৫ ৫৯৪৫০৩
১১	মিসেস নুর হাসনা লতিফ	সদস্য		১৬২	বাড়ি-৪৩, গ.নে. এভি, সেক্টর-১৩	০১৭৪১ ৩৩০৯৫৮
১২	মিসেস তাহেরা চৌধুরী	সদস্য		১৮৮	বাড়ি-১৫, রোড-৭/সি, সেক্টর-০৯	০১৮১৯ ২৩৭৯২১
১৩	মিসেস নুরুন নাহার বেগম	সদস্য		২১৭	বাড়ি-৫১, রোড-১৮, সেক্টর-০৩	০১৭১৩ ০৩৩০৩৯
১৪	মিসেস ওয়ালিয়া মরিয়ম লাকী	সদস্য		২২৭	বাড়ি-০২, রোড-২, সেক্টর-১১	০১৭১৩ ০১০৯০১
১৫	মিসেস হাছিনা বেগম	সদস্য		২৫৯	বাড়ি-২৯, রোড-২৫, সেক্টর-০৭	০১৭১৮ ২৯৫৫১৬
১৬	প্রকৌ. ফেরদৌসী বারী	সদস্য		২৬০	বাড়ি-২০, রোড-০১, সেক্টর-৬	০১৫৫২ ৪৫৯৮৭১
১৭	মিসেস ফরিদা পারভীন	সদস্য		৩১২	বাড়ি-৮৩, রোড-০৭, সেক্টর-৪	০১৭৪৮ ২৯১১০৫
১৮	মিসেস আইরিন পারভীন শান্তা	সদস্য		৩২৮	বাড়ি-৩৯, রোড-০৭, সেক্টর-০৩	০১৯৭৫ ০৭৮৬৫৬
১৯	ডা. ফাতেমা জাহান বারী	সদস্য		৩৩৩	বাড়ি-১৪সি, রোড-২, মতিঝিল	০১৭১১ ৩৮৯১৮০
২০	মিসেস রাহিনুর আক্তার	সদস্য		৬৭৭	বাড়ি-৯, রোড-০৬, সেক্টর-১০	০১৭৫৫ ৯৭৫৭২০
২১	ড. ললিতা রাণী বর্মণ	সদস্য সচিব	৬০১		বাড়ি নং-৭, রুপায়ন সিটি, সেক্টর ১২	০১৭১১ ১৭৭১২৪

১৮. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ-কমিটি (বিশেষ)

ক্রম	নাম	পদবি	সদস্য নং	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম	আহবায়ক	৪০৮	বাড়ি নং-৩৭, সড়ক নং-৯, সেক্টর-৪	০১৭১১ ৫৬৩২৫৭
২	বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহ্‌মুদ হোসেন আলমগীর	সদস্য	২২	বাড়ি নং-৪২, সড়ক নং-১২, সেক্টর-১১	০১৭১১৩৯৭০২০
৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সাঈদ-উর-রহমান	সদস্য	৩০	বাড়ি নং-৮৫, সড়ক নং-১৯, সেক্টর-১৪	০১৭৪৭২২৯০৯৭
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহমেদ তালুকদার	সদস্য	৩১	বাড়ি নং-১০৪, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৭১৩২০৫৫৬৬
৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ হানিফ এনডিসি	সদস্য	৩৮	বাড়ি নং-৩, সড়ক নং-১১, সেক্টর-৪	০১৭১১৩২৬৮৯১
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা চৌধুরী সানাওর আলী (আলহাজ্ব)	সদস্য	৪৩	বাড়ি নং-১৫, সড়ক নং-৮, সেক্টর-৬	০১৭১১৬০৩৬০৫
৭	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিরুল ইসলাম	সদস্য	৮২	বাড়ি নং-৩৮, সড়ক নং-৩, সেক্টর-৫	০১৯১৫৮১৭৮৮৬
৮	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন	সদস্য	১০৪	বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৯, সেক্টর-৪	০১৫৫২২০০৬৯৮
৯	জনাব রথীন্দ্রনাথ দত্ত	সদস্য	১৮১	বাড়ি নং-৯, সড়ক নং-২০এ, সেক্টর-১৪	০১৭১২৫৪৫৬১৭
১০	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তোরাব আলী আকুঞ্জি	সদস্য	২০২	বাড়ি নং-১১১/এ, লেক ড্রাইভ, সেক্টর-৭	০১৭১৫০৯৭৭৪১
১১	বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন	সদস্য	৪৩৯	বাড়ি নং-১৮, ১১বি, তুরাগ, সেক্টর-১৮	০১৭১৫০৭৬১৩৭
১২	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দুদু মিয়া সরকার	সদস্য	৪৪৩	বাড়ি নং-২৮, সড়ক নং-১৭, সেক্টর-১৪	০১৮১৯১৬৩২৭৪
১৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.এফ.এম. সাইফুল ইসলাম	সদস্য	৪৬৫	বাড়ি নং-২৬, সড়ক নং-৮, সেক্টর-১৩	০১৭১১ ৮৯৫৫৫৮
১৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সদস্য	৪৬৭	বাড়ি নং-৩২, সড়ক নং-৩৬, সেক্টর-৭	০১৭১১৩৭৯৭১২
১৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক	সদস্য	৪৭৬	বাড়ি নং-২১, সড়ক নং-১২, সেক্টর-১৪	০১৭২৩৯১৭৮৬৮
১৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডা. ফরিদুল হাসান	সদস্য	৪৯০	বাড়ি নং-৩৭, সড়ক নং-৯সি, সেক্টর-৫	০১৫৫২৪৫১৭০৭
১৭	জনাব এ.কে.এম. রফিকুল হক বীরপ্রতীক	সদস্য	৫৪৭	বাড়ি নং-৫২, সড়ক নং-১৫, সেক্টর-১১	০১৭২৯০৭২৮০০
১৮	বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মেজবাহ উদ্দিন	সদস্য	৫৯০	বাড়ি নং-২৭, সড়ক নং-৭, সেক্টর-১৫	১৭১১৫৪০৬৫০
১৯	প্রফেসর ডা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বীর প্রতীক	সদস্য	৬৪২	বাড়ি নং-৬৬, সড়ক নং-১, সেক্টর-১২	০১৮১৯০১৯৭৪৬
২০	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরিদুল আলম	সদস্য সচিব	৫২	বাড়ি নং-৭১, সড়ক নং-১৬, সেক্টর-১১	০১৬২৬০০৪৫৩৬

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

ক্লাবের বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রম	সদস্য নং	নাম	বাড়ি	রোড	সেক্টর	মোবাইল
১	২	বীর মুক্তিযোদ্ধা খান মোহাঃ বেলায়েত হেসেন	৫	১৪	৬	০১৮১৯ ৪১২৪৬৫
২	৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম	৮৬	১	১২	০১৫৫২ ৩১১৪২৩
৩	২২	বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদ হোসেন আলমগীর	৪২	১২	১১	০১৭১১ ৩৯৭০২০
৪	৩০	বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. সাঈদ-উর রহমান	৮৫	১৯	১৪	০১৭৪৭ ২২৯০৯৭
৫	৩১	বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহমেদ তালুকদার	১০৪	১৭	১৪	০১৭১৩ ২০৫৫৬৬
৬	৩৮	বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ. হানিফ এনডিসি	৩	১১	৪	০১৭১১ ৩২৬৮৯১
৭	৪৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা চৌধুরী সানাওর আলী (আলহাজ্ব)	১৫	৮	৬	০১৭১১ ৬০৩৬০৫
৮	৫২	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরিদুল আলম	৭১	১৬	১১	০১৬২৬ ০০৪৫৩৬
৯	৭০	বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান	৯	১৫	১০	০১৫৫২ ৩৩৬৪৮৭
১০	৭১	বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাখদুমা নার্গিস	৪	১৪	৭	০১৭১৬ ০১৭০৮৫
১১	৮২	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিরুল ইসলাম	৩৮	৩	৫	০১৫৫২ ৩১৬১১১
১২	১০৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন	২৪	৯	৪	০১৫৫২ ২০০৬৯৮
১৩	২০২	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তোরাব আলী আকুন্জি	১১১/এ	লেকড্রাইভ	৭	০১৭১৫ ০৯৭৭৪১
১৪	২৫৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর হুসাইন সিকদার	৮	৮	৭	০১৭১২ ০৪১৭৭৪
১৫	৩২৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী (এস.এ. চৌধূরী)	৫০	২০	১১	০১৭১৪ ০৬৯৮৮৮
১৬	৪০৮	জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম	৩৭	৯	৪	০১৭১১ ৫৬৩২৫৭
১৭	৪৩৯	বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন	৮০২, ১১বি	তুরাগ	১৮	০১৭১৫ ০৭৬১৩৭
১৮	৪৪৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দুদু মিয়া সরকার	২৮	১৭	১৪	০১৮১৯ ১৬৩২৭৪
১৯	৪৪৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা নিত্য গোপাল পাল	৫	১০	৯	০১৫৫২ ৩৯১১১৩
২০	৪৬৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.এফ.এম. সাইফুল ইসলাম	২৬	৮	১৩	০১৭১১ ৮৯৫৫৫৮
২১	৪৬৭	বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	৩২	৩৬	৭	০১৭১১ ৩৭৯৭১২
২২	৪৭০	বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী জে. বি. বড়ুয়া	৩০	৬	৩	০১৭২৬ ৪০৭৭৬৪
২৩	৪৭৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক	২১	১২	১৪	০১৭২৩ ৯১৭৮৬৮
২৪	৪৯০	বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডা. ফরিদুল হাসান	৩৭	০৯সি	৫	০১৫৫২ ৪৫১৭০৭
২৫	৫৪০	বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন	৯	২২	১৪	০১৭১৩ ২৪৯৭৫৫
২৬	৫৪৭	জনাব এ.কে.এম. রফিকুল হক বীরপ্রতীক	৫৩	১৫	১১	০১৩৩১ ৫৯৮৮৯১
২৭	৫৯০	বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মেজবাহ উদ্দিন	৯	৫৯	গুলশান-২	০১৭১১ ৫৪০৬৫০
২৮	৬৪২	প্রফে. ডা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বীরপ্রতীক	৬৬	১	১২	০১৮১৯ ০১৯৭৪৬
২৯	৬৯৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আকরাম হোসাইন	১৪৫	আজমপুর	দক্ষিণখান	০১৭১১ ০৭৬৩৭৬

সব পাখি ঘরে আসে - সব নদী -
ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

স্মৃতিতে সদা জাগরূক

ক্রম	সদস্য নম্বর	নাম ও পদবি	মৃত্যুর তারিখ
০১	৯১	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম প্রধান প্রকৌশলী (অব.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২২.০৯.২০১৩
০২	২০৮	জনাব এ. কে. এম. আনিসুর রহমান সচিব (অব.)	২৭.১০.২০১৩
০৩	৫১	জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান পিপিএম সিনিয়র এএসপি	৩০.০১.২০১৬
০৪	১৫৯	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা খান যুগ্ম সচিব (পরিচালক), বিএমইটি	০৫.১০.২০১৬
০৫	৬২	ইঞ্জি. কাজী নাসির উদ্দিন আহমেদ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অব.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১৬
০৬	২৬৯	জনাব মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন সচিব (অব.)	১০.০১.২০১৭
০৭	৪২	বীর মুক্তিযোদ্ধা এস. এম. সাব্বির আলী অতিরিক্ত আইজিপি (অব.)	০৬.০৬.২০১৭
০৮	১৬১	জনাব সামসুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (অব.)	১৩.০৭.২০১৭
০৯	৩৭০	ডা. মোঃ ইমদাদুল হক কনসালট্যান্ট, ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান	২০১৮
১০	১৮৭	ইঞ্জি. মোঃ শাহজাহান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অব.) সওজ অধিদপ্তর	১৭.০৬.২০১৮
১১	২১৮	ইঞ্জি. কাজি রেজাউল্লাহ্ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অব.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২৩.১২.২০১৮
১২	১০৫	ড. মীর মোহাম্মদ হাসান পরিচালক (অব.), বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৫.১২.২০১৮
১৩	৩৪৯	জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ বন সংরক্ষক (অব.), বন অধিদপ্তর	১০.০১.২০১৯
১৪	১৫৮	প্রফেসর ড. ফরিদা বিনতে লুৎফর অধ্যক্ষ, কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	১৫.০২.২০১৯
১৫	৮৮	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম যুগ্ম সচিব (অব.), সেতু বিভাগ	১২.০৬.২০১৯
১৬	৪৯৬	ডা. পারভেজ ইফতেখার আহমদ সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৫.০৭.২০১৯
১৭	৫১৫	জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (অব.)	০৩.০৯.২০১৯
১৮	৯২	জনাব আব্দুস সামাদ ভূঞাঁ অতিরিক্ত সচিব (অব.)	০২.১০.২০১৯
১৯	৮৭	প্রকৌ. মোঃ মতিয়ার রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অব.), গণপূর্ত অধিদপ্তর	০৬.১১.২০১৯
২০	৩৯	জনাব শাহ্ আলম অতিরিক্ত সচিব (অব.)	১৪.০৫.২০২০
২১	২৫৬	জনাব ডা. মোঃ আফাজ উদ্দিন প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	২২.০৭.২০২০
২২	৩৫৭	প্রফেসর এ. এফ. এম. সিদ্দিকুর রহমান অধ্যাপক, কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ	০৭.০৯.২০২০
২৩	৪৫৪	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী অতিরিক্ত এসপি	১২.০৯.২০২০
২৪	৩০৪	জনাব এ. কে. এ. হাই নির্বাহী পরিচালক (অব.), বিআরইবি	০৭.১০.২০২০

ক্র.নং	সদস্য নম্বর	নাম ও পদবি	মৃত্যুর তারিখ
২৫	৫৩১	জনাব শিকদার জাহাঙ্গীর রশীদ প্রধান প্রকৌশলী (অব.), গণপূর্ত অধিদপ্তর	২৭.১০.২০২০
২৬	১০২	জনাব এ. ওয়াই. এম. মোশাররফ হোসেন সাবেক সদস্য, পিএসসি	০৫.১১.২০২০
২৭	২৭৭	জনাব মোঃ জবেদ আলী উপসচিব	২৬.১১.২০২০
২৮	৫০	ইঞ্জি. মোঃ ফজলুল হক প্রধান প্রকৌশলী (অব.), সওজ অধিদপ্তর	০১.১২.২০২০
২৯	৩৬৪	ডা. জি. এম. সাঈদ সহকারী সার্জন	১১.০১.২০২১
৩০	২১	জনাব সায়ফুল আলম অতিরিক্ত সচিব (অব.)	১৯.০১.২০২১
৩১	৪৯	জনাব এস. এম. হেদায়েতুল ইসলাম অতিরিক্ত কর কমিশনার (অব.)	৩১.০১.২০২১
৩২	৪৬৮	জনাব মোস্তফা জামাল উদ্দিন আল-আজাদ পিপিএম ডিআইজি (অব.)	১৯.০২.২০২১
৩৩	৫৬	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম পরিচালক (অব.),পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০.০৪.২০২১
৩৪	৩৭২	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম জেলা ও সেশন জজ	০১.০৬.২০২১
৩৫	৪৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুর রহমান খান যুগ্ম সচিব (অব.)	২১.১০.২০২১
৩৬	১১০	জনাব এম. হেদায়েতুল হক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (অব.), অর্থ মন্ত্রণালয়	৩০.০১.২০২২
৩৭	৪০১	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সামাদ জিএম - ফাইনান্স (অব.), বিজেএমসি	২৭.০৪.২০২২
৩৮	২৯২	জনাব মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা), বিআরইবি	৩০.০৬.২০২২
৩৯	১৯৮	জনাব বেলায়েত হোসেন চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক (অব.), বিআরইবি	০৪.০৭.২০২২
৪০	৬০	জনাব এ. কে. এম. সামসুদ্দীন সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ	২৬.০৭.২০২২
৪১	৩৯৫	অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা অধ্যাপক (অব.),বাংলা কলেজ	০৮.১০.২০২২
৪২	৯৪	জনাব মোঃ শাহ জাহান সিদ্দিকী বীরবিক্রম সচিব (অব.)	২৪.১১.২০২২
৪৩	১৪৪	জনাব সানজিদা সোবহান অতিরিক্ত সচিব	০৩.০৯.২০২৩
৪৪	২৬৬	জনাব নাসরিন মুক্তি মিনিস্টার (রাজনৈতিক), বাংলাদেশ দূতাবাস, লন্ডন	০৪.০৯.২০২৩
৪৫	৩৫৪	ডা. শ্যামল কৃষ্ণ আইচ সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ	০৩.১১.২০২৩
৪৬	১৭২	এম. বজলুর রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অব.), সওজ অধিদপ্তর	২৫.০১.২০২৪
৪৭	২৭৩	ইঞ্জি. কাজি এ. জেড. এম. শরিফুল হক উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর	

ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা

- **প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ** (সদস্য নং ৩৬)

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মহান ভাষা আন্দোলন। আজ আমরা বিশ্বঅঙ্গনে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছি। আমাদের ভাষা বাংলা, জাতিতে বাঙালি, দেশ বাংলাদেশ। আমাদের প্রাণের এই ভাষাকে রক্ষা করবার জন্য পুরো জাতি সেদিন একতাবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং, একুশ আমাদের গর্বের দিন, একুশ আমাদের জাতীয় চেতনার দিন, একুশ আমাদের আনন্দ বেদনার দিন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসের একটি রক্তাক্ত সোনালি দিন।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তবে আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি ইতিহাসে উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পায়নি। অথচ পুরুষদের সহযোদ্ধা হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি নিয়ে নারীরা ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। ভাষা আন্দোলনের সব ধরনের মিটিং মিছিল, সভা-সমাবেশে নারীরা অংশ নিয়েছে। আন্দোলনের পোস্টার, ব্যানার, কার্টুন লেখায় নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাপ্রশ্নে নারীদের তৎপরতা সারাদেশে শুরু থেকেই অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭-১৯৫১ সনে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৮০-৮৫ জন এবং এই ছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ভাষা আন্দোলনে গৌরবময় ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৫০-১৯৫১-তে ড. সাফিয়া খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন হল ইউনিয়নের জি.এস. ছিলেন, '৫১-'৫২-তে ছিলেন ভিপি। বলা যায়, তিনি ছিলেন তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

কিছু সংখ্যক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ছেলেদের গোপন মিটিংয়ে যোগদান করেছে। প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে লিলি খান ও আমেনা খাতুন সম্পৃক্ত ছিলেন। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রথম যে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভাতেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী কল্যাণী সভায় অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন অল্প সংখ্যক ছাত্রী যথেষ্ট সাবধানতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন মিটিংয়ে যোগদান করতো। এর মধ্যে সুফিয়া খান, রওশান আরা, রোকেয়া ও সুফিয়া আলী উল্লেখযোগ্য। ছাত্রীদের কাছে পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হতো এবং সারারাত জেগে নুরুন্নাহার কবির পোস্টার লিখতেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে হরতাল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে। দশজন করে গ্রুপ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে ভবনের সামনে যাবে। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত হলো প্রতিটি দলের প্রথমভাগে ১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকবে পুলিশি গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। ২১শে ফেব্রুয়ারি মিছিল বের হলে মাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন এবং রওশান আরা তিনটি গ্রুপের সঙ্গে মিছিলে ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে পুলিশ লাঠি চার্জ ও গ্যাস ছুঁড়তে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বিচারে গুলি করে। তখন পর্যন্ত মেয়েরা মিছিলে ছিল এবং পরবর্তীতে মিছিল ভঙ্গ করে দৌড়াদৌড়ি করে মেডিকেলের উল্টোদিকে এস এম হলের প্রভোস্টের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে যেমন সারা তৈফুর, সুফিয়া ইব্রাহিম, সুরাইয়া ডলি ও সুরাইয়া হাকিম। এ

এ সময়ে পুলিশের লাঠিচার্জের কারণে এই সমস্ত ছাত্রীরা মারাত্মকভাবে আহত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের ঘটনার পর তা স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

ঢাকার বাইরে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের মমতাজ বেগম অন্যতম। তিনি শহিদদের রক্তের শপথে নারায়ণগঞ্জবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করেছিলেন বলে তাকে কারাবরণ করতে হয়। একই সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন ইলা বকশী, রেনু ধর ও শিবানী। ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রী সালেহা খাতুন স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের অপরাধে স্কুল থেকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কৃত হন। খুলনার স্কুল ছাত্রী ইসমিদা খাতুন মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন। সিলেটের মেয়েরা ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তৎকালীন শহরে মিছিল বের করতে সক্ষম হন। এতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন রোকেয়া খাতুন চৌধুরী, সাহেরা খাতুন, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া আলী ও রাবেয়া খাতুন। সুতরাং, ভাষা আন্দোলনে আমাদের নারীদের ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যারা তমদ্দুন মজলিসের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আনোয়ারা খাতুন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং ৫২'র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। গাইবান্ধার বেগম দৌলতুন্নেছাও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন ১৯৫৪ সালে। চট্টগ্রামেও বেশ কিছু কলেজ ছাত্রী এবং সেময়ের ভদ্র মহিলারাও ভাষা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম তোহফাতুন্নেছা আজিম, সৈয়দা হালিম, সুলতানা বেগম, নুরুন্নাহার জহুর, আইনুনু নাহার, আনোয়ারা মাহফুজ, থালেয়া রহমান এবং প্রতিভা মুৎসুদ্দি।

ঢাকায় তিনজন নারীর কথা উল্লেখ করতে হয় - ১৯ নং আজিমপুরের অন্দরমহল ছিল এই তিন নারীর কর্মশালা। কোনোরূপ মিটিং, মিছিলে অংশ না নিয়েও এই তিন নারী দিনের পর দিন তমদ্দুন মজলিসের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু তরুণের আদর্শিক প্রেরণার উৎস ছিলেন। এই তিনজন নারীর নাম রাহেলা খাতুন, রহিমা খাতুন ও রোকেয়া বেগম। রাহেলা খাতুন ছিলেন অধ্যক্ষ আবুল কাসেমের স্ত্রী, রহিমা খাতুন ছিলেন তার বোন এবং সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরীর স্ত্রী। রোকেয়া বেগম ছিলেন কাসেম সাহেবের সম্বন্ধীর স্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভায় ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহাবুবা খাতুন বলেন, "বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে"। আন্দোলনের শুরুর দিকে একজন ছাত্রীর মুখে এমন সাহসী উচ্চারণ কর্মীদের মনে উদ্দীপনা জোগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বঙ্গবন্ধু লিখেন, "১১ মার্চ ভোর বেলা থেকে শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন ভবন ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল"। সকাল ৮টায় পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে কয়েকজন ছাত্রী বাধা দিতে গিয়ে পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হন।

আলোচনার শেষে বলতে চাই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি নবাব ফয়জুন্নেছা ও বেগম রোকেয়াকে যারা শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে নারী জাগরণের পথ দেখিয়েছিলেন। তারই পথ ধরে আমাদের নারীরা ভাষা আন্দোলনে যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন, তা আমাদের প্রজন্মকে উৎসাহিত করে নিয়ে যাবে বহুদূর।

লেখিকা : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইডেন মহিলা কলেজ ও
নির্বাহী সদস্য, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা
ও
মহান মুক্তিযুদ্ধ '৭১ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা

- **বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক** (সদস্য নং ৪৭৬)

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটি শব্দ একই সূত্রে গাঁথা। আমি একজন বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা (৮০) হিসেবে বেঁচে আছি। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মুক্তি, স্বাধীনতা ও সার্বিক মঙ্গলের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগ সর্বজনবিদিত। তাঁর মতো অগ্রসরমান নেতা এ ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছেন বলে আমি এ যাবত শুনি নাই। তিনি জন্ম থেকেই দেশকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন এবং দেশের জনগণের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি জেলে কাটিয়েছেন, কষ্ট করেছেন, দেশের মঙ্গল চিন্তা ও ভাল-মন্দ নিয়ে ভেবেছেন ছোটোবেলা থেকেই। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট নিজের মনে করতেন। বাল্যকাল থেকেই নিজস্ব এলাকা, দেশের মধ্যে ও বাহিরে গরিব-দুখীদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত দিন কাটিয়েছেন। এ সমস্ত বিষয় তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই থেকে বিশদভাবে জানা যায়।

জীবনে আদর্শবান ব্যক্তি হিসাবে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং অন্যকে রাজনীতি করতে সহায়তা করতেন। বক্তৃতা-বিবৃতি জনগণের কল্যাণে বুঝেসুঝে দিতেন, বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত গরিব শ্রেণির মানুষ এবং যুব সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। দেশের ভিতরে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে বিরোধীদলের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

এছাড়া, আরো রয়েছে তাঁর কিছু অমর বাণী যা বর্তমানে টিভিতে "চিরন্তন বঙ্গবন্ধু" রূপে প্রচার হচ্ছে।

লেখকসহ সাধারণ বাঙালিকে যা সত্যিকার অর্থেই নাড়া দিচ্ছে, নমুনাস্বরূপ তাঁর কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক) ১৯৫৮-৬০ সালে পাকিস্তানের সরকারি চাকুরিতে দুই ইউনিটের সংখ্যা সাম্যের নীতি তুলে ধরা।

খ) ১৯৬৬ সালে ৬ (ছয়) দফা আন্দোলন।

গ) ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ১৯৭১-এর ভাষণে ৪টি শর্ত জুড়ে দেয়া, যথা:

* একাত্তরের মার্চে সংঘটিত গণহত্যার তদন্ত পরিচালনা।
* ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে বিজয়ী গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।
* এছাড়া রয়েছে, "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, চাই এ দেশের মানুষের অধিকার"।

এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিশেষত্ব ছিল, বিশেষ করে- বিরাজমান অন্য সকল রাজনৈতিক দলকে স্বল্প সময়ে একত্রিত করা এবং তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ইত্যাদি এ সমস্ত গুণাবলী সচরাচর অন্য কারো মধ্যে দেখা যায় না। সর্বশেষে, আল্লাহ যাঁকে পথ দেখান, তাঁর জন্য দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক দরকার পড়ে না।

মোট কথা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসামান্য ভূমিকার জন্য বাঙালির হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে থাকবে, তাঁর অসামান্য নেতৃত্বেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, বিজয় লাভ করে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর প্রতি রইলো আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও সালাম।

মুক্তিযুদ্ধ '৭১-এর অভিজ্ঞতা:

আমার স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ দুপর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব শুরু হয় পাকিস্তানের রাজধানী করাচীস্থ ডিগরোড বিমান ঘাঁটিতে যখন আমি কর্মরত ছিলাম। এখানে ঐ সময় (১৯৬৮ সন থেকে ১৯৭১ সনের মে মাস পর্যন্ত) এই মাটিতে বিমান সেনা হিসাবে কর্মরত ছিলাম। আমার বয়স তখন ২৬/২৭ বছর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ৭ই মার্চ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তখন আমি স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। তখন আমার কোনো সন্তান ছিল না। ঐ ভাষণ আমরা সরাসরি শুনতে পাইনি। আশেপাশের বাসায় সমমনা বন্ধুদেরকে নিয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে গভীর রাতে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা চ্যানেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে ভাষণ শুনতে পেতাম। এ সময়ে ঘাঁটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমরা ছিলাম গৃহবন্দী। পুরো ঘাঁটিতে আমরা বাঙালি পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের সহ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতাম। প্রকাশ্যে খোলামেলা কেউ কারো সাথে মিশতে পারতাম না। ঘাঁটির বাহিরে ভিতরে ছিল নানারকম বিধিনিষেধ।

এছাড়া, ক্যাম্পের ভিতরে বসবাসরত ছোটো ছেলে-মেয়েদের আরো একটি মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা শুনতে হতো। প্রশ্ন আংকেল, গতকাল আমরা সবাই মিলে-মিশে খেলাধুলা করতাম, আজ কেন ওরা (পাকিস্তানি ছেলে-মেয়েরা) আমাদের খেলায় আসে না। ওদের এই প্রশ্নের জবাব আজও দিতে পারি না। কি জন্য যে, তারা আসে না এ কথার জবাব না দিতে পারার "পীড়া" আজও আমাকে আঘাত করছে।

পরবর্তীতে, মে '৭১-এর শেষের দিকে হঠাৎ করে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এতে করে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমাকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বিষয়টি আমার কাছে পীড়াদায়ক মনে হলো কিন্তু বলার কিছু নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে ২৮ দিন মেডিকেল ছুটি মঞ্জুর করেন। এতে আমি কিছুটা খুশি হয়েছিলাম।

প্রথম দিকে আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো বন্দর হয়ে বিমানে করে ঢাকায় পৌঁছাতে সক্ষম হই। এখানেও তখন আরেক বিড়ম্বনা শুরু হয়। তখন গুজব ছিল, বিমান অফিস থেকে বাঙালিদেরকে মিরপুর নিয়ে মহিলা-পুরুষ আলাদা করে মেরে ফেলা হতো। আমরা এতে আরো ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ি। পরবর্তীকালে, আমাদেরকে ঘন্টা দু'য়েক বসিয়ে রেখে ছেড়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বের হয়ে পড়ি, তখন রাত্র প্রায় দশটা।

দ্বিতীয় পর্ব (জুন '৭১ থেকে মার্চ '৭২ পর্যন্ত):

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আপামর জনগণ, বিশেষ করে বাংলার যুব সমাজ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ সময়ে বাংলার মাঠ ঘাট অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। কেউ কোনো কথা বলতে ও শুনতে রাজি নয়। সবাই খুব ব্যস্ত, নিকটজনও দূরে সরে যাচ্ছে। আর্থিক সম্বল ও ব্যাংক একাউন্ট গুছাতে প্রায় সকলেই ব্যস্ত। কোথায় কী হয় - এ নিয়ে সবাই শঙ্কিত ও ভীত।

জুন '৭১-এর প্রথম দিকেই সম্ভবত ৪/৫ তারিখে পরিবার শ্বশুরবাড়ি নরসিংদীতে রেখে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক জনাব গয়ছর আলী মাস্টার-এর নেতৃত্বে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই, রাতের বেলা কংস নদীর তীরবর্তী স্থানে পৌঁছালে পাক বাহিনীর টহলের সম্মুখীন হয়ে পড়ি। এতে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নৌকা থেকে নিচে পড়ে এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। বাধ্য হয়ে ফিরে আসি। পরদিন নারায়ণগঞ্জ দিয়ে লঞ্চে মতলব হয়ে কচুয়ার

লাঙ্গলবন্দ বাজার দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলন মেলা আগরতলা মেলাঘরে পৌঁছাই। তখন আমার সাথে স্থানীয় আরো কয়েকজন স্কুল কলেজের ছাত্র ছিল। মেলাঘরে ছিলেন তৎকালীন নির্বাচিত এম.পি. জনাব গোলাম মুর্শেদ ফারুকী। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় মেলাঘর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর কমান্ডে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি সহজেই যুক্ত হই। আমার কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন, ক্যাপ্টেন নাসিম এবং ৩ নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ। আগরতলার খায়ের তলা ছিল হেড কোয়ার্টার। এছাড়া, আরো বেশ কিছু সেনা অফিসার ছিলেন। তাঁদের নাম এখন আমার স্মরণ নেই। আমাদের ক্যাম্প ছিল পঞ্চবটি নামক স্থানে আগরতলা হরষপুর রেল স্টেশনের কাছে।

আমাদের কোম্পানী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য নিয়ে গঠিত। দিনের চাইতে রাতেই বেশি অপারেশন হতো। দিনের বেলায় সেনাবাহিনী সদস্যগণ আমাদেরকে (নৌ, বিমান সদস্য) ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রথম দিকে আমাদের হাতে বিশেষ কোনো অস্ত্র ছিল না। থ্রি নট থ্রি রাইফেল-বন্দুকই ছিল একমাত্র ভরসা। গোলা-বারুদের পরিমাণও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আস্তে ধীরে তা বাড়তে থাকে। এরপর, স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সাথে যোগ দেয়। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। দ্বিগুণ শক্তিতে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা উৎসাহিত হই এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

এরপর, নভেম্বরের প্রথম দিকে ৩ নং সেক্টরের সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে সময় মিত্র বাহিনী আমাদের পাশে ছিল এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সমূলে ধ্বংস হয় ও ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য হয় এবং আমরা বিজয়ী হই। তারা ঢাকার দিকে পালাতে শুরু করে। এখানে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোক আহত ও নিহত হয়। এছাড়া, যুদ্ধের ময়দানে আমার পার্শ্ববর্তী বন্ধু বরিশালের ল্যান্সনায়েক সদ্য বিবাহিত রফিক উল্ল্যাহ ৩ ইঞ্চি মর্টার ল্যানসারের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। আমি পাশে থেকেও কোনো সাহায্য করতে পারিনি। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক, এখনও ভুলতে পারিনি। অতঃপর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আমরা সদলবলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী হয়ে ঢাকায় চলে আসি।

যুদ্ধ ছেলে খেলা নয়, যারা যুদ্ধ করে তারাই ঐ বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা ও ভয়াবহ চিত্র পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে পারে। জয় বাংলার জয় আনতে যে ৩০ লক্ষ শহিদ ও দু'লক্ষ বা আড়াই লক্ষ মা-বোনের মৃত্যু বা সম্ভ্রমহানি হয়েছে তা শুধু নয়, এই সংখ্যা আরো বেশি। খেলার মাঠে, পাকা ধান ক্ষেতে, জমির আইলের পাশে, খাল বা নদীর ধারে, রাস্তার মাথায় ইত্যাদি স্থানে যে সমস্ত রক্তাক্ত লাশ যুদ্ধকালীন দেখা গেছে, তার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।

যুদ্ধ চলাকালীন যে সমস্ত জায়গা থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়েছিলাম তার কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো, যথাঃ

* স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও নাটক
* লেখক এবং শিল্পী এম আর আক্তার মুকুলের পরিচালিত 'চরমপত্র'
* সর্বোপরি স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের জনগণের আন্তরিক সেবা ও সহযোগিতা
* ভারত সরকার ও তার জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন

বিজয় দিবসঃ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিল ঐতিহাসিক ও আকাঙ্ক্ষিত। শত শত বছর ধরে বাঙালিরা শোষিত, নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত ছিল। যুগে যুগে এর বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলে তা চরম আকার ধারণ করে। অতঃপর, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবির্ভাব হয়।

তাঁরই নেতৃত্বে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' যুদ্ধে বাঙালি যুবকরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ বিনা অস্ত্রে, বিনা প্রশিক্ষণে, আধুনিক প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা জয়লাভ করি। ডিসেম্বর ৬ তারিখে ভারত যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, তখন আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করতে থাকি। তখনই আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবাতাস পেতে থাকি।

এর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের কোম্পানী নদী পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী হয়ে ঢাকার ডেমরা দিয়ে ঢাকা শহরের কমলাপুরে পৌঁছি। এখানে সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব বদরুদোজ্জা চৌধুরীর পিতা কফিল উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করি। উল্লেখ্য, নদী পথের দুই ধারে হাজার হাজার স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ আমাদেরকে সু-স্বাগত জানায়। এ ছিল এক অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য। যা কখনো ভোলা যায় না এবং যাবেও না।

এছাড়া, ১৬ ডিসেম্বর যখন রমনা মাঠে পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, তখন আমাদের কোম্পানী (লেখকসহ) নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল।

সর্বশেষ, মুক্তিযুদ্ধ যাঁর অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়েছে তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে ও তাঁর আদরের দুলালি, মান্যবর নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

লেখক : সাবেক উপ-সচিব

কাছ থেকে দেখা বঙ্গবন্ধু

- **মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম** (সদস্য নং ৯০)

তখন ১৯৬৪ সাল। আমি তখন পাবনা জেলা স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। হঠাৎ করেই একদিন শুনতে পেলাম পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউট মাঠে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ এর পক্ষে প্রচারে জনসভা করতে আসছেন তৎকালীন নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান-সহ আরো অনেকে। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ছাত্র জনতার কাছে শেখ মুজিবের নাম তখন তুঙ্গে। তাঁকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে অনেকদিনের। এই ইচ্ছে পূরণ হবে জেনে পুলকিত বোধ করছিলাম। দিনক্ষণ ঠিক করে যেদিন জনসভার তারিখ ও সময় ঘোষণা করা হলো তার আগের দিন পাবনা জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিলো যে, শেখ মুজিবুর রহমানের এই জনসভায় জেলা স্কুলের কোনো ছাত্র যেন যোগদান না করে। আমি তখন জেলা স্কুল হোস্টেলে স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকতাম। হোস্টেলে আমরা তখন ১৬ জন ছাত্র ছিলাম। জনসভার আগের দিন রাতে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম কীভাবে জনসভায় যাওয়া যায়। এই সময় রাতে পাবনার ছাত্রনেতা জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর (বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি) নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রনেতা আমাদেরকে জনসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে আসলেন। আমরা তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ৪/৫ জন শুধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার জন্য চুপিসারে ভয়ে ভয়ে জনসভায় গিয়ে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের মানুষ শেখ মুজিবকে নিজ চোখে এক নজর দেখার জন্য তখন অধীর অপেক্ষা। সূর্য অস্তের কিছু আগে শেষ বক্তা হিসেবে আবির্ভাব ঘটলো সেই মহাপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের। সাদা পাঞ্জাবী, কালো হাতা কাটা কোট পরা ৬ ফুটের উপরে লম্বা এই নেতা যখন মঞ্চে দাঁড়ালেন, তখন চারদিকে ধ্বনি আর শ্লোগান। আমার জীবনে এ রকম সুপুরুষ আর কখনো দেখিনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে শুনছি তাঁর বজ্রকণ্ঠের বক্তৃতা আর দেখছি সেই মহানায়কের চেহারা ও বাচনভঙ্গি। শেখ মুজিব সম্পর্কে যা শুনেছিলাম ও কল্পনায় যে ছবি এঁকেছিলাম, কাছ থেকে দেখে মনে হলো তিনি তাঁর চেয়ে অনেকগুণ শ্রেয়। জনসভা শেষে হোস্টেলে ফিরতেই হোস্টেল সুপার ডেকে শাসন করলেন। ভবিষ্যতে এরকম আর হবে না বলে ক্ষমা চেয়ে সেবারের মত নিস্তার পেলাম।

এবার ১৯৬৭ সাল। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমার বড় ভাই বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং এস. এম. হলের প্রভোস্ট। তিনি প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সমর্থক। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা প্রস্তাবের পক্ষে জনমত সংগ্রহ ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপট প্রস্তুতির জন্য শেখ মুজিবুর রহমান তখন সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে জনসভা, পথসভা করে বেড়াচ্ছেন। নাটোরে জনসভা শেষে, রাতে রাজশাহীতে জনাব এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামানের বাসায় রাত্রিযাপনের কর্মসূচি এবং পরদিন বিকেলে মাদ্রাসা ময়দানে জনসভা। নাটোর থেকে রাজশাহী প্রবেশের পথে বড় ভাই প্রফেসর মযহারুল ইসলামের (পরবর্তীকালে, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) বাসায় যাত্রাবিরতি, ছাত্রনেতা ও প্রগতিশীল শিক্ষকদের সাথে বৈঠক ও নৈশভোজ। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বাসার সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় করার। রাত ৮টার দিকে বড় ভাই নিজের রেকর্ড কারে নিজে ড্রাইভ করে শেখ মুজিবকে সামনে বসিয়ে নাটোর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় নিয়ে এলেন। খাবার পরিবেশনের সময় শেখ মুজিবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি কৈ মাছ খুব পছন্দ করতেন। একটি

মাছ শেষ করায় আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতেই শেখ মুজিব বললেন, "তোর যখন শখ হয়েছে, আরেকটি মাছ দিতে পারিস"। সাথে পরামর্শ দিলেন, "পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনীতির বিষয় যেন ভুলে না যাই, দেশকে অপশাসনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে ছাত্রদের রাজনীতির চর্চা করতে হবে- ৬ দফা বাস্তবায়নের বৃহৎ ছাত্র আন্দোলন ও ঐক্যমত গড়ে তুলতে হবে। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। খাবার পর ড্রইং রুমে রাকসুর সভাপতি সম্পাদকসহ ছাত্রনেতা ও প্রগতিশীল শিক্ষকদের সাথে ঘন্টাখানেক বৈঠক শেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান ভাইয়ের বাসা থেকে রাজশাহী শহরে চলে গেলেন। এতবড় মাপের একজন নেতাকে কাছ থেকে দেখা ও তাঁর দেয়া পরামর্শের স্মৃতি এখনো আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এরপর, ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাস। দিন তারিখ মনে করতে পারছি না। আমি তখন দৈনিক জনপদ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। পত্রিকার সম্পাদক জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী ও বার্তা সম্পাদক জনাব কামাল লোহানী রাত ১০ টার দিকে কার্যবণ্টন করার সময় আমাকে ডেকে বললেন আগামী পরশু প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫ দিনের বিশ্রাম সফরে কক্সবাজার যাচ্ছেন, সঙ্গে সফরসঙ্গী হিসেবে কয়েকজন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দৈনিক জনপদ পত্রিকার পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে-আমি যেন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে পরশু সকাল ৮টায় প্রেস ক্লাবে উপস্থিত থাকি। সেখান থেকে সরকারি গাড়িতে হেলিকপ্টারে নেয়ার জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেয়া হবে। খবরটি নিঃসন্দেহে আনন্দের এবং দায়িত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি যথারীতি দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি নিয়ে অফিস ত্যাগ করলাম। কক্সবাজার যাত্রার সময় দু'টি হেলিকপ্টার এক সাথে ছেড়ে গেল। একটিতে বঙ্গবন্ধু ও কর্মকর্তাবৃন্দ, অন্যটিতে আমরা সাংবাদিকরা। কক্সবাজার পৌঁছে বঙ্গবন্ধু থাকলেন হিলটপ সার্কিট হাউজে, আমরা উঠলাম পর্যটন মোটেল 'উপল'-এ। যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি নেই, এজন্য আমরা সমুদ্র সৈকতে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ও আড্ডা জমিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। আমাদের সাংবাদিকদের দলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার রাশেদা আমার পাশের রুমে ছিল। দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টার দিকে সে প্রস্তাব দিল আমাকে নিয়ে হিলটপ সার্কিট হাউজে যাবে। বঙ্গবন্ধুর সাথে নাকি তার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। সে হিসেবে দেখা করতে সমস্যা হবে না। আমি রাজি হয়ে দু'জন মিলে হিলটপ সার্কিট হাউজে গেলাম। পুলিশ আমাদের প্রথমে ঢুকতে না দিলেও পরে রাশেদা পরিচয় দিয়ে সার্কিট হাউজে ঢোকার ব্যবস্থা করলো। বঙ্গবন্ধু তখন গোসলের পূর্বে শরীরে সরিষার তেল মাখছিলেন। রাশেদা আসার খবর শুনে তিনি ঐ অবস্থায় রুমে ঢোকার অনুমতি দিলেন। রাশেদার সঙ্গে আমিও ঢুকলাম। বঙ্গবন্ধু তেলমাখা অবস্থায় খালি গায়ে আমাদের সাথে বসে গল্প করলেন। আমি আমার বড় ভাই প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর-এর পরিচয় দিলাম। তিনি শুনে ভাইয়ের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আমাদের সাথে মিষ্টিভাবে কথা বললেন এবং কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতকে কিভাবে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করা যায়, এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের পত্রিকায় ফিচার লেখার পরামর্শ দিলেন। প্রায় ১৫/২০ মিনিট একান্তে কথা বলে আমরা বিদায় নিয়ে রুমে ফিরলাম। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে এত কাছ থেকে এটাই আমার শেষ দেখা। কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন বিশ্বমানের নেতার সান্নিধ্যে আসার স্মৃতি আমি আমার হৃদয়ে লালন করে রেখেছি, যা আমার অবচেতন মনের মণিকোঠায় মাঝে মাঝেই নাড়া দেয়।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এল. জি. আর. ডি মন্ত্রণালয় ও
সাবেক চেয়ারম্যান, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

’৭১-এর চিঠি ঃ শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া বীর উত্তম

- **এ কে এম রফিকুল হক বীর প্রতীক** (সদস্য নং ৫৪৭)

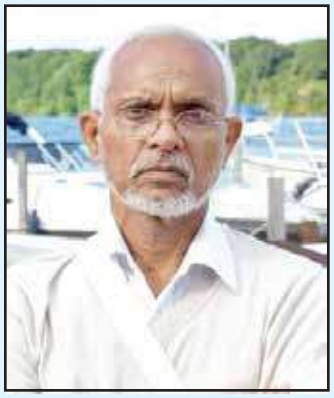

শোণিতের নক্ষত্র জ্বেলে যাঁরা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে অথচ নিজেরা ঘরে ফিরতে পারেনি সেই যোদ্ধাদের মাঝে অন্যতম খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া বীর উত্তম। এপ্রিল-মে ১৯৭১, আসাম রাজ্যের ইন্দ্রনগর নামক দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে কুমিল্লা শহরের বাগিচাগাঁও-এর খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়ার সাথে পরিচয়। মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম পাশ করে তিনি নৈশতে এম.বি.এ ভর্তি হন এবং দিনে শেরাটন হোটেলে খণ্ডকালীন চাকুরি নেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময়েই আমরা সিলেটে কিছু সংখ্যক গেরিলা অপারেশন করি। তখনই তার সাংগঠনিক দক্ষতা, সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতিফলন দেখতে পাই। প্রশিক্ষণ শেষে সিলেট-হবিগঞ্জ রাস্তার উপর অবস্থিত কালিগঞ্জ ব্রীজ বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া, সিলেটের লাতু রেল স্টেশনের পাশে অবস্থিত রেলওয়ের ব্রীজ ধ্বংস করা, সিলেট-জকিগঞ্জ রাস্তায় সরিফপুর বাজারের পাশের সেতু এবং বরাক নদীর মাটির বাঁধ ধ্বংস, জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালিগঞ্জ বাজারে অবস্থিত শত্রুর ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে ১৭টি রাইফেল ছিনিয়ে আনার অপারেশনেও অংশ নেই আমরা।

অতঃপর সেক্টর কমান্ডার এর নির্দেশে জুলাই মাসে সিলেটের কানাইঘাট থানার অন্তর্গত মাদারীপুরের সালাম টিলায় ৪২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি অগ্রগামী ক্যাম্প স্থাপন করি। উক্ত ক্যাম্প এর অদূরে মমতাজগঞ্জে ছিল খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়ার মুক্তিযোদ্ধা অগ্রগামী ছাউনী। আমি কোনো বিশেষ অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাঁর সাথে পরামর্শ করতাম। প্রয়োজনে তিনি আমাকে তাঁর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সাহায্য করতেন এবং তিনিও আমার কাছ থেকে অস্ত্রসহ যোদ্ধা নিতেন।

তখন উক্ত ক্যাম্পের কমান্ডার থাকাকালীন যুদ্ধের পরিকল্পনা বিষয়ে ৮ই আগস্ট ’৭১ তিনি আমাকে লিখেন

(রফিক,

আজকে এক জরুরী কাজের জন্য আতাউর, সামসুসহ ভাল ৬ জন ছেলে সন্ধ্যার খাওয়ার পর পাঠাইয়া দেবে। তাদের সাথে একটা অটোমেটিক বা বাকি সব রাইফেল থাকবে। কালকে সকালে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সবাইকে ফেরত পাবে। ঐ Password থাকবে।

স্বাক্ষর

খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া

৮-৮-৭১ ইং)

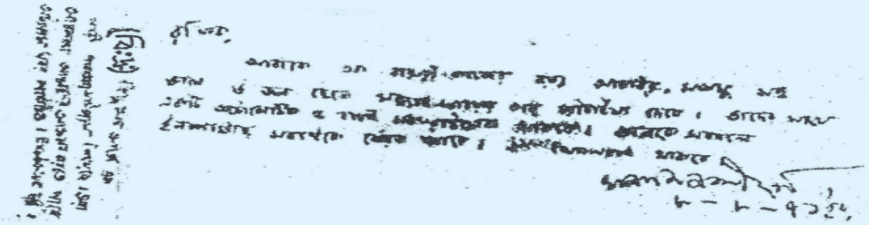

(বিঃদ্রঃ কিছুক্ষণ আগে এক গাড়ী পাকসেনা আটগ্রাম গিয়েছে। ওরা আচমকা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আটগ্রাম খবর পাঠাই Explosive চাই)।

যুদ্ধ বিষয়ে ৯ই আগস্ট '৭১ অন্য একটি চিরকুটে খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া লিখেন:

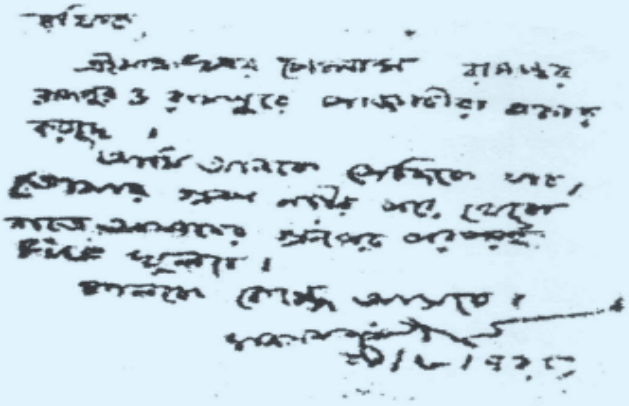

(রফিক,

এই মাত্র খবর পেলাম রাজপুর স্কুলে ও রামপুরে পাঞ্জাবীরা বাঙ্কার করেছে। আমি আজকে সে দিকে যাবো। তোমার গ্রুপ নদীর পার থেকে রাত্রে আমাদের গ্রুপের পর পরই Fire খুলবে।

কালকে ক্যাম্পে আসবে।

স্বাক্ষর

খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া

৯-৮-৭১ ইং)

(উক্ত চিরকুট দুটি প্রয়াত সাংবাদিক মাহবুবুল আলম রচিত বাঙালির মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিবৃত্ত এবং প্রথম আলো ও গ্রামীণ ফোনের উদ্যোগে রচিত একাত্তরের চিঠি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে)।

পরবর্তীতে হাইকমান্ডের নির্দেশে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে উক্ত ক্যাম্পটি বন্ধ করে সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমলসিদে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগামী ক্যাম্প স্থাপন করি।

এই অকুতোভয় দলপতি খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া ৪ সেপ্টেম্বর '৭১ তার মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী নিয়ে কানাইঘাট থানার সড়কের বাজারের নিকটে অবস্থিত ব্রীজটি বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করেন। তখন একদল পাক সেনা সেতুর কাছাকাছি থাকায় তাদের মুখোমুখি হয়ে পড়েন তিনি ও তার দল। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। এক পর্যায়ে অধীনস্থ যোদ্ধাদের নিরাপদে চলে যাওয়ার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে অসীম সাহসে এল এম জি দিয়ে কাভারিং ফায়ার দিতে থাকেন শত্রুর উপর। যার ফলে অন্যান্য যোদ্ধারা নিরাপদে সরে যায়। শত্রু সেনাদের মোকাবিলায় সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন নিজে।

নিশ্চিত সংগ্রামের শপথ নিয়ে দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য অকাতরে আত্মদান করেন খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া। এই বীরের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাকে মরণোত্তর "বীর উত্তম" উপাধিতে ভূষিত করেন।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক পিএলসি

একজন গেরিলা যোদ্ধা

- বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন আকরাম হোসাইন

(সদস্য নং ৬৯৬)

তখন ১৯৬৫ সাল। আমি নকলার নারায়ণখোলা জুনিয়র হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। সেই সময় পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে যায়। বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রতিদিন আমরা মিছিল করে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতাম। আর মিছিল শেষে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা দাহ করে খুব আনন্দ পেতাম। বিমান হামলা থেকে রক্ষার জন্য জিকজাক অথবা ইংরেজি w আকারের ন্যায় খন্দক নির্মাণ করতাম। তখন থেকেই দেশপ্রেমের প্রদীপ হৃদয়ের গহীনে জ্বলে ওঠে।

নকলা উপজেলার রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দ্রকোণা হতে ১৯৭০ সালে এস.এস.সি. পাশ করে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত নাসিরাবাদ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ শহরে সানকিপাড়া একটি মেসে থেকে অধ্যয়ন শুরু করলাম। মেসের পাশেই বৃহৎ বিহারী কলোনী অর্থাৎ অবাঙালিদের বসবাস। বর্তমানে এই বিহারী কলোনী ময়মনসিংহ সেনানিবাস। মার্চ '৭১ শুরু হতেই দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র মাত্রা পায়। কলেজে উপস্থিত হয়েই ক্লাসের পরিবর্তে রাস্তায় শুধু মিছিল আর মিছিলে যোগ দেওয়াই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। শ্লোগানে মুখরিত হতো "জয় বাংলা! জয় বাংলা!" "পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা," "ভূট্টোর মুখে জুতা মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা! পদ্মা, মেঘনা, যমুনা", "আমার নেতা! তোমার নেতা! শেখ মুজিব! শেখ মুজিব!" ইত্যাদি। অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে আমার বাবা ৩০ কি.মি. পথ পায়ে হেঁটে আমার মেসে চলে আসেন আমাকে গ্রামের বাড়ি নেওয়ার জন্য। অবশেষে বাবার আদেশে তাঁর সাথে আবার ৩০ কি.মি. পথ পায়ে হেঁটে গ্রামের বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হই। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখি বিদ্যালয় মাঠে প্রতিদিন দুইজন আনসার কমান্ডার আব্দুল লতিফ ও আলাউদ্দিন যুদ্ধবিদ্যা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। আমিও সেখানে যোগ দিলাম।

মে ১৯৭১ সালের প্রথম সপ্তাহে আমরা কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য হালুয়াঘাট সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। অবশেষে ১৯৭১ সালে ১৩ মে বৃহস্পতিবার নকলা থানার ১২টি গ্রামের (কাজাইকাটা/নারায়ণখোলা/দুধের চর/কৈয়াকুরি/জাঙ্গীরারপার/চরমধুয়া/পলাশকান্দি/সিংগীমারী/বালিগঞ্জ/পোলাদেশী/বোরারচর/কাজিয়ারচর) ২৭ জন যুবক (৪ জন ইপিআরসহ) সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সকাল ১০টায় নিজ গ্রাম কাজাইকাটা প্রাইমারী স্কুলে একত্রিত হই। তৎপর দুধের চর গ্রামে গিয়ে সংগঠিত হয়ে সেখান থেকে বিকাল ৫টায় রওনা হয়ে একটানা ১৫ ঘন্টা অবিরাম পায়ে হেঁটে নানা বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে পরেরদিন সকাল ৮টায় মেঘালয় প্রদেশের তুরা জেলাধীন ঢালু নামক সীমান্ত স্থানে পৌঁছি। একই দিনে ভারতের সেনাবাহিনী তাদের গাড়িতে করে বনের ভিতরে অজানা এক ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি ইংরেজিতে ফরম পূরণের জন্য নির্দেশ দেন। বর্তমানে সেই পূরণকৃত ফরমটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ সংরক্ষিত আছে। তৎপর আমাদেরকে একটি বিশেষ বাসে করে তুরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তুরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪ সপ্তাহ গেরিলা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১১নং সেক্টরের পুরা খাশিয়া সাব সেক্টরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন সামসুল আলম। বাড়ির সম্মুখ দিয়ে প্রবেশ করে উঠান পার হচ্ছি আর মাকে বলছি আমি ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছি। মা বললেন, না তুই যেতে পারবি না; কারণ তুই অনেক ছোটো। আমি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম, মা দৌড়ে এসে আমার জামা পিছন দিকে ধরে ফেললেন। কিন্তু আমি পিছনে না তাকিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলাম। ফলে, জামার কয়েকটি বোতাম ছিঁড়ে গেল এবং মা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার শুরু করলেন। কিন্তু আমি পিছনে ফিরে তাকালাম না। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম কিন্তু কয়েকশত গজ দূরে অগ্রসর হওয়া মাত্র বাবার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। একই কথা বললাম আমার বাবাকে। আমি ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছি। একই উত্তর দিলেন, "তুই ছোটো, যেতে পারবি না।" বাবা আমাকে ধরার চেষ্টা করলে আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। বাবাও কাঁদতে থাকলেন কিন্তু আমি পিছনে ফিরে তাকালাম না। এ যেন পিতার স্নেহ বনাম পুত্রের দেশপ্রেমের লড়াই। যে লড়াইয়ে পিতা হেরে গিয়েছিলেন পুত্রের কাছে।

প্রশিক্ষণকালীন কিছু কথা:

সকাল ৭টায় একটা পুরি ও এক মগ চা খেয়ে প্রথমে পাহাড়ের উঁচু নিচু পাকা রাস্তায় ৭/৮ কিলোমিটার দৌড়ানো হত, তারপর জঙ্গলের ভিতরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ হত। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র রাইফেল, এস.এম.জি, এস.এল.আর, এল.এম.জি. টুইনস মর্টার ও গ্রেনেড নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ হত। বিকেলে সকলেই দাঁড়িয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি....." গানটি হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে গাইতাম। গান শেষে সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে শপথ বাক্য পাঠ করাতেন বিএসএফ-এর কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামসিং বাবাজি।

মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞাতব্য:

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বুকে ধারণ করেই মুক্তিযোদ্ধারা এত অসীম সাহসিকতার সাথে জীবনকে বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়াও, আকাশ বাণী থেকে প্রচারিত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত মনকাড়া সংবাদ, বিবিসির বাংলা খবর, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কালজয়ী দেশাত্মবোধক গান ও গণসংগীত এবং শ্রদ্ধেয় এম আর আক্তার মুকুল এর চরমপত্র শুনে স্বাধীনতাকামী মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা হারিয়ে যাওয়া মনোবল ফিরে পেত। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মুক্তিফৌজ শব্দটি অল্প কিছুদিন প্রচলিত থাকলেও স্বাধীন বাংলা সরকার এটাকে মুক্তিবাহিনী বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা সুনির্দিষ্ট টার্গেট নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শুরু করে ও গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন "জয় বাংলা" ধ্বনিটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খুবই প্রিয় এবং প্রেরণামূলক শ্লোগান।

আমার অংশগ্রহণ করা সাতটি সম্মুখ যুদ্ধের মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধের বর্ণনা:

ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখ। ১৯৭১ সাল। চন্দ্রকোনা-নকলা রাস্তা বরাবর অগ্রসর হতে থাকলে নকলা অদূরে কায়দা গ্রামে পৌঁছা মাত্র অতর্কিত আমাদের উপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। সাথে সাথেই রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নিয়ে তাদের উপর গুলি ছুড়তে থাকি। হঠাৎ আক্রমণের শিকার হওয়ায় আমাদের পক্ষে নকলার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি, বরং গুলি ছুড়তে ছুড়তে পিছু হটতে থাকি। এমন সময় সহযোদ্ধা ও সহপাঠী নজরুল কপালে গুলিবদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হওয়ার করুণ দৃশ্য অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় তাকে উদ্ধার না করে ক্রলিং করে পিছু হটে গেলাম। সেই যুদ্ধে সহযোদ্ধা

নজরুল শহিদ হয়। সিংগীমারী গ্রামের অপর মুক্তিসেনা দুলু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার ৫ মাস পর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পাবনা মানসিক হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। ৯ ডিসেম্বর নকলা মুক্ত হওয়ার দিনে পাকবাহিনী কর্তৃক নকলা হাইস্কুলের

পাশে মাটি চাপা দেওয়া আমার সহপাঠী বন্ধু পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান নজরুল ইসলামের লাশ কবর খুঁড়ে বের করে পুনরায় নকলা কায়দা কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য যতটুকু পদক্ষেপ নিয়েছেন সে জন্য আমি সরকারের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সরকার ইতিমধ্যে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার কবর জাতীয় পর্যায়ে একই নমুনায় স্মৃতিস্তম্ভ দিয়ে আচ্ছাদিত করার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। এমন সময় আসবে যখন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও জীবিত থাকবেন না, তখন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই-পত্র, ভাস্কর্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কবর দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারবে এখানে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শায়িত আছেন, যাঁর অবদানে আজকের মাথা উঁচু করা গর্বিত বাংলাদেশ।

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে পড়বে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

উল্লেখ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ আমার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

জয় বাংলা।
জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক পিএলসি

টরন্টোতে শহীদ মিনার

- সায়েস্তা খানম ঝুমা

কানাডা ঋতু বৈচিত্র্যে অপার সৌন্দর্যের এক দেশ। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম কানাডা যেহেতু শীতপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে একটি এবং প্রচুর তুষারপাত হয়, শীতে আবহাওয়ার তাপমাত্রা নেমে যায়, মাইনাস বিশ ডিগ্রী থেকে প্রায় মাইনাস ত্রিশ ডিগ্রী সেলসিয়াসে, তাই এ দেশে অন্য কোনো ঋতুর আনাগোনা নেই। প্রচণ্ড শীতে আবার বৃষ্টিপাতও হয়। কানাডায় চার ঋতু। এবার গ্রীষ্ম ঋতুতে যেয়ে, শীতে কানাডার যে রূপ দেখেছিলাম তার বিপরীত রূপ দেখে অবাক হলাম। বাঁধন বলল, "বসন্ত আর শরতের রূপ তো দেখো নাই। দেখলে চোখ তোমার কপালে উঠবে।" আমি হাসলাম। গ্রীষ্মের এই রূপ না দেখলে তর্ক করতাম। একটা শীতপ্রধান দেশ যে কত সবুজ হতে পারে, যতটুকু কল্পনা করা যেতে পারে সেটুকু কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। পথের দুই পাশ সবুজ চাদরে ঢাকা ম্যাপেল গাছ, খ্রীস্টমাস ট্রি আর উইপিং উইলো গাছের সারিবদ্ধ দৃশ্য মাইলের পর মাইল জুড়ে। শুধু তাই নয়, মাটি ও সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত, ঘাসে গজানো বুনো ফুল গাছগুলিও সযত্নে লালিত। সাদা, হলুদ, বেগুনি রঙের ফুলের বাহারি সমাবেশ। যেগুলি আমাদের দেশে পদদলিত হয়, আমরা এগুলির দিকে কোনদিনও নজর দেই না, সেগুলিও সদর্পে বাতাসে দোল খাচ্ছে। গ্রীষ্মের আবহাওয়া চমৎকার। গ্রীষ্ম ঋতু জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময় শীতের কোনো আমেজ নেই, এমন কি বাতাসেও হাড় কাঁপানোর কোনো রেশ নেই। খুব একটা গরম পড়ে না। দিন অনেক বড় হয়, কেন না সূর্য অস্ত যায় রাত নয়টায়; হাতে প্রচুর সময় পাওয়া যায়। বাড়িগুলির সামনের চত্বরে বা আঙ্গিনায় প্রচুর ফুলের সমারোহে বাড়িগুলি অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুদিন যাবত টরন্টোতে আছি। আত্মীয়-স্বজন পরিচিতরা দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়; বাঁধন রাজি হয় না, বলে, সময় নষ্ট। আমিও একমত। তাই ঠিক করলাম বাঙালি পাড়ায় গিয়ে বাঙালি রেস্টুরেন্টে খেলে দেখাও হবে, খাওয়াও হবে। আমরা আড্ডা নামে বাঙালি রেস্টুরেন্টে গেলাম। ভাজি, ভর্তা, মাছের ঝোল দিয়ে, বাড়ির মুরগীর রোস্ট খেলাম। মন প্রাণ জুড়ালো। এরপর যখন ড্যানফোর্থ এভিনিউতে হাঁটা শুরু করলাম তখন যেনো এক স্বর্গীয় অনুভূতি পেলাম। নিজেদের একটি পরিচয়ে আমরা পরিচিত। গর্ব করে বলতে পারি, আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমরা বাঙালি। ড্যানফোর্থ এভিনিউর এক লম্বা রাস্তা যার এক পাশে সব বাংলাদেশের বাংলাভাষীর দোকান। এসব দোকানের নাম বাংলা অক্ষরে বড় বড় করে লেখা ভিতরে সবাই বাংলাভাষী। যারা কেনাকাটা করতে আসছে তারাও বাঙ্গালি। শাড়ি, ম্যাক্সি, লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবি, বিয়ের শাড়ি ও সরঞ্জাম পর্যন্ত পাওয়া যায়। এক শাড়ির দোকানে ঢুকলাম। অত্যন্ত রুচিশীল পছন্দনীয় অনেক শাড়ি দেখলাম। অবাক হলাম, এত সুন্দর শাড়ি কোথা থেকে এলো! বিক্রেতার কথায় বোঝা গেল এটা ভারতীয় দোকান। তাদের বেচাকেনা বাংলাদেশীদের সাথে। অনেক ভারতীয় দোকান আছে, যেখানে ভারতের বাংলাভাষীরা কাজ করছে। দোকানের সাইনবোর্ডে বড় বড় করে বাংলা অক্ষরে লেখা মিষ্টির দোকান, পিজা, তন্দুরী, ফুচকা, চট্‌পটি, সিঙ্গাড়া, বিরিয়ানী, তেহারী, মোরগ-পোলাও, কিছু বাদ নেই। দেশে যা পাওয়া যায়, সব এখানেও পাওয়া যায়। গ্রোসারি দোকানে দা, বটি, বদনা, ফুলের ঝাড়ু থেকে শুরু করে নোনা ইলিশ, লইট্যা শুঁটকি সবই আছে। সবজিতে কলার মোচা, কচুলতি, কচুমুখি, ডালের বড়ি, যে সব সাহেবদের দেশে প্রচলন নেই সেই সবই এখানে আছে। দোকানের মালিকেরা ক্রেতার চাহিদা অপূর্ণ রাখে না। তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস না থাকলে দেশ থেকে আনিয়ে দেয়; বলে, "কিছুদিন অপেক্ষা করেন; পেয়ে যাবেন"। লাইন করে দোকানের বাইরেও পসরা সাজিয়ে বসে আছে। অনেক ফল, সবজি, কাপড় আছে এসব দোকানে; কয়েকটি নাম যেমন- সরকার ফুড, মারহাবা সুপার স্টোর, মক্কা রেস্টুরেন্ট, নিশিতা শাড়ি হাউজ। বাংলা বইয়ের দোকান এবং

পত্রিকা আছে, আসবাবপত্রের দোকানও আছে।

আমার মতো দেশ থেকে আসা অনেক দর্শনার্থীকে দোকানের ভিতর ও লম্বা একটানা রাস্তায় দেখলাম। তারাও আমারই মতো যা দেখে তাতেই উচ্ছ্বসিত। এদের অনেকেই দোকানের সামনে বাংলা লেখা সাইনবোর্ডের নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, অনেকে ভিডিও করছে, অনেকে দোকানীর ইন্টারভিউ নিচ্ছে। হৈ চৈ করছিল একটা গ্রুপ, তাঁরা দলে বেশ কয়েকজন। আমার তখন খুব রাগ হচ্ছিল। গলার স্বর বেশ চড়া, সাধারণ কথাবার্তা অথচ খুব অশালীন ঠেকছিল। পরিবেশের সাথে খাপ খাচ্ছিল না। এক সময় আমার সামনে এসে আমাকে একটু ধাক্কা দিল, যেনো তারা আমাকে খেয়ালই করে নাই। বললো, "একটু সরবেন"। আমি তাদের দিকে তাকাতেই বলল, "আপনি দোকানের কেউ?" বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে কি তাই মনে হচ্ছে? হুট করে বাঁধন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "কিছু বলছেন? উনার কথা বলতে একটু সমস্যা আছে। আমাকে বলুন।" তারা বলল, "না না ওকে ঠিক আছে।" আমাদের পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল।

দোকান থেকে বের হয়ে বাঁধনকে বললাম জলজ্যান্ত মিথ্যা বললে কেন? আমার খুব রাগ হলো বাঁধনের উপর। বাঁধন বলল, তুমি বড় ঝামেলা করে ফেল। মনে আছে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে কি করেছিলে ? আর একটু হলে তো পুলিশ এসে পড়তো। বললাম সেটা তো অন্য ব্যাপারে, রাজনীতি নিয়ে বেসুর ছিল। বাঁধন হেসে ফেলল, বলল "তুমি আমার কাছে নিজেকে সেফ সাইডে রেখে কথা বলতে পারো"। তোমার কাছে যেটা বেসুর অন্যের কাছে সেটাই সুর। হাসতে হাসতে রাস্তা পারাপারের জন্য থামলাম। সবুজ হাত পাঞ্জার ছবি উঠলে রাস্তা পার হওয়া যাবে। পাশে দেখলাম, দোকানের সেই গ্রুপটা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের খুব চুপচাপ দেখে বাঁধন বলল, "সরি, তিনি বেশি হৈ চৈ পছন্দ করেন না।" তারা বলল "আপনি কেন সরি বলছেন?" আমাদের বলা দরকার আন্টি আমরা বুঝতে পারি নাই। সরি আন্টি, দেশীয় জিনিস দেখে এত বেশি খুশি ছিলাম যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল। তারা কি অকপটে তাদের ভুলটা স্বীকার করে নিল। বললাম, অন্যরাও যদি এরকম হতো! আমরা তো অতি সাধারণ মানুষ। নিজেদের সাধারণ ভুলত্রুটি মেনে নেওয়াতে সম্মান বাড়ে বৈ কমে না। অনেকক্ষণ ড্যানফোর্থে হাঁটাহাঁটির পর চা খাওয়ার জন্য কর্ণার প্লটে এক রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। নাম ঘরোয়া। এখানে ভাত, মাছ থেকে শুরু করে ভাজাভুজি সবরকম আইটেম আছে। ছোটো দোকান কিন্তু প্রচুর মানুষের ভিড়। বেশির ভাগ মানুষই পার্সেল নিয়ে যাচ্ছে, দুইজন মহিলা খুবই ব্যস্ত। আমরা বসে চা খেলাম। এখনো সূর্য অস্ত যায়নি; ৮টা বাজে। রাত আটটা না বলে বিকাল ৮টা, আমাদের হোটেলে রওয়ানা হতে হবে। এরপর এক বিস্ময় ছিল যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। কিছু দূর যেতে না যেতেই চোখে পড়লো বিরাট সবুজ এক মাঠের ভিতর বাংলাদেশের শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে আছে। এখানে শহীদ মিনার ! গর্বে আমার দু'চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। বাঁধন খেয়াল করেছে, তার চোখ ফাঁকি দেওয়া যায় না। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল "কান্নার কি আছে? এতো আমাদের শক্তি।" চোখের পানি মুছে বললাম, ঠিক বলেছ। তার পিঠ চাপড়িয়ে বললাম, সাবাস বাংলাদেশের প্রজন্ম। শহীদ মিনার অক্ষয় হোক। স্বাধীনতা এক অমূল্য সম্পদ। তোমরা তো স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখো নাই। আমরা তো নিজ চোখে দেখেছি। তাই বিদেশে বেশি দিন থাকতে পারি না, দেশে ছুটে যাই। দেশের জন্য মন অস্থির হয়ে উঠে। বাঁধন বলল, দেশে তোমাকে যেমন শহিদদের স্মরণ করতে দেখি। এখানেও তাই করলে। বাঁধনকে বললাম, দেশ স্বাধীন হওয়াতে কত হাজার লক্ষ বাঙালি বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ কর্মী, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ চিকিৎসক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ আমার মতো দর্শক বা পরিব্রাজক। দেশ স্বাধীন না হলে এই সুযোগ কেউ পেত না। আমিও কোনো দিন আসতে পারতাম না। এমন সুন্দর একটা দেশ দেখার সৌভাগ্য হতো না। বাঙালি জাতিকে বিশ্বের মাঝে তুলে ধরার মহান নায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে জানাই হাজার সালাম।

লেখিকা : মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান (সদস্য নং- ৫০০)-এর সহধর্মিণী

ইতিহাসের পালাবদল : আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুর

- **বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী জে. বি. বড়ুয়া** (সদস্য নং ৪৭০)

আমঝুপি নীলিকুঠি একটি রহস্যময় রোমান্টিক স্থান। যার সাথে জড়িত ঐতিহাসিক যন্ত্রণা-গ্লানির স্মৃতির আবহ। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে 'বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' এদেশে এসে এখান থেকে মসলিন ও অন্যান্য সামগ্রী ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতে থাকে। ১৬ শতকে ইউরোপে নীল (Indigo) এর প্রবর্তন হয়। পাটের মতো এই গাছ হতে নীল রং প্রস্তুত করা হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বণিকেরা এই বঙ্গদেশে 'নীল চাষ' (Indigo Plantation)-এর প্রচলন করেন। তৎকালীন বঙ্গদেশের নদীয়া, ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে নীল চাষ করা হতো। তখন নীল চাষ তদারকির জন্য সাহেবেরা কুষ্টিয়া, ঢাকা ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে অনেক কুঠি স্থাপন করে। এগুলি 'নীলকুঠি' নামে এবং নীল চাষে জড়িত সাহেবরা 'নীলকর সাহেব' নামে পরিচিত হন। নামমাত্র মূল্য দিত বলে কৃষকেরা নীল চাষ করতে চাইত না। ইংরেজরা বলপূর্বক কৃষকদের দ্বারা নীল গাছের চাষ করাতো। অনিচ্ছুক কৃষকদের উপর চলতো অমানুষিক অত্যাচার। পরে ১৮৫৯-৬০ সালে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের সাথে চাষীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে। সমগ্র নদীয়া জেলায় এ দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে। অবশেষে লর্ড ক্যানিং বাধ্যতামূলক নীল চাষ রহিত করেন।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। নীলকরের অত্যাচারে স্বরপুর গ্রামের একটি নির্বিবাদী জমিদার পরিবার ও প্রতিবেশী এক দরিদ্র চাষী পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তারই মর্মান্তিক কাহিনী এই নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটক প্রকাশিত হবার পর রেভারেন্ড লঙ নামে জনৈক পাদ্রী সাহেব মাইকেল মধুসূদনকে দিয়ে এটির ইংরেজি অনুবাদ করান। এর জন্য পাদ্রী সাহেবকেও অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়।

মেহেরপুর মহকুমার শ্যামপুরের আমঝুপি নীলকুঠি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোনো হদিস নেই। তবে ঘটনাদৃষ্টে ও নির্মাণ শৈলী দেখে মনে হয় এটি এই অঞ্চলে একেবারে প্রথমদিকে স্থাপিত নীলকুঠিগুলির অন্যতম। তবে বিশেষ একটি কারণে এই নীলকুঠি বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান পাবার দাবী রাখে। কারণ, এই কুঠিতে রচিত হয়েছিল বাংলা তথা ভারত ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে খোন্দকার মোস্তাক থোড় মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনী লর্ড ক্লাইভের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজয় বরণ করে এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত রচিত হয়। মীরজাফরের সাথে লর্ড ক্লাইভের সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রটি কোথায় সংঘটিত হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর - সেই ষড়যন্ত্রটি রচিত হয়েছিল এই 'আমঝুপি নীলকুঠি'তে।

চারদিকে বড় বড় ঘন গাছপালা বেষ্টিত প্রায় অরণ্য সদৃশ এলাকায় কাজলা নদীর ধারে এই নির্জন কুঠি। মাত্র কয়েকজন দেশী খানসামা ও আর্দালি নিয়ে একাকি বাস করতেন পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ইংরেজ নীলকর সাহেব। কুঠির সামনে পিছনে বিস্তৃত বারান্দা। পিছনের বারান্দা ঘেঁষেই নদীর খাড়া পাড় শুরু। বারান্দা থেকেই পাকা সিঁড়ি অনেক দূর

নেমে নদীর জলে গিয়ে মিশেছে। অন্যদিনের মতো সাহেব যথাসময়ে রাতের খাবার খেতে বসেছেন। খাবার পরিবেশনকারী খানসামা দেখলো, অন্যদিনের মতো খেতে বসে সাহেব হাঁকডাক বা খাবার নিয়ে কোনো মন্তব্য করছিলেন না। সাহেবকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল, খাওয়াতে যেন তেমন মনোযোগ নেই। যাহোক, খাওয়ার পর সাহেব পিছনের বারান্দায় এসে ইজি চেয়ারে এসে বসলেন। খানসামা পাইপে আগুন লাগিয়ে সাহেবের হাতে তুলে দেয়। নিয়ম অনুযায়ী সাহেব শুতে না যাওয়া পর্যন্ত খানসামাকে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতো। আজকে সাহেব তাকে নির্দেশ দিলেন চলে যেতে। সে একটু অবাক হয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। সাহেব দীর্ঘক্ষণ ধরে পাইপ টানতে থাকেন আর মাঝে মাঝে নদীর ঘাটের দিকে তাকান। তারপর একসময় উঠে বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন, মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ ইজি চেয়ারে গিয়ে বসে থাকেন। রাত ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। শুধু ঝিঁঝিঁ ও কিছু পোকামাকড়ের শব্দ ছাড়া চারিদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নদীর পাড়ে ঝোপঝাড়ে জোনাকির আলো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে যেন এক রহস্যময় পরিবেশ। ইজি চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে একসময় সাহেবের তন্দ্রা এসে যায়। রাত তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। নদীর জলে মৃদু ঢেউ তুলে ঘাটে এসে লাগে একটি বজরা। অল্পক্ষণের মধ্যে আরো একটি বজরা এসে হাজির হয়। দু'টি বজরা থেকে একে একে নেমে আসেন জনা দশেক লোক, তার মধ্যে দু'জন মহিলা।

তাঁরা প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসেন। তন্দ্রা ভঙ্গে নীলকর সাহেব শশব্যস্ত হয়ে ফিস্ ফিস্ করে তাঁদের স্বাগত জানায়। দ্রুত আগন্তুকদের কুঠিবাড়ির খাস কামরায় নিয়ে আসেন। তারপর তিনি দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দেন। আগন্তুক আটজন পুরুষ সদস্যের মধ্যে চারজন শ্বেতাঙ্গ, বাকি ছয়জন এদেশীয়। একটি আয়তাকার টেবিলের চারদিকে হাতলছাড়া কাঠের চেয়ারে সবাই বসলেন। ঘরের কোণে একটি টিপয়ের উপর একটি হারিকেন জ্বালানো, তার অপর্যাপ্ত আলোয় কারো মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে একজন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঘনিষ্ঠ ঘসেটি বেগম, অন্যজন তাঁর কোনো এক আপনজন। শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে আছেন লর্ড ক্লাইভ (তখনো অবশ্য লর্ড হননি), তাঁর সেনাধ্যক্ষ ক্যানিং এবং অপর দু'জন। আর এদেশীয়দের মধ্যে আছেন সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, বণিক উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ এবং তাঁদের সহযোগী আরো তিনজন।

শুরু হলো গোপন মন্ত্রণাসভা। যদিও নীলকুঠির অন্যান্য কর্মচারীদের আবাস মূল কুঠিবাড়ী ভবন থেকে অনেক দূরে, তথাপি খুব নীচুস্বরে কথাবার্তা চলতে থাকে। ঘন্টা দেড়-দুয়েকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শেষ করা হয়। কেননা, রাতের অন্ধকারের মধ্যেই আবার এই এলাকা ছেড়ে বজরা দুটিকে চলে যেতে হবে। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে একজনের চেয়ার শব্দ করে উল্টে পড়লে, সবাই শঙ্কিত হন। ঘর থেকে বের হবার আগে ক্লাইভ মীরজাফরকে লক্ষ্য করে শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন- 'সব ঠিক টাকিবে টো মীরজাফর সাব ?' মীরজাফর সাহেব মুখে কিছু না বলে শুধু একটু হেসে ঘাড় নাড়লেন। তারপর সবাই ঘর থেকে বের হয়ে, যেমন করে সিঁড়ি বেয়ে কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছিলেন, তেমনি করে ধীর পায়ে সন্তর্পণে ঘাটে বাঁধা বজরা দু'টিতে একে একে উঠে পড়েন। বাঁধন খুলে বজরা দু'টি দ্রুত গন্তব্যে রওয়ানা দেয়।

সেই গভীর রাতে এই নীলকুঠিতে কী আলোচনা বা কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে পলাশীর আম্রকাননে কী ঘটেছিল, তা'তো সকলেরই জানা।

হেমন্তের এক বিষণ্ন অপরাহ্নে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ায় এই ঐতিহাসিক নীলকুঠির কাছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেইট দিয়ে কুঠি চত্বরে প্রবেশ করি। চারদিকে সবুজ গাছপালা নিয়ে বিশাল জায়গা জুড়ে কুঠি এলাকা। টিনের ছাউনি দেয়া একতলা মাঝারি মাপের কুঠি। কুঠির প্রায় সামনে প্রবেশপথের কাছেই অনুচ্চ কয়েকটি 'নীলের গাছ' ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কুঠিবাড়ির কেয়ারটেকার বের হয়ে দেখিয়ে না দিলে চিনতাম না। কারণ, এর আগে আমি কোথাও নীল গাছ দেখিনি।

টিনের ছাউনি দেয়া একতলা মাঝারি মাপের কুঠি

রহস্যময়-রোমাঞ্চকর কুঠিবাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। বারান্দার পর মাঝখানে দরবার হল বা আধুনিক কালের লিভিং রুমের মতো বড় বসার ঘর। হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরনো দিনের কথা ভেবে শিহরণ অনুভব করি। মনে হলো- এই বুঝি বাঁ পাশের রুম থেকে অত্যাচারী উড সাহেব রক্ত চক্ষু নিয়ে বের হয়ে আসছেন গোলাক বসু বা নবীনমাধবকে শায়েস্তা করার জন্য। আর ডানপাশের রুম থেকে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম- রোগ সাহেবের ধর্ষিতা ক্ষেত্রমণির করুণ আর্তনাদ।

হল থেকে বের হয়ে দাঁড়াই পিছনের বারান্দায়। এই বারান্দা থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে কাজলা নদীর ঘাটে, যে ঘাট ও সিঁড়ি দিয়ে সেদিন লর্ড ক্লাইভ ও মীরজাফর তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে উঠে এসেছিলেন। কুঠির কাছে নদী এখন তার স্রোতধারা হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের রূপ নিয়েছে। তার শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে অরণ্যের ছায়া। মনে হচ্ছে, যেন সেদিনের সেই নীলকর সাহেব বারান্দার একপাশে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে সামনের নদীর দিকে চেয়ে আছেন। সেদিনের কুশীলবেরা গত হয়েছে বহুকাল আগে। এর মধ্যে ঘটেছে ইতিহাসের কতো পালাবদল বা পটপরিবর্তন। কিন্তু কালের স্বাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই 'আমঝুপি নীলকুঠি'।

এরপর আমরা কুঠিসংলগ্ন বাগানে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে পরের গন্তব্যে যাবার জন্য আবার গাড়িতে উঠে বসি। আমাদের পরের গন্তব্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান স্মৃতি বিজড়িত মুজিবনগর।
গাড়িতে বসেও ঘোর কাটে না, মাথার মধ্যে ইতিহাসের অশরীরি ছায়াগুলোর আনাগোনা চলতেই থাকে।

* লেখকের পরিবারসহ ভ্রমণ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণিত; সময়: নভেম্বর ১৯৯৬।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আর এইচ ডি

হাতছানি দেয় শৈশব, কৈশোর

-ড. নমিতা হালদার এনডিসি (সদস্য নং ১১২)

তৎকালীন খুলনা অর্থাৎ বর্তমান উপকূলীয় বাগেরহাট জেলার মোংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম 'মাছমারা'। মোংলা নদীর কূল ঘেঁষে থাকা ছোট্টো এক চিলতে এ গ্রামেই আমার জন্ম। আর এ গ্রামের শ্যামল প্রকৃতির কোলে আমার বেড়ে ওঠা। আমাদের বাড়ি ছিল গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। বাড়ির চারপাশে ছিল ধানের জমি আর খাল-বিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মোংলা ও রামপাল অঞ্চল ছিল ধান ও মাছের বিশাল এক সাম্রাজ্য। অধিকাংশ পরিবারই ছিল কৃষি ও মৎস্যজীবী। কে জানে, হয়তো সে কারণেই এ গ্রামের নাম হয়েছিলো 'মাছমারা'। সে প্রসঙ্গ থাক। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় পাঁচ সদস্যের পরিবার আমাদের। এতোগুলো মুখের খাবার, দুই ভাই-বোনের পড়াশোনার খরচসহ অন্যান্য সব খরচই জুটতো জমির ধান বিক্রির টাকা থেকে।

সামান্য জ্ঞান হতে শুরু করলেই বুঝলাম আমি দেখতে বেশ কালো হয়েছি। আমার মামা বাড়ির সদস্যরা তুলনামূলক উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের। ফলে, তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই আমার গায়ের রং মেলে না। মা এতে বেশ কষ্ট পেতেন। একাধিকবার দুঃখ করে বলেছেনও, "আমার পেটে কী করে যে এতো কালো মেয়ে হলো!" ছোটো মামা মাঝে মাঝেই মাকে জিজ্ঞেস করতেন, "মেয়েটার রং কি একটু ফর্সা হয়েছে?" আমার মা ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী। পাশের গ্রাম শেলাবুনিয়ায় মামা বাড়ি যাওয়ার সময় মা খুব ভালো করে আমাকে তার তিব্বত স্নো মাখিয়ে দেখতেন একটু ফর্সা দেখাচ্ছে কিনা। মায়ের সঙ্গে হেঁটেই যেতে হতো প্রায় ২ কিলোমিটার পথ। এরপর মামা বাড়ি। সে বাড়ির সামনে এলেই আমি লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে মায়ের পেছনে লুকিয়ে যেতাম। তবে রং আমার যাই হোক, মামা বাড়িতে আমি ছিলাম সকলের ভীষণ আদরের।

ওদিকে বাবার রং ধারণকারী আমাকে বাবা প্রায়ই চায়ের দোকানে নিয়ে যেতেন। আমি দেখতাম বাবা তার পকেট থেকে ছোটো চিরুনী বের করে আমার মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে দিতেন; বলতেন, "আমার কালো মেয়েটাকে লাল জামাতে খুব ভালো মানায়।" ছোটোবেলায় নিয়মিতভাবে আমাকে লাল জামা দেয়া হতো এবং ঐ রং ছিল আমারও খুব পছন্দের। দোকানে চা খেতাম লম্বা খাস্তা বিস্কুট দিয়ে। কেতাবী নাম জানি না, তবে স্থানীয়ভাবে আমরা এ বিস্কুটকে 'খাস্তা'-ই বলতাম। বিস্কুট ভিজিয়ে সেই যে দুধ চা খাওয়া, তা বাবাই শিখিয়েছিলেন।

সেই ষাটের দশকের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল ঠাকুরমা ছিলেন আমার জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ। নিয়মিতভাবে আত্মীয়-স্বজনের খবর রাখতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কুটুম্বিতা রক্ষায় তিনি সবসময়ই খুব সচেতন থাকতেন। ঠাকুরমার বাবা ও ভাই-বোনদের বাড়ি, আমার মামা বাড়ি, জেঠিমা-কাকীমাদের বাবার বাড়ি - সব জায়গাতেই তিনি সঙ্গে নিতেন আমাকে ও আমার দু-তিন জ্যাঠাতো-কাকাতো ভাই-বোনকে। এভাবে ছোটোবেলাতেই উপকূল অঞ্চলের অনেকটাই আমার চেনা হয়ে যায়।

আমাদের পরিবার ছিল লোকসংস্কৃতির চর্চায় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ভোরে ঘুম ভেঙে বিছানাতেই বাবার দরাজ গলার গান আশপাশের সবাই শুনতে পেত। আমাদেরকে জাগিয়ে দিতো বাবার কণ্ঠস্বর। রবিঠাকুরের 'তোমায় গান

শোনাবো' গানের 'ঘুম ভাঙানিয়া' আমাদের জীবনে বাবা হয়ে এসেছিলেন। বাবার ছিল কীর্তনের দল, সকাল সন্ধ্যা তালিম চলতো বাড়ির উঠানে। বছরান্তে গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশ হতো। নাটকের মহড়া, গানের আসর - এসব জায়গায় আমি ছিলাম নিয়মিত দর্শক। গ্রামের বার্ষিক সাংস্কৃতিক সমাবেশে মাকে নাটক করতেও দেখেছি।

গায়ে হলুদ এবং বিয়ের সব অনুষ্ঠানে আমার মা ছাড়া গানই হতো না। রান্না, সংসার সব ফেলে মাকে নিয়ে যাওয়া হতো গায়ে হলুদ আর বিয়ের আসরে। মায়ের পিছে পিছে আমিও সেখানে হাজির হতাম পায়েস খাওয়ার লোভে। সে সময় বর বা কনের গায়ে হলুদে দুধ ও গুড়ের পায়েস থাকতোই। মায়ের সঙ্গে দেখা যাত্রাপালা "রাহুগ্রাস" আজও আমায় আন্দোলিত করে। খড় বিছানো মাঠে গণআসন বিন্যাস, মায়ের কোলে ঘুমন্ত ছোটো ভাই, যাত্রা দেখার সময় আমার ঢুলু ঢুলু চোখে দেখা মায়ের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, ভীতির যে অপার্থিব অভিব্যক্তি, তা ভুলি কী করে!

সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে কুপি বাতিটা ঠিক আমার মুখের সামনে এনে পড়ার চেষ্টা করতাম। মা কতোবার যে সেটা সরিয়ে দিতেন! বলতেন, কুপি বাতি থেকে কার্বন বের হয় এবং সেটা নিশ্বাসের সাথে শরীরে গিয়ে বিষে পরিণত হয়। আমার পাঠশালা পাশ মা কীভাবে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতেন, তা আজও আমার কাছে রহস্য।

বাবার একটা ঘোড়া ছিল। কী যে যত্ন তাকে করা হতো! ছোলা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট রাখা আর গোসল দিয়ে সতেজ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল বাবার। ঘোড়দৌড়ে বা রেসে যে তাকে ফার্স্ট হতেই হবে! ঘোড়াকে খাবার দেয়ার সময় আমি বাবার সাথে সাথেই থাকতাম। ঘোড়ার রেস দেখাতেও বাবা নিয়ে যেতেন আমাকে। ঘোড়াটা ছিল লাল, তবে বাবা তাকে ডাকতেন "কালা" বলে। লাল ঘোড়ার নাম কেনো "কালা" হলো তা কিছুতেই আমার বোধগম্য হয়নি।

বাবার ছিল বাজার করার নেশা। জ্যৈষ্ঠ মাসের সব ফল কেনার জন্য বাবা বেছে নিতেন সাপ্তাহিক হাটের দিন। পানি তাল, তরমুজ, জামরুল, আম, কাঁঠাল কিনে আনতেন ঝুড়ি ভরে। বাবা না আসা পর্যন্ত পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মৌসুমী ফল দেখার উচ্ছ্বাস যেন আমার শেষই হতো না। খাওয়া নিয়ে আমার খুঁতখুঁতে স্বভাবের কথা সবাই জানতো। দাদা এসে কানে কানে বলতো, "তুই না খেলে তোর ভাগেরটা আমাকে দিয়ে দিস"। তবে আমি না দিলেও সে আমারটা চুরি করে খেতো। উপকূল ঘেঁষা লবণাক্ত অঞ্চল বলে আম-কাঁঠালের গাছ গ্রামে তেমন জন্মাতো না। সীমিত আকারে এসব ফল হাট-বাজারে পাওয়া যেত বলেই আমাদের উচ্ছ্বাস এতো বেশি ছিল।

গীর্জায় সমবেতভাবে গান গাওয়া খৃষ্টীয় উপাসনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাছমারার গীর্জায় সকলে মিলে গান গাইতে গাইতেই আমরা শিখে ফেলতাম সব নতুন নতুন গান। ফুল গাছ লাগানোর প্রতি আমার ছিল দুর্বার নেশা। গীর্জা প্রাঙ্গণ থেকে অথবা অন্য কোনোভাবে চারা জোগাড় হলেই ঘরের সামনে সারি করে লাগিয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম ফুল কবে ফুটবে। কচি পাতাকে ফুলের কুড়ি মনে করে অপেক্ষা করে একসময় হতাশ হয়ে পড়াও আমার জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। তবে তাতে ফুলগাছ বা ফুল নিয়ে আমার উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র কমেনি।

আমাদের গ্রামের পাঠশালা ছিল ক্লাস টু পর্যন্ত। মাঝে মাঝে পাঠশালায় যাওয়ার পথে বন্ধুরা মিলে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে লুকিয়ে পড়তাম। ছুটি হলে ধান ক্ষেত থেকে বেরিয়ে মিশে যেতাম পাঠশালা শেষে বাড়ি ফেরা বন্ধুদের সাথে। একেবারে ভেজা বিড়াল হয়ে বাড়ি ফিরতাম। তবে পরদিন সকালে স্কুলে বেত্রাঘাত ছিল অবধারিত। স্কুল থেকে ফিরে নাকে-মুখে চারটে খেয়েই বেরিয়ে পড়তাম খেলতে। তখন প্রায় সব বাড়ির পাশেই ছোটো খাটো খোলামেলা জায়গা বা মাঠ পড়ে থাকতো। খেলতাম গোল্লাছুট, কুতকুত, গাদন, হাডুডু। তবে, হেরে গেলেই লেগে যেত মারামারি আর ঝগড়া। এ ছিল নিত্যকার খেলার মাঠের দৃশ্য। সাঁতার কেটে চোখ লাল করে জ্বর বাধিয়ে দেয়া ছিল আমাদের নৈমিত্তিক ব্যাপার। খাল, পুকুর এবং নদী - ৩টিতেই সাঁতার কাটতাম দলেবলে। যতক্ষণ কোনো মুরুব্বি লাঠি নিয়ে তাড়া না দিতেন, আমরা উঠতাম না।

শৈশবে আমার দু'টো নেশার প্রথমটি ছিল মাছ ধরা। দ্বিতীয়টি, ধান কেটে নেয়ার পর পড়ে থাকা ধানের শীষ কুড়ানো। তবে, দু'টো কাজই করতাম বাড়ির সবাইকে ফাঁকি দিয়ে। কুড়ানো ধান কয়েক সের হলেই সুযোগ মিলে যেত ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ধানের বিনিময়ে রসগোল্লা কেনার। এরপর সে রসগোল্লা সবার মাঝে বিলানোর মধ্যে ছিল এক অনাবিল আনন্দ। দুপুরবেলা পাঠশালার পাঠ চুকিয়ে কয়েক জন বন্ধু মিলে সোজা চলে যেতাম বিলে। বিভিন্ন পদের মাছ নিয়ে অবেলায় বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করে মায়ের দৃষ্টিসীমার মধ্যে মাছের খালুইটি রেখে খেয়াল করতাম মায়ের প্রতিক্রিয়া। মাছের সাম্রাজ্যে বেড়ে উঠলেও কোনো মাছই আমি খেতাম না। তাই তীব্র ভর্ৎসনায় মা বলতেন, "আজ তোকে আমি কাঁচা মাছ খাওয়াবো।" পড়ন্ত বেলায় মায়ের মেজাজ শান্ত হলে তবেই ঘরে ঢুকতে পারতাম। কৈশোরে বোর্ডিং স্কুলে দেয়া হলো আমাকে। তবে, ছুটিতে বাড়ি ফিরলেই এ মাছ ধরার নেশা আমায় পেয়ে বসতো। যারা বেশি মাছ ধরতে পারে, তাদেরকে আমাদের অঞ্চলে বলা হয় মাছুরে। আমি মাছুরে ছিলাম ঠিকই, তবে কোনো গর্তে হাত ঢুকাতাম না, বড্ড ভয় পেতাম সাপ আর কাঁকড়ার। শৈশবের মাছ ধরার নেশা আমার আজও রয়ে গেছে। যদিও এখন সেই খাল-বিল আর নেই, তবুও সুযোগ মিললেই পুকুরে বড়শি দিয়ে অথবা জাল ফেলে আমি এখনও মাছ ধরতে ভীষণ ভালবাসি।

ছোটোবেলায় দেখেছি আমাদের কিছু শহুরে আত্মীয় নিয়মিতভাবে আমাদের বাড়ি আসতেন। এসেই তারা বিভিন্ন জিনিসের সন্ধান এবং গোছগাছ করতেন। এসবের মধ্যে নারিকেল, নারিকেলের শলার ঝাড়ু, খেজুরের গুড়, চিড়া-মুড়ি, তেঁতুল, চালের গুঁড়ো, আতপ চাল ছিল অন্যতম। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না এর কারণ কী। ভাবতাম, মাছমারা গ্রামের বাইরে অন্য কোনো রকম ভূখন্ড আছে, যেখানে এসব পাওয়া যায় না। তাই হয়তো নিজে যখন শহরে পড়াশুনা করতে শুরু করলাম, তখন এই 'গেঁয়ো' আমি শহরকে ভালবাসতে অনেকটা সময় নিয়েছিলাম।

দুরন্ত শৈশবের এক পর্যায়ে আমি ক্লাস টু পাশ করলাম। গ্রামের পাঠশালার পাঠ চুকলো। বাবার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় এবার আমাকে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে অন্য কোথাও। দাদাকেও এভাবেই যেতে হয়েছে। আশপাশের কোনো স্কুলে মেয়েদের হোস্টেল সুবিধা না থাকায় আমাকে যেতে হবে দূর, বহু দূর। মাছমারা গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও কোনোদিন যেতে হবে, তা বোধহয় ঐ অতোটুকু বয়সে আমার ধারণাতেই ছিল না।

সাতক্ষীরা দিয়ে শুরু হলো আমার পরবাসী জীবন। দিনাজপুর মিশন হোস্টেলে থাকতে হলো ১৯৭০-১৯৭৫ সময়টায়। আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৩ দিনব্যাপী ট্রেন ভ্রমণ শেষে দিনাজপুর পৌঁছাতে হতো। পার্বতীপুর জংশনে কাটতো লম্বা রাত ও দিন। একবার দিনাজপুর যাওয়ার সময় আমাকে মেয়েদের ওয়েটিং রুমে রেখে বাবা বাইরে থাকলেন। সেখানে বসার জায়গাও ছিল না। গভীর রাতে আমি ঝিমুতে ঝিমুতে বাবাকে খুঁজতে থাকলাম। দেখলাম ওয়েটিং রুমের বাইরে বাবা ফুটপাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাকে ওভাবে দেখে সেদিন আমার ভীষণ কান্না পেয়েছিল। হোস্টেলে থাকাকালীন ছুটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। অপেক্ষা করতাম আমার প্রাণপ্রিয় মাছমারা গ্রামে যাওয়ার। কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবে ছুটির দিনগুলো চোখের নিমিষে ফুরিয়ে যেত। আর প্রতিবারই ছুটি শেষে হোস্টেলে যাওয়ার সময় আকুল হয়ে আমি যেমন কাঁদতাম, মা-বাবাও তেমন নীরবে চোখের জল ফেলতেন।

মায়ের সাথে গৃহকর্ম করার বা শেখার সুযোগ আমার হয়নি সেভাবে। মা বলতেন, "কিছু কাজ শিখুক"। বাবা বলতেন, "সময় হলেই শিখে নিবে।" আমি কী হতে চাই তা কি ঐ বয়সে বুঝতাম? কিন্তু বাবা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে

গ্রামের অন্য দশটা মেয়ের মতো আমার পরিণতি হবে না, আমি অনেক বড় হব এবং আমাকে গৃহকর্ম করতে হবে না। বড় হয়েছি ঠিকই, কিন্তু গৃহকর্ম ছাড়া যায়নি। কোনো নারীই পারে না গৃহকর্ম ছাড়া জীবন যাপন করতে।

আমার জ্যাঠা, বাবা ও কাকু মিলে ৬ ভাই। পিসীরা বিয়ের পর অন্য গ্রামে বসবাস করছিলেন। ছয় ভাইয়ের শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দিয়েই ছোটো গ্রামটি ভরপুর ছিল। খুব ছোটো থাকতে বাড়ি ছেড়ে বোর্ডিং স্কুলে থাকার কারণে ছুটিতে বাড়ি এলেই বুঝতে পারতাম কী অপত্য স্নেহ ভালবাসায় আমি সিক্ত ছিলাম! বড় জ্যাঠা তার গাছের ফল, মেজ জ্যাঠা দানাদার মিষ্টি, ন জ্যাঠা খালপাড়ের কালো কচু শাক আর কাকু বিশেষ বিশেষ মাছ আমার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আজ তাদের কেউই বেঁচে নেই, কিন্তু তাদের স্নেহাশীর্বাদে আমি একটি সুন্দর জীবন যাপন করছি। গ্রামে গেলে তাদেরকে ঘিরে আমার স্মৃতি কাতরতা অনেক বেড়ে যায়। পিতৃ-মাতৃকূলের এহেন স্নেহ-ভালবাসা শৈশবে এবং কৈশোরে আমাকে যেভাবে আপ্লুত করতো, এখনও ঠিক তেমনটাই করে। জীবনে কিছু জিনিসের আবেদন কখনো কমে না।

আজ ষাটোর্ধ্ব বয়সেও আমি অনুভব করি সেদিন গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার বুক ভাঙা বেদনা। মাছমারা গ্রাম আজও আছে। আমাদের গোলপাতা আর টিনের ঘরবাড়িরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তবে নেই সেই উন্মুক্ত বিল আর অবারিত ধান ক্ষেত। জনসংখ্যার চাপে কৃষি জমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে আবাসন। আর দেশী বিভিন্ন প্রজাতির মাছ হারাতে হারাতে, তা এখন অধরা প্রায়। তবু আমি ভালবাসি আমার গ্রামকে। আমার শৈশব আর কৈশোরের আনন্দ-বেদনার যা কিছু প্রাপ্তি, তার সবটুকুই আমার এই মাছমারা গ্রামের দান। জানি অবান্তর, তবু ভাবি জীবনটা শৈশব আর কৈশোরে আটকে থাকলে কী ক্ষতি হতো!

লেখিকা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; অবসরপ্রাপ্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
বর্তমান জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

পতাকা

- **বীর মুক্তিযোদ্ধা নিত্য গোপাল পাল (এন জি পাল)** (সদস্য নং ৪৪৬)

পতাকা মানে স্বাধীনতা, পতাকা মানে মুক্ত সার্বভৌম একটি দেশ
তাই যুগ যুগ লড়ে, মানুষ ঝরিয়েছে তাঁর গায়ের রক্তবিন্দুর শেষ।
যেমন লড়েছি আমরা বায়ান্নতে, চুয়ান্নতে, ঊনসত্তরে আর একাত্তরে
পেয়েছি পতাকা, কিন্তু আজও লড়ছি তার সুরক্ষা ও সম্মানের তরে।
শুধু ভূ-খন্ড নয়, পতাকা হয় একটি সংস্কৃতির, হয় একটি জাতির
আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের গোষ্ঠীর, কিন্তু পতাকা সম্পূর্ণ বাঙ্গালি জাতির।
পতাকার অপমান, নিজেদের অপমান, অপমান আপন মাতৃ-সম দেশের
ভাই ক্ষোভ জাগে, যখন দেখি পতাকা তুলতে অনীহা আমাদের অনেকের।
বিজয় দিবস বল, স্বাধীনতা দিবস বল, পতাকা দেখা ভার ঘরে বাইরে
কোথায় যেন হারিয়ে গেল প্রাণের উৎসাহ, ভাটা পড়ে দেশপ্রেমে মোদের অন্তরে।
'বঙ্গবন্ধু এ্যাভেন্যু' যখন ছিল 'জিন্নাহ এ্যাভেন্যু', ছিল 'পাক' পতাকা সারি সারি
কোথায় যেন সেসব উবে গেল, যখন হল 'বঙ্গবন্ধু এ্যাভেন্যু'র আদেশ জারি।
'পাক' আমলে যেখানে দেখা যেত পতাকা অলিতে গলিতে আর বাড়ি বাড়ি
দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু নেই আজ পতাকা ওড়াবার তেমন গরজ আর নজরদারি।
যেমনি স্বাধীনতা, তেমনি পতাকাও আনয়ন সহজ, কিন্তু কঠিন তা রক্ষা করা
তাই সময় এসেছে স্বাধীনতা আর পতাকা এগুলো রক্ষা করার দুর্বার পণ করা।
পতাকা দেখতে হালকা, পতপত উড়ে আকাশে, যেন উড়ে মোদের বাসনার ডানা
কিন্তু তা যে জগদ্দল পাথরের মত ভারি আর কঠিন, জানে আর বুঝে সে ক'জনা।
কেউ তা বুঝুক আর না বুঝুক, বুঝেছেন 'আমার সোনার বাংলা'র কবিগুরু
বিধাতার দেয়া পতাকা বহন করার শক্তি চান তিনি, দূর করতে তাঁর বুকের দুরু দুরু।

শুধু বিধাতা নির্ভর নয়, আপন চেষ্টা আর শক্তিতে হতে হবে মোদের বলীয়ান
বিধাতা তাকেই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে হয় আগুয়ান।
স্বাধীনতা পেয়েছি বলে নেই আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলার কোন অবসর
শকুনেরা একাত্তরের মত আজও পতাকা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টায় আছে নিরলস তৎপর।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব; এক সৃজনী সন্দিপন

- **আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী** (সদস্য নং ২৩৫)

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব; এক সুশীল সমাজ সমষ্টি,
সম্প্রীতি আর সংহতিতে প্রাণবন্ত,
সুকুমারম্যে অনুপম, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন্ত,
হৃদয়ানুভূতির আধিপত্যে ক্লাবের বিনোদন সৃষ্টি।

সংসৃষ্টে কীর্তিমান, স্বাতন্ত্র্যে চির অম্লান,
সৌকর্যে শোভমান, যশস্যের সার্থক যোজন,
সামষ্টিক স্বার্থে আমরা অমৃত লভি।

পরমার্থে সুষম মোদের পরমাত্মীয় মন,
সৌহার্দ্য স্থাপনে নৈবেদ্য জীবন,
আমরা সোচ্চার সবি, আমরা নির্ভয় অভি।

সুকর্মে উজ্জীবন, সুরম্যে প্রাণ স্পন্দন,
শৌর্য-বীর্যে সম্মোহনী, সম্প্রীতিতে কল্লোল,
পরার্থপরতায় সমৃদ্ধ, সুনীতিতে প্রজ্জ্বোল,
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব; এক সৃজনী সন্দিপন।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও ডিপ্লোম্যাট

মাটির ঘর

- **হাফিজুর রহমান** (সদস্য নং ৭০৭)
স্মরণ : তারেক মাসুদ

না। এ কোন আত্মহনন নয়।
এ যেন মৃত্যুর কাফনে ঢাকা পিচঢালা রানওয়ে
এখানেই মৃত্যু এসে ওঁত পেতেছিল
কে পারে পাড়ি দিতে এ রকম নীলিম পথ
যে পথের কেবলই শুরু আছে
শেষ বলতে কিছু নেই
শুধু নিরন্তর হেঁটে যাওয়া
একা একা অখণ্ড সময়কে মাড়িয়ে যাওয়া
ভয়হীন, শব্দহীন একটি বিন্দুর দিকে
ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকা
যেন এক শিল্পিত শবযাত্রা।

এ রকম মৃত্যু কেমন মৃত্যু
এ কি কোন অপমৃত্যু নাকি মৃত্যুদণ্ড
উত্তাপহীন, প্রতিবাদহীন
এ কেমন উদাসীন স্বপ্ন ভঙ্গ।

না। এতো কোন স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

স্বাভাবিক মৃত্যুতে শোক আছে, দুঃখ আছে
সমুদ্র সমুদ্র ঢেউয়ে নোনা জল আছে
কিন্তু যেখানে মুত্যু এসে নতজানু হয়
সেখানে ছোপ ছোপ জমাট রক্তে
কাগজের ফুল হয়ে ওঠে আগুনের ফুলকি
রক্ত মশাল জ্বালিয়ে রাখে সারারাত
জোনাকি পোঁকা।

এতোদিন যে পাখিটি ছিল খাঁচাবন্দী
সে এখন পাখা মেলেছে নিঃসীম আকাশে
চোখে মুখে তার মুক্তির গান
মাটির ময়না পোষ মানিয়েছে বেশ
তার মাটির ঘরে যেন এক মৃত্যুহীন প্রাণ।

কি অদ্ভুত সুন্দর শ্যামারুর নুরপুর
লিচু গাছের লম্বিত ছায়ার
জোছনার স্নিগ্ধ জ্যোতি ফেলে
সেখানে জলের শব্দ ছেড়ে অন্ধকার
বিমূর্ত স্মৃতির মধ্যে এখন শুধু
নতুন পোষাকের ঘ্রাণ
কাগজের ফুল দিয়ে থরে থরে সাজানো
ঝলমলে মাটির ঘর
মহীয়ান দূরত্বের নির্জনতায়
এ ঘরই এখন তার আপন নিবাস।

এখন শব্দেরা ছুটি নেয়, নিস্তব্ধ হয় চারিদিক
হেমন্তের মতো প্রাণশক্তিহীন
অগণিত সমাধির ক্ষত জেগে উঠে
প্রিয় গ্রহখানি বিক্রমে মোড়ানো থাকে
যেখানে রাত নেমে আসে ধীরে
বিলম্বি বসে বসে জোনাকিরা
আঁধারের প্রস্ফুটন দেখে
আবার শুরু হয় সোনার সকাল
পাখির কলরবে
দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং ভর সন্ধ্যে
পৃথিবী অন্য এক পৃথিবীকে বুকে টানে
পৃথিবী হয়ে ওঠে গদ্যময়।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক পিএলসি

জনসাধারণ

- কবি মরহুম খোন্দকার মীজানুর রহমান

সময়: ১৯৭১

আমার জীবন পূর্ণিমাকাশে যদি কভু ডুবে যায় মেঘাবৃত চাঁদ
কর্মমুখর জীবনে আমার নেমে আসে কভু ঘোর অবসাদ
কঠিন শীতল হিম বরিষণে থেমে যায় জীবনের শত কলরোল
থেমে যায় কভু চিরচঞ্চল নদীগতি পথে জীবনের কল্লোল
হারায় যে পথ, পথের দিশারী শুকতারা হয়ে আমারে দেখায়ে পথ
যাঁচি তোমা কাছে তুমি রহমান ভ্রান্ত পথিকে তুমি দানিও রহমত
পারি যেন বহিবারে শকতি-অসীম দূরিবারে সমাজের শত অনাচার
ভাষাদানে মূক প্রাণে আর অচেতন প্রাণে দানি প্রেরণ উন্মেষণার
মোর বাণী যেন হানে তীর হেন দুর্বল অথর্ব প্রাণে তুলি রণরণি
তাজা লাল খুনে ধুয়ে মুছে তোলে অমানুষিকতার দৃপ্ত গ্লানি
পারি যেন কহিবারে দৃপ্তরুদ্র স্বরে নহে-নহে এ যে বিধাতৃবিধান
করি প্রতারণা এতকাল ধরি শোষিয়াছ দুর্বলের রক্ত মাংস প্রাণ
আর সহিব না উঠিয়াছি জাগি দেখ চাহি দেখ মোরা কত বলীয়ান
আপন বুকে রক্ত মদিরা'ধুতুরা গেলাস ভরি করিয়াছি পান
যত লাজভয় করিয়াছি জয় মোরা সবে আজ ধরিয়াছি হাতিয়ার
এ কঙ্কাল দেহ অস্ত্রবাহী ট্যাংক, সাবমেরিন বা ক্রুজার-ডেসট্রয়ার
এ চক্ষু যুগল কামানের মুখ গুলি হানে বুকে অনাচারী জালেমের
শীর্ন বাহুদ্বয় নাঙ্গা তলোয়ার দ্বিধাহীন চিতে কাটে শির পিশাচের
এ মুখগহ্বর রকেটের চোঙ দূর পাল্লায় ছুড়ে হাইড্রোজেন বোমা
পাপ অনাচার যত কিছু আছে নাশে নির্বিকারে করে না কাহারো ক্ষমা

এ নাসারন্ধ্র অগ্নিগিরিমুখ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গলিত ধাতু ও লাভা
শতাব্দি সঞ্চিত ব্যথা-বহ্নি ভস্মে জ্বালিয়ে পুড়ায় পাপ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তা
কেনেডি-ক্রুশ্চেভ, টিটো-ম্যাকমিলান, দ্যাগলে-গুর্সেল হও না'ক যে কেউ
যে জোয়ার আজি উঠিয়াছে প্রাণে ভাসিবে পাহাড় রোধিলে সে মহা ঢেউ
চাহি না'ক দয়া অথবা করুণা ভিখারির মত ভিক্ষাঝুলি নিয়ে হাতে
কাপুরুষ যারা মাগে দয়া তারা চাটে প্রভু পদ অভিশাপ নিয়ে সাথে
করুণা মাগিয়া এতকাল ধরি রয়েছি পড়িয়া সমাজেতে কোণঠাসা
শত নিষ্পেষণে জাগেনি চেতনা জাগেনি জোয়ার মুখেতে সরেনি ভাষা

খুলিয়াছে মুখ ফুটিয়াছে ভাষা সহিব না আর অনাচার ধরণীর
চাহিনা বেহেস্ত সেও যদি হয় খেয়াল খুশির ঠাই মর্জ্জি এলাহীর।
আজাদী পেয়েছি পাইনি নাজাত হয়নি খতম আমলাতান্ত্রিকতার
ফিরিঙ্গীর স্থলে দেশী প্রভুগণ গড়েছে আস্তানা পূর্ণ অরাজকতার।
শাসনের নামে চলছে শোষণ নিষ্পেষণ আর স্বার্থের সংঘাত
গণতন্ত্রের নামে আমলাতন্ত্র আর দুর্নীতিবাজির চরম অভিসম্পাত।
ইজম বা তন্ত্র চাহি না আমরা চাহি শুধু সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, অধিকার
ভিখারির মত নহে সত্য জেনো আপন শক্তিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার।
গিলেটিন কিংবা ফাঁসির মঞ্চ পারেনি রোধিতে যে মহাজাগরণ
বিশ্বমানবের মোরা সেই জাতি অনুপ্রাণিত দুর্দান্ত বাঙালি জনসাধারণ।

কবি : অধ্যাপক তাসলিমা বেগম (সদস্য নং ২৬)-এর পিতা

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব লাইব্রেরির গোড়ার কথা

- এম আবদুল লতিফ মন্ডল (সদস্য নং ১৬২)

দুই হাজার সতের সালের শেষ দিকে আজকের এই পাকা টিনশেড ঘরে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকার সগর্ব আগমন ঘটে। এর আগে ১২ নং সেক্টরের ৭ নং রোডে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয় এবং ২০১২ সালের ৮ জুন ক্লাবের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আমরা বাংলা নববর্ষ-১৪২০ উদ্‌যাপন করেছিলাম। পরবর্তীকালে, ৩ নং সেক্টরের ৬ নং রোডের ১ নং বাড়ির ৩য় তলায় একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এবং তা কমবেশি তিন বছর ধরে চলে। যতদূর মনে পড়ে দু'টি বার্ষিক সাধারণ সভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, এখানে একাধিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এখান থেকে নিজ গৃহে আগমনের মধ্য দিয়ে ক্লাবের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ক্লাবে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ছিল এসব কার্যক্রমের অংশ।

উত্তরা ১২ নং সেক্টরে ক্লাব চালু থাকাকালে ক্লাবের লাইব্রেরির জন্য বই সংগ্রহ শুরু হয়। যতদূর মনে পড়ে, ক্লাবের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডা. মঈন উদদীন আহমদ সংগৃহীত স্বল্প সংখ্যক বই এবং এসব বই দাতাদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। নিজ ভবনে আসার পর আরো কিছু সংখ্যক সদস্য ক্লাবের জন্য বই দান করেন। তখন পর্যন্ত বই রাখার জন্য কোনো শেলফ এবং লাইব্রেরিতে বসে পড়ার জন্য টেবিল ও চেয়ার না থাকায় লাইব্রেরির কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় ২০১৯-২০ সালের জন্য ক্লাবের নতুন নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন উপ-কমিটির দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। আমাকে প্রচার, প্রকাশনা ও লাইব্রেরির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কীভাবে ক্লাব লাইব্রেরির নিয়মিত কার্যক্রম শুরু করা যায়, তা নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। ক্লাবের দোতালার ছোট্ট কামরাটি ক্লাব লাইব্রেরি করার সিদ্ধান্ত হয়। আমি মনোযোগ দেই ক্লাবের লাইব্রেরির জন্য কয়েকটি বুকশেলফ, দু'টি মাঝারি ধরনের টেবিল ও ৬টি চেয়ার সংগ্রহের। স্থানীয়ভাবে বুকশেলফগুলো তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উত্তরার একটি দোকান থেকে দু'টি টেবিল ও ৬টি চেয়ার কেনা হয়। এসব কেনার সময় ক্লাবে যুগ্ম সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইউনুস আলী আমার সঙ্গে ছিলেন। ২০১৯ সালে লাইব্রেরির জন্য এসব ফার্নিচারসহ আরো কিছু ফার্নিচার সংগ্রহে ব্যয় হয় ৩২ হাজার টাকা, যার প্রতিফলন ক্লাবের ২০১৯ সালের ক্লাব বাজেটে ঘটেছে। গৃহীত বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি বুকশেলফে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ২০২০ সালের শুরুতে বাংলাদেশেও করোনা মহামারির প্রকোপ দেখা দেয়। ২০২০-২২ সালব্যাপী এ প্রকোপের সময় ক্লাবের অন্যান্য কার্যক্রমের মতো লাইব্রেরির কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। তবে করোনার প্রকোপ অবসানে ক্লাবের অন্যসব কার্যক্রমের সঙ্গে লাইব্রেরির উন্নয়নের কাজেও কিছুটা গতি এসেছে।

বর্তমানে ক্লাব লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ৮২০টি। তন্মধ্যে গত এক বছরে লাইব্রেরিতে ৩২৫টি বই সংগৃহীত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনাবলীসহ বিভিন্ন ধরনের বই। যারা এ পর্যন্ত ক্লাব লাইব্রেরিতে বই দান করেছেন তাদের নাম ও সদস্যপদ লাইব্রেরির রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তারা হলেন সহযোগী সদস্য মিসেস লুৎফুননাহার সাখাওয়াত (২৬৯ এর সহধর্মিণী), মোঃ আবদুল লতিফ মন্ডল (১৬২), ড. নমিতা হালদার এনডিসি (১১২), ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইউনুস আলী (২১৭), খান মোঃ বেলায়েত হোসেন (০২), বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক (৪৭৬), রুনা লায়লা (৩২১), বেগম নুরে জান্নাত (৮০), ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (৫৭৪), আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন এনডিসি (১২), আবুল হাসানাত মাসুম ইকবাল (৩৪০), এম. মোখলেসুর রহমান

(৪৭), অধ্যাপক ফারজানা পারভীন (১২৯), ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শাহাবুদ্দিন খান (১২২), মোঃ লুৎফর রহমান (৫০০), শাহনওয়াজ দিলরুবা খান (২৭৫), ডা. মোঃ ইমাম হোসেন (৩৪৮), মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৯০), অধ্যাপক তাসলিমা বেগম (২৬), ডা. এ.কে.এইচ নিয়ামুল রুহানী (৫৮০) সহ আরো অনেকে। ক্লাবের নির্বাহী সদস্য ড. আবুল হোসেন (২৬০), যুগ্ম সচিব-এর তত্ত্বাবধানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে প্রায় ৩২ হাজার টাকা মূল্যের বই অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়।

ক্লাব লাইব্রেরিটির সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়নে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো (ক) লাইব্রেরিটিকে কার্ডরুম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে লাইব্রেরি ব্যবহারে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, (খ) লাইব্রেরির জন্য কোনো স্টাফ, বিশেষ করে কোনো প্রশিক্ষিত কর্মচারী না থাকায় মানসম্মত ক্যাটালগ তৈরি ও বই আদান প্রদান সম্ভব হচ্ছে না, এবং (গ) বর্তমানে যেসব বই, ম্যাগাজিন সংগ্রহে রয়েছে, সেগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বুকশেলফ নেই। তাই অনেক বই বস্তা বা কার্টনে বন্দী করে রাখতে হচ্ছে। এছাড়া, ছোট্ট লাইব্রেরি রুমটিতে গরমের সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ক্লাব সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ক্লাব লাইব্রেরি ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন না।

সহ-সভাপতি ডা. মঈন উদদীন আহমদ এর প্রচেষ্টায় একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে লাইব্রেরির বইসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে, যেকোনো বই কিংবা যেকোনো লেখকের বইয়ের তথ্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে। কবিতা গল্প, উপন্যাসের বই কতোটি রয়েছে, তাও জানা যাবে। শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বর্তমানে ক্লাব লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা:

ক্রম	শ্রেণিবিন্যাস	সংখ্যা	ক্রম	শ্রেণিবিন্যাস	সংখ্যা
১	বঙ্গবন্ধু	৪	১৫	ভূগোল	৫
২	শেখ হাসিনা	২	১৬	ঈদ সংখ্যা	১
৩	মুক্তিযুদ্ধ	১৭	১৭	ইতিহাস	২৩
৪	প্রবন্ধ	১৩০	১৮	স্মৃতিচারণ	৪
৫	কবিতা	১৬৭	১৯	আইন	১
৬	উপন্যাস	৭৩	২০	স্মরণিকা	৩৭
৭	খেলাধুলা	৩	২১	রাজনীতি	৪
৮	গল্প	৫৬	২২	গবেষণা	৫
৯	বিজ্ঞান	৮	২৩	চিকিৎসা	৮
১০	কিশোর উপন্যাস	১১	২৪	সংকলন	২
১১	জীবনী	১৭	২৫	মনস্তাত্ত্বিক	১
১২	ভ্রমণকাহিনী	২০	২৬	ইংরেজি	৭৭
১৩	আত্মজীবনী	৫	২৭	অন্যান্য	১২৯
১৪	ধর্ম	১০		মোট	৮২০টি

একটি উন্নতমানের লাইব্রেরি একটি ক্লাবের মর্যাদার প্রতীক। এটা ঠিক যে, আমাদের স্বপ্নের ক্লাব ভবন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত একটি উন্নতমানের লাইব্রেরি গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। তবে যতদিন পর্যন্ত সে আশা পূরণ না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ক্লাবের লাইব্রেরিটি ব্যবহারযোগ্য রাখি এবং যতটা পারি এটির উন্নতি নিশ্চিত করি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সচিব
এবং সাবেক সহ-সভাপতি, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভাবনা

- **বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন** (সদস্য নং ৪৩৯)

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা নানা আয়োজনের অংশ হিসাবে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। স্মরণিকায় উন্নত বাংলাদেশ গঠনে বিবেচ্য কিছু বিষয় তুলে ধরাই আজকের এই প্রয়াস।

স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের পটভূমি সম্পর্কে সকলেই অবগত। এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষাক্ততা সমাজকে এখনো তাড়া করছে। ফলে মনুষ্যসৃষ্ট সংকটের সুযোগে দেশীয় সুবিধাভোগী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নানা উছিলায় বিদেশী স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। এতদ্‌ঞ্চলের মীরজাফরগণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারিদের হত্যা করেছে। এমনকি জেলখানায়ও নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে এরা এদেশকে কলঙ্কিত করেছে। এদেশের শান্তিকামী মানুষ সুবিচার ও দোষীদের শাস্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে।

আশার কথা দেশী-বিদেশী চক্রের সকল বাধা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই উন্নয়নের চাকা এগিয়ে যাচ্ছে। যোগ্য নেতৃত্বের দিকনির্দেশনায় সকল পর্যায়ের মানুষের মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই তা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে, এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের অবদান অভাবনীয়। যেহেতু জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও কর্মসূচি ১৯৭২ সালে গৃহীত মহান সংবিধানের মৌলিক চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ, তাই আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ অর্জনের সাফল্য বিশ্ববাসীর সামনে এক দিকনির্দেশক বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবার পরিকল্পনা, গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশসহ যেখানেই নারীগণ সুযোগ পাচ্ছেন সাফল্যের জয়মালা অর্জন করে চলেছেন।

বিশ্বের পরাশক্তিরা ১৯৭২ সালে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে "তলাবিহীন ঝুড়ি" আখ্যা দিলেও দেশ ২০২৫ সালে উন্নয়নশীল ও ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথে হাঁটছে। ইতোমধ্যে খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাসস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, মাথাপিছু আয়, শতভাগ বিদ্যুতায়ন, দরিদ্র ও অসহায় নর-নারীদের ভাতা, কৃষি ও শিল্প প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা, মোবাইল ব্যাংকিং, যোগাযোগ ও পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় উন্নতি বিশ্ব দরবারে রোল মডেল হিসাবে প্রশংসিত হচ্ছে। তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন, জীবন বাঁচানোর তাগিদে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে সরকার তাদের প্রতিপালন করছে ছয় বছর যাবৎ। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত সীমানা নির্ধারণ, জঙ্গিবাদ দমনে সক্ষমতা আজ বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক সংস্থায় শান্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তুলতে বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত। তবে, উন্নয়নের এই যাত্রা কখনও কণ্টকমুক্ত ছিল না। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশী-বিদেশী শক্তি এখনও নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। কিন্তু এদেশের লড়াকু মানুষ পরিবর্তিত বিশ্বে সমমনা ও পরীক্ষিত মিত্রদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কোভিড অতিমারি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ, ইউক্রেন সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। তবে, এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের

মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালের লক্ষ্য বাস্তবায়নে নাগরিকদের উন্নত মানসিকতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুক্তিবাদী আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। দেশ পরিচালনায় আইন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, অংশীজন-বান্ধব ও সংবেদনশীল হতে এখনও অনেক কাজ করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছানো সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অতিমুনাফা লোভীদের সিন্ডিকেট, অসংগঠিত অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত মানুষের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ও জনসম্পৃক্তি দুর্বলতার কারণে উন্নয়নের সুবিধাভোগী অংশীজনের মাঝে করণীয় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদ্যমান সেবা ও সুবিধাসমূহের সুযোগ গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করতে নিয়মিত ও নিবিড় আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে নীতি-নৈতিকতাবর্জিত বৃহৎ কোম্পানিসমূহ অতিমুনাফার লোভে মানুষের খাদ্য, ঔষধ, শিক্ষা, নির্মল বাতাস, পানি, আবাসস্থল অর্থাৎ বেঁচে থাকার সব উপকরণই তাদের থাবায় বন্দী করে রেখেছে। কোভিড মহামারি, ইউক্রেন সংকট মোকাবিলার বদলে চারিদিকে অস্ত্র উৎপাদন ও বিপণনের প্রতিযোগিতা চলছে। যোগাযোগ ও প্রযুক্তির মানব-বিধ্বংসী ব্যবহারে মানব জাতির অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে।

দেশবাসীর উন্নত জীবনের সঠিক পথের সন্ধান করার এটাই সময়। অফিসার্স ক্লাবের সদস্যগণের পক্ষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গৃহীত নীতি, কর্মসূচি ও সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলার যথাযথ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে নিজ নিজ পরিবারের সদস্য ও অত্র এলাকার আগ্রহীদের সহযোগিতা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করা সম্ভব। সুষ্ঠু বিনোদন, বিতর্ক ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণমূলক নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনে অনন্য ভূমিকা পালন করছে অফিসার্স ক্লাব। আসুন, চলমান কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত করি।

লেখিকা: অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, রাজউক

জব স্ট্রেস

- মাহমুদ আলী খান (সদস্য নং ৩)

জব স্ট্রেস বলতে কী বুঝায়? এটি হলো কর্মক্ষেত্রে কাজের এমন অবস্থা যার ফলে আপনি মানসিক চাপ, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা বা বিপর্যস্ত বোধ করেন। ধরুন, আপনার কাজ বিপদজনক ধরনের বা কোনো নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আপনাকে একটি কাজ অবশ্যই সমাধা করতে হবে; এমন পরিস্থিতিতে আপনি যথেষ্ট চাপের মধ্যে পড়েন। কোনো পরিস্থিতি বা লোকজনের মোকাবিলা করতে গিয়ে যখন আপনার ভীতি, বিরক্তি বা উত্তেজনার উদ্রেক হয়, তখনই আপনি "টেনশনের" শিকার হচ্ছেন। "স্ট্রেস" এক কথায় "জয়, নইলে লয়" এমন একটি অবস্থা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটে। মাংসপেশী শক্ত হয়ে আসে, হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুততর চলে এবং অতিরিক্ত এড্রিনালিন নিঃসৃত হতে থাকে, যা আপনাকে প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে বা আত্মরক্ষার্থে সরে পড়তে মদদ দেয়। আমরা নিয়তই এহেন "জয়, নইলে লয়" অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি। এটাই টেনশন বা স্ট্রেস। প্রায় সকল কাজেই চাপ রয়েছে। ব্যাপারটি আসলে জীবনের একটি রূঢ় বাস্তবতা মাত্র। এটা "কল্যাণকর" হতে পারে। চাপের অবস্থা আপনাকে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, পারে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর শক্তি, মনযোগ ও পরিশ্রম করতে।

কিন্তু এটা ক্ষতিকর হয়, সহ্য মাত্রার অধিক চাপের ফলে আপনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, খিটখিটে মেজাজী, হতাশ বা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। তা হলেও আপনি ঐ ক্ষতিকর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন- কী ভাবে? আপনাকে জানতে হবে স্ট্রেস আপনার দেহ ও মনে কি করে প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং তারপর কয়েকটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

জব স্ট্রেসের শিকার প্রায় সকলকেই হতে হয়, তবে কে কতখানি হবেন তা নির্ভর করে:

ক) আপনার ব্যক্তিত্ব- স্বভাবজাতভাবে যাঁরা অত্যন্ত লড়াকু, উচ্চাভিলাষী বা ধৈর্য্যহীন তারা সহজেই স্ট্রেসের শিকার হয়ে থাকেন।

খ) আপনার কাজের প্রকৃতি - কোনো কোনো কাজের ধরনের কারণে সেখানে স্ট্রেস সহজাত।

গ) আপনার জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন - বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরিবারে মৃত্যু, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি কোনো কোনো সুখকর ঘটনা যেমন বিবাহ, পদোন্নয়ন, অভাবিত আকস্মিক কোনো সাফল্য লাভের ফলেও কর্মস্থলে বা তার বাইরের পরিমণ্ডলে আপনি স্ট্রেস-এ ভূগতে পারেন।

ঘ) অন্যান্য - আপনার বয়ঃবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যের অবস্থা, আর্থিক সমস্যা, জীবনে অবস্থান, সামাজিক অসামঞ্জস্য, অন্যের সঙ্গে বিবাদ, বৈরী পরিস্থিতি ইত্যাদি।

জব স্ট্রেস- কর্মক্ষেত্রে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কারণে হয়ে থাকে:

ক) কাজের পরিবেশ - স্বল্পালোক, কোলাহল, অস্বাভাবিক গরম বা শৈত্য, ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব।

খ) আপনার কাজের ধরন - সময়সীমার মধ্যে কর্ম সমাধার তাগিদ, উৎপাদন কোটা পূরণ, অত্যধিক পরিমাণ কাজ, কর্তব্য কাজে জটিলতা ও দায়িত্বের বোঝা, তত্ত্বাবধানের পরিধি।

গ) আপনার প্রত্যাশা - চাকুরী জীবনে বেতন, মর্যাদা, পদোন্নয়ন, ক্ষমতা বিশেষ করে যদি আপনি অসংগতভাবে উচ্চাভিলাষী হন।

ঘ) অফিসে লোকজনের সাথে সম্পর্ক - আপনার সহকর্মী, উপরস্থ ও অধীনস্তদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আপনার জন্য শক্তির উৎস বা অসুবিধার কারণ হতে পারে।

এই "স্ট্রেস" আপনার জীবনযাপন ও কাজকে মারাত্মকভাবে প্রভাবান্বিত করছে। কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপনি স্বাভাবিক ও অনুদ্বিগ্ন থাকুন। এতে বহু কঠিন সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে।

ক) স্বাস্থ্য সমস্যা - দীর্ঘ দিন দুর্ভাবনার ফলে তা স্থায়ীরূপ লাভ করে। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উচ্চ রক্তচাপ, আলসার, এলার্জি, পিত্তথলির রোগ, হৃদরোগ ইত্যাদির মতো মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে।

খ) দুর্ঘটনা - গবেষণায় দেখা গেছে যে উদ্বিগ্ন এবং কর্মক্ষেত্রে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহজে ও অধিক সংখ্যায় দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গ) উৎপাদনশীলতা হ্রাস - "স্ট্রেস" আপনার কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করে। সহ্যাতীত স্ট্রেস মানুষকে হীনবল, ক্লান্ত ও উদ্যমহীন করে ফেলে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কার্যকর ভূমিকা সংকুচিত করে দেয়। ফলে শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঘটতে পারে। সময়ের সদ্ব্যবহার দূরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ) মানসিক সমস্যা - "স্ট্রেস" আপনার অনুভূতিকে নাড়া দেয়। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ রগচটা ও বিষন্ন হয়ে উঠতে পারে। বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও আপনজনের মধ্যকার সম্পর্কে তিক্ততা আনে এবং এ দিকে নজর না দিলে পরে চরম বিষন্নতা, অবসাদ, হতাশ এমনকি হাজারো মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কী করে বুঝবেন "জব স্ট্রেস" হচ্ছে কি না? আপনি কি এসবে ভুগছেন?

শারীরিক উপসর্গ: ১. ক্লান্তি, ২. দুশ্চিন্তাজনিত মাথাব্যাথা, ৩. পেটের পীড়া, ৪. অনিদ্রা, ৫. ঘাড়ব্যথা, ৬. ওজন হ্রাস, ৭. শ্বাসকষ্ট, ৮. মাংসপেশীর অবসাদ, ৯. আহারে অরুচি, ১০. হাতের তালুতে ঘাম, ১১. হাত-পায়ে ঠান্ডা বোধ।

মানসিক উপসর্গ: ১. খিটখিটে মেজাজ, ২. বৈরী ভাবাপন্নতা, ৩. উদ্বিগ্নতা, ৪. হীনমন্যতা, ৫. অসহায়বোধ, ৬. আত্মকেন্দ্রিকতা, ৭. একাগ্রতাহীনতা, ৮. হতাশবোধ।

কর্মক্লান্তি থেকে বেঁচে থাকুন:

দীর্ঘস্থায়ী কাজের চাপের ফলে প্রায়শই যে দুঃখজনক পরিণতি ঘটে, তা হচ্ছে কর্মক্লান্তি। সমস্ত শক্তি আর উৎসাহ প্রয়োজন ও বিনা প্রয়োজনে যখন যে কেউ তার কাজের পেছনে উজাড় করে দেয়, তখনই এমন দশা হতে পারে। এর ফলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। আপনার মানসিক স্থিতাবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে পারে। দেখা দিতে পারে পারিবারিক অশান্তি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কর্মক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সহজ পন্থা রয়েছে। নিচের অভ্যাসগুলো চর্চা করেই দেখুন না সুফল পান কি না।

ক) নিয়মিত ব্যায়াম - কোনো না কোনো প্রকার শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস করুন। আপনার যা পছন্দ - হাঁটা, দৌঁড়ানো, টেনিস খেলা - সেটা করুন। শুরু করে লেগে থাকুন। তবে এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া সংগত হবে এবং বাড়াবাড়ি করবেন না।

খ) সুষম খাদ্য গ্রহণ - তাজা শাকসব্জি, টাটকা ফল, দুগ্ধজাত খাবার, মাছ-মাংস সমন্বিত সুষম খাদ্য বেছে নিন। যথেষ্ট পরিমাণে প্রাতঃরাশ খেতে কিন্তু ভুলবেন না।

গ) পরিমিত নিদ্রা - প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিদ্রার অভাবে আপনার স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। ফলে দৈনন্দিন

কাজের চাপের সঙ্গে পেরে উঠাও কষ্টকর হয়।

ঘ) মাদক দ্রব্য ও ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। ঘুমের ঔষধ আপনার ক্লান্তিকে সাময়িকভাবে চাপা দেয় মাত্র। এটি কোনো নিরাময় নয়।

সময়ের সদ্ব্যবহার করুন:

ক) বাস্তবানুগ লক্ষ্য স্থির করে অগ্রসর হোন। একই সঙ্গে অনেক কিছু করতে যাবেন না।

খ) কর্মসূচি প্রণয়ন করুন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এগোবেন।

গ) সিদ্ধান্ত নিন ও কাজটি সেরে ফেলুন। সাফল্য আপনাকে আনন্দ দিয়ে ক্লান্তিহীন হতে সাহায্য করবে।

ঘ) প্রচণ্ড ও জটিল কাজের মাঝে হঠাৎ করেই কিছুটা বিরতি নিন। এতে কাজ করার শক্তি বাড়বে।

ঙ) কাজের মধ্যেই একটু দেখে নিন আপনার শারীরিক ও মানসিক অবস্থাটা কী? যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তবে বিশ্রাম নিন।

চ) তাড়াহুড়ো না করে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হোন। এতে কাজের মান ও পরিমাণ দু'টোই বাড়ে।

আপনার কাজের অভ্যাস পর্যালোচনা করে দেখুন:

ক) যেসব বিষয় আপনার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তা শনাক্ত করুন: (অ) এর কোনটি আপনার কারণে, (আ) কোনটি অন্যের কারণে, আর (ই) কোনটি কাজের প্রকৃতির মধ্যেই জাত তা ভালোভাবে জেনে নিন।

খ) কাজের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানসিক ও বাহ্যিকভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

গ) আপনার কর্ম সমস্যা নিয়ে অকপটে আপনার সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করুন ও তাদের পরামর্শ যাচনা করুন।

ঘ) সময়ের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হোন। সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা আপনাকে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

ঙ) আশাবাদী হোন - "ভালো একটি কিছু ঘটবে" - এমন সুস্থ মানসিকতা মনোবল বাড়ায় ও কাজে সাফল্য আনয়নে সহায়ক হয়।

চ) বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলুন - নিজের শক্তি, সক্ষমতা ও মেধা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ করুন। কার্যক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতা এবং কর্মক্ষমতার আলোকে নিজেকে দেখুন।

ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিবর্তন করুন:

ক) আপনার সাফল্য - তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন - গর্ব ও আনন্দ বোধ করুন।

খ) বিশ্বস্ত বন্ধু বা আপনজনকে আপনার দুশ্চিন্তা, ভয় বা উদ্বিগ্নতার বিষয় বলুন।

গ) সমস্যার প্রকৃতি ভালো করে দেখে নিন। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ও আশু নজর দেয়া প্রয়োজন এমন বিষয়কেই অগ্রাধিকার দিন।

ঘ) নিকোটিন ও ক্যাফেইনজাত দ্রব্য সেবন ত্যাগ করুন।

ঙ) আপনার ভালো লাগে এমন যেকোনো বিনোদনমূলক কাজে প্রতিদিন কিছুটা সময় ব্যয় করুন।

চ) নতুন কিছু করার ও উপভোগ করার চেষ্টা করুন।

ছ) দীর্ঘকাল বিষন্নতায় ভুগবেন না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

বিশ্রাম নেওয়ার কিছু কায়দা রপ্ত করুন:

ক) নিয়মিত গভীরভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণের অভ্যাস আপনাকে প্রশান্তি দেবে। একটু নিরুপদ্রব জায়গা বেছে নিয়ে

বসুন বা সটান শুয়ে পড়ুন। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে গভীরভাবে লম্বা শ্বাস নিন ও আস্তে আস্তে প্রশ্বাস ছাড়ুন। শ্বাস প্রশ্বাসের উপরে মনোনিবেশ করুন। দেখবেন শরীরে একটি স্বস্তিকর আবেশ আসছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের এরকম আরও কিছু ব্যায়াম আছে। তা জেনে নিন ও কাজে লাগিয়ে উপকৃত হোন।

খ) ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য চোখ বুজে কয়েক মিনিটের জন্য নিজেকে শান্ত, নীরবে ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কল্পনা করুন কিংবা অতীতের কোনো আনন্দঘন স্মৃতি মনের পাতায় ভাসিয়ে সুখানুভব করুন।

গ) কাজের চাপের মধ্যে আপনি যখন অতিষ্ঠ, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং আড়মোড়া ভাঙুন।

কাজের চাপ আপনাকে পেয়ে বসার আগেই তা মোকাবিলা করুন ও নিয়ন্ত্রণ করুন:

ক) জব স্ট্রেসের লক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন থাকুন।

খ) নিজের কাজ ও জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলুন।

গ) তৎপর হোন, মানসিক দুশ্চিন্তা এড়ানো বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
এবং প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

নবীন-প্রবীণের বন্ধন

- ডা. মোঃ ইমাম হোসেন (সদস্য নং ৩৪৮)

প্রবীণ আর নবীনের দ্বন্দ্ব নয়, প্রয়োজন সহ-অবস্থান।

আজকের কিশোর আর তরুণরাই এক সময় হবে প্রবীণ। প্রবীণদের কল্যাণে তরুণ-প্রবীণের মাঝে বন্ধন অপরিহার্য। প্রবীণরা ভালো নেই। প্রবীণদের মাঝে আছে ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সী নব্য বা সদ্য প্রবীণ, ৭০ থেকে ৮০ বছর বয়সী মধ্যম প্রবীণ এবং ৮০+ বছর বয়সী অতি প্রবীণ। অতি প্রবীণদের বেশিরভাগই কর্মক্ষম নন এবং এরা বয়স-প্রতিবন্ধী। এদের প্রয়োজন আর্থিক সমর্থন, দীর্ঘমেয়াদি যত্ন ও যাতনা প্রশমন সেবা তথা প্যালিয়েটিভ কেয়ার। এদের প্রতি দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল ও মানবিক হতে হবে। বৃদ্ধদের জন্য রয়েছে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা- ২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন ২০১৩। কিন্তু আইন করে মানসিকতার পরিবর্তন আনা যায় না, যদি না থাকে তার বাস্তবায়ন। এসব ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের জন্য প্রয়োজন আইনি সহায়তা।

গ্রামীণ অবস্থানে যৌথ পরিবারে এখনও প্রবীণরা কিছুটা স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারছেন। কিন্তু নাগরিক জীবনে আবাসন পরিকল্পনায় শিশুদের জন্য, অতিথিদের জন্য, গৃহকর্মীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ থাকলেও সংসারের প্রবীণদের জন্য তা থাকে না।

অনেক ক্ষেত্রেই গৃহপরিচারক/পরিচারিকাগণ টাকার বিনিময়ে বয়স্কদের দেখাশুনা করে আন্তরিকতার ছোঁয়া ছাড়া, দায়সারাভাবে। প্রিয়জনের হাতের ছোঁয়া জোটে না অনেক বয়স্কদের ভাগ্যে। বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের বেশিরভাগই কোনো দরিদ্র পরিবারের নয়, তারা ধনী/স্বচ্ছল, তথাকথিত শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারেরই অবহেলিত সদস্য। খুব ভাগ্যবান না হলে অনেকেই বাবা মা/শ্বশুর-শাশুড়ি/দাদা-দাদু না হয়ে শুধুই যেন বোঝা হয়ে যান! সন্তান, পরিবার তাঁদের মৃত্যুর জন্য মুখিয়েই থাকে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এই বৃদ্ধরা যাচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে।

প্রবীণদের সমস্যা আসলে বার্ধক্য নয় ; নবীনদের সাথে, সমাজের সাথে তাঁদের মানসিক দূরত্ব। প্রবীণরা শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা নবীনদের কাছে ভালোবাসা, নির্ভরতা ও আস্থার প্রতীক। কিন্তু বয়স্কদের সময় ও সুযোগ হয় না শিশু কিশোর আর তরুণদের কথা ভাববার। নতুন প্রজন্মের সাথে তাঁদের চিন্তাগত মতপার্থক্য তথা আদর্শিত সংঘাত দৃশ্যমান।

এর জন্য তরুণ-প্রবীণের বন্ধন অপরিহার্য। তরুণদের মানুষের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিতে হবে সমাজ হিতৈষীদের। পৃথিবীর বাগানে যত সুন্দর আর ভালো, তার মধ্যেই বিকশিত হোক শিশু-কিশোর আর তরুণদের ভবিষ্যৎ; যদি তা করতে আমরা ব্যর্থ হই, তবে সন্তানের হাত ধরে উঠে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয়তো প্রবীণদের হবে না।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রবীণদেরও থাকতে পারে যুক্তিসঙ্গত চাহিদা। প্রয়োজন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণরা আজ অনেকটাই অবহেলিত, পরমুখাপেক্ষী, নিগৃহীত। বার্ধক্য অবধারিত আর প্রত্যেক মানুষই চায় তাঁর বার্ধক্য হোক স্বস্তিময় ও আনন্দময়; অথচ সার্বিক সামাজিক

নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

নারীশিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থানের সুযোগ, অপরিসর বাসস্থান এবং বয়স্কদের ভিন্নভাবে বসবাসের আয়োজন না থাকার ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্রিয়াশীল নয় এবং শারীরিকভাবে পরনির্ভরশীল এমন বয়স্ক মানুষগুলোকে সার্বিক নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিবিএসের তথ্যমতে, প্রবীণ জনসংখ্যার প্রায় ৬৮% কোনো আয়ের সাথে যুক্ত নন এবং ৭৫ বছর বয়সের বেশি মানুষগুলোর প্রায় ৬৫% অর্থনৈতিকভাবে ক্রিয়াশীল নয়।

বয়স্কদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সমাজ ও সরকারকে আরও আন্তরিক হতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ জীবন ব্যবস্থায় তাঁরা নবীন প্রজন্মের কথা ভাবতে পারবে। নতুন প্রজন্মের সাথে তাঁদের চিন্তাগত মতপার্থক্য তথা আদর্শিক সংঘাত ঘটছে। নীতি ও নৈতিকতা, আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা আজ বিবর্জিত সর্বস্তরে। অস্থিরতা আজ প্রতি পদে। লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ আমাদের ধ্বংস করছে।

আসুন, নীরব দর্শক না হয়ে তরুণদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি কাঙ্ক্ষিত সুন্দর পরিবেশ আর প্রতিবেশ, উভয়ের স্বার্থেই। নবীন আর প্রবীণ প্রজন্মের বিপরীত মেরুতে অবস্থান পরিলক্ষিত, তাঁদের মধ্যে আদর্শগত, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিজের অজান্তেই বয়স বাড়ছে, বন্ধু কমছে; দায়িত্ব বাড়ছে, আদর কমছে; চাপ বাড়ছে, সুখ কমছে; তাই প্রবীণরা ভালো নেই। বয়স্কদের অনেকেই হয়তো এসব থেকে মুক্ত, আলহামদুলিল্লাহ। ভাগ্য তাঁদের প্রতি সুপ্রসন্ন; আমরা তাঁদের জন্য গর্বিত। ভাগ্যাহতদের জন্য সার্বিক মঙ্গল কামনা। আল্লাহ তাঁদের সহায় হোন।

পবিত্র কুরআনে সুরা ইয়াসীন-৬৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, "আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগতপূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই (অর্থাৎ তার স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, প্রাণশক্তি লোপ পায়), তবুও কি তারা চিন্তা করে না?" এবং সুরা হজ্জ-৫ নং আয়াতে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।" এই তো বাস্তবতা !

উদ্যম গতি তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর কর্ম উদ্দীপনা রয়েছে অথচ তরুণদের আমরা দূরে সরিয়ে রাখছি। সন্তানদের/তরুণদের নিয়ে বিরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে পরোক্ষভাবে তাঁদেরকে প্রতিপক্ষ করে তুলছি।

বয়স্কদেরও বদলাতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। নতুন প্রজন্মের সাথে তাঁদের চিন্তাগত মতপার্থক্য তথা আদর্শিক সংঘাত কমিয়ে আনার জন্য বয়স্কদেরই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। আসুন, তরুণদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি কাঙ্ক্ষিত সুন্দর বাংলাদেশ, উভয়ের স্বার্থেই।

তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই সম্ভব প্রবীণ কল্যাণে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আসুন প্রবীণদের কল্যাণে তরুণদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাই।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব

শিক্ষক ও শিক্ষা

- **অধ্যাপক তাসলিমা বেগম** (সদস্য নং ২৬)

একজন শিক্ষকের অবশ্যই শিক্ষা কী, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম প্রয়োগের সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ, একজন শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করা। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী কতটুকু জ্ঞান কী উপায়ে ও কতো কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাবেন, সেটা সুচারুভাবে জানা শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষক হলেন জ্ঞানের অজানা পথের দিশারি; সেজন্য সে পথের নিশানা তাঁকে জানতে হবে। কারণ লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অগ্রসর হওয়া মানে অন্ধকারের দিকে ধাবমান হওয়া। তাই শিক্ষককে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে তাঁর দায়িত্ব ও মূল্যবোধ সম্পর্কে।

এরিস্টটল মনে করতেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো বড় মাপের মানুষ তৈরি করা"। এখানেও মূল্যবোধ নিহিত। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ (শিক্ষক) না হলে বড় মাপের মানুষ তৈরি করা যায় না। কারণ শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

অপরদিকে, বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন, "শিক্ষা কোনো কিছু অর্জনের মাধ্যম নয়, শিক্ষা শিক্ষার জন্য"। শিক্ষা দেয় জ্ঞান, সুগম করে বুদ্ধিমত্তার চর্চা, শিক্ষা যোগায় মানুষকে ভালোবাসার অনুপ্রেরণা অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটিয়ে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

শিক্ষক ও শিক্ষা যদি একে অপরের পরিপূরক হয় বা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত হয় তাহলে শিক্ষকের দায়িত্ব ও মূল্যবোধ অবশ্যই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত। কারণ শিক্ষক, শিক্ষা ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিয়েই কাজ করেন। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো।

বর্তমানে বিশ্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তার চর্চা করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে মানুষের জীবনকে আরও সহজ, সুন্দর ও সুখময় করে তোলা। আমরাও বিশ্বাস করি যে, শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো এবং মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তা চর্চার মানসিকতা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে জীবনধারার মান উন্নয়ন করা এবং দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক তৈরি করা। সৃজনশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।

অতএব, প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী থাকা উচিৎ যা তাকে শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য ও অনুকরণীয় করে তোলে এবং তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। শিক্ষকদেরকে সমাজের একজন মডেল হিসেবে তৈরি হতে হবে, যেন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদেরকে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মনে করতে পারে। শিক্ষকগণ স্বমুল্যায়নের মাধ্যমে নিজ দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করবেন এবং সচেতনতার সাথে সেগুলো পরিহার করার মানসিকতা সম্পন্ন হবেন। শিক্ষক বাস্তব জীবনে এই গুণগুলো প্রয়োগে দৃঢ় প্রত্যয়ী হবেন এবং নিজ আদর্শ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবেন। শিক্ষকদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে এবং আদর্শ বাস্তবায়নে কুশলী ও সাহসী

হতে হবে। শিক্ষকের থাকতে হবে জ্ঞানের গভীরতা ও নির্ভুলতা, ব্যক্তিত্ববোধ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সহজ সাবলীল আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি, আচার-আচরণে সংযত ও কৌশলী। নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে তিনি থাকবেন নিরপেক্ষ ও কঠোর। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের থাকবে গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ এবং অভিভাবক হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন যেন শিক্ষার্থী তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সুবিচার করবেন ও নিরপেক্ষ থাকবেন। শিক্ষক হবেন ন্যায়-নীতি সম্পন্ন একজন বিচক্ষণ মানুষ।

একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তিনি সমস্যাবহুল সমাজকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আদর্শবান সমাজে পরিণত করার দায়িত্ব পালনে সিদ্ধ থাকবেন। তিনি তার অর্জিত জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সমাজে সব ধরনের অবক্ষয়, সন্ত্রাস, অপরাধ রোধকল্পে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন। পরিবেশের নানা দুর্যোগে নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে সম্পৃক্ত করবেন এবং উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। কারণ শিক্ষক হলেন সমাজের বিবেক। শিক্ষক যদি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তবে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছাবেন। শিক্ষক হবেন জ্ঞানবান, দায়িত্বশীল, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং নিজ কাজ ও দায়িত্বের প্রতি সর্বদা সচেতন ও নিবেদিত। ফলে শিক্ষকের দায়বদ্ধতা থাকে প্রধানতঃ তার নিজের বিবেকের কাছে, এরপর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সমাজের কাছে। শিক্ষক মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত সুফল শিক্ষার্থী ও অভিভাবক তথা সমাজের কাছে পরিতৃপ্তির সাথে পৌঁছে দেন এবং প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন। এতে শিক্ষক পান সমাজে স্বীকৃতি। প্রকৃতপক্ষে আজ শিখন-শেখানো একটি জটিল প্রক্রিয়া। কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলেন এবং টেকসই শিখনফল অর্জনে সহায়তা করেন। সেজন্য শিখন কার্যক্রম হবে শিক্ষার্থী-বান্ধব। শিক্ষার্থী শিখনের বিষয়টি নিজে শুনে, দেখে এবং করে শিখবে তবেই শিখনের ফল শিক্ষার্থীর জীবনে টেকসই হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। এটাই প্রমাণ করবে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সৃজনশীল মেধা বিকাশে ও কাজে লাগাতে সহায়তা করবেন। এ লক্ষ্যে শিক্ষক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন, স্বজনপ্রীতি ও প্রিয়তোষণ থেকে বিরত থাকবেন, দুর্নীতি করবেন না এবং এর প্রতিরোধ করবেন, জ্ঞান বিতরণে পক্ষপাত ও অনিয়ম থেকে বিরত থাকবেন, স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করবেন। এ সকল চেতনাবোধের মাধ্যমেই স্বচ্ছতার সাথে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সদিচ্ছা, আন্তরিকতা এবং প্রতিশ্রুতি থাকলে এ কাজ অসাধ্য কিছু নয়। আত্মবিশ্লেষণ (Self-analysis) স্বচ্ছতা অর্জনের কার্যকর পদ্ধতি। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে এ ব্যবস্থা সর্বোত্তম। একজন আদর্শ ও যোগ্য শিক্ষক জানেন যে, জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাজের হিসাব চাওয়ার অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। অতএব, শিক্ষক সমাজ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য আত্মবিশ্বাস রাখুন ও প্রতিশ্রুতি পালন করুন, তবেই হবেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনকল্যাণ হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ফসল। যিনি পেশাগতভাবে দক্ষ তিনি তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদনে সক্ষম। এজন্য প্রয়োজন নীতিজ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানবান শিক্ষক নিয়োগ এবং সুস্থ মূল্যবোধের স্বচ্ছ লালন। মানসম্মত শিক্ষা ও শিখন অর্জনে শিক্ষককে অনেক বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষকের স্বচ্ছতা ও মূল্যবোধের লালন শিক্ষায় অসমতা ভাঙতে পারে এবং ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এটা অর্জনে আমাদেরকে যেতে হবে অনেক দূর, কাজ করতে হবে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হয়ে। সেই বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এবং লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশায় আমরা নতুন আলোকিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন দেখি।

লেখিকা : অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

জীবনের মূল্য

- ডাঃ কে এইচ এম নিয়ামুল রুহানী (সদস্য নং ৫৮০)

জীবনের মূল্য কত হতে পারে তা একেক জনের কাছে একেক রকম। তবে এটা আংশিক সঠিক। আপনি ইউনিক তাই আপনার জীবনের মূল্য অনেক, এক কথায় অসীম। তবে আমার কি মনে হয় জানেন ? আমার জীবনের মূল্য কোনো অংশেই আপনার থেকে কম নয়। যদিও জীবনের মূল্য মাপার কোনো প্যারামিটার নাই, কিন্তু নিজেকে মূল্যায়ন করার অনেক মাপকাঠি ঠিকই আছে। কিছু অংশ মাপকাঠির বাইরে থেকে মাপা গেলেও, অধিকাংশ কিন্তু আপনার কাছেই অন্তর্নিহিত। খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। অনেক পরিশ্রমের কাজ হলেও পুরো দায়িত্বটা কিন্তু আপনার নিজেরই। তবে তার জন্য প্রথমেই যা দরকার তা হলো ভালোবাসা। ভালো আপনি অনেককেই বাসেন, অন্যরাও আপনাকে ভালোবাসে, আপনি তা নিশ্চিত। কিন্তু নিজেকে কতটুকু ভালোবাসেন বলুন তো? বুকে হাত দিয়ে বলুন। একটা কথা আছে, "যা দেবেন অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে"। একটা গাড়ি গ্যাসে কিংবা তেলে চালানো যায়। তেলের মাঝে ভালো মন্দ আছে। অকটেন পেট্রোল থেকে বেশি দাম, যদিও বেশি, তাতে কী? যদি আপনার গাড়িটি অতি যত্নের হয়, তাহলে দামতো কোনো বিষয় না। জন্ম থেকেই নিজের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে গেছে কিছু বুঝার আগেই। লক্ষ্য করে দেখুন অকটেনে চালানো গাড়ির ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স কেমন? এক কথায় অসাধারণ। আপনার শরীরও কোনো বয়সে দারুণ পারফরম্যান্স করতে পারে যদি কিনা আজ থেকেই একটু যত্নশীল হওয়া যায়। যত্ন আর ভালোবাসা এ জীবনকে অতুলনীয় করে তোলে। পৃথিবীতে অনেক সেলিব্রেটি লিটার প্রতি তিন/চার হাজার টাকা দামের খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ পানি (ব্ল্যাক ওয়াটার) পান করেন। নিজের প্রতি নিজের গুরুত্ব ও ভালোবাসা ঠিক কতখানি থাকলে এত দামী পানি পান করে। তারা তো জানে জীবন একটাই, তাই তার প্রচুর প্রাণশক্তি চাই। তা অবশ্যই ভিতর থেকে আসা চাই। জ্ঞানীরা বলে থাকেন টাকা দিয়ে মিনারেল সমৃদ্ধ পানি পান করা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগের মাঝে অন্যতম। করোনার মাঝে আশেপাশের দেশে অনেককে দেখলাম, কতজনকে প্রাইভেট জেট ভাড়া করে দেশ ছেড়ে দুবাই গিয়ে উঠেছে জীবন বাঁচাতে। করোনা থেকে বাঁচতে জীবনের মূল্য কোন পর্যায়ের হলে এটাও সম্ভব! আর আমি মনে করি, এতে দোষের কিছু নেই, কেননা যার কাছে জীবনের মূল্য যেমন। ফিরে আসি আপনার কাছে, আপনার জীবনের মূল্য কত তা বের করার দায়িত্ব একান্ত আপনার। প্রতিদিন যত্নশীল হলেই আপনি শুধু মূল্যবান নন, মহামূল্যবান হয়ে উঠবেন আপনার নিজ ভুবনে। কেননা নিজের মতো নিজেকে কেউই ভালোবাসতে পারবো কোনো না কোনোদিন। অনেক কিছুর বিকল্প থাকলেও জীবনের কোনো বিকল্প কোনোভাবেই হতে পারে না। কেননা "জিন্দেগী না মিলেগি দোবারা"। হারানোর পরও অনেক কিছু হারানোর আছে, তা যেন জীবন থেকে হারিয়ে না যায় কোনো দিন। জীবনে অনেক সুযোগ দ্বিতীয় বার আসে না। জীবন যেন হারিয়ে না যায়। জীবন একবার চলে গেলে তা আর কোনো দিন ফিরে আসে না। আপনার জীবন সৃষ্টিকর্তার একটি সেরা উপহার, যার কোনো মূল্য হয় না। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেই কেবল মূল্য উপলব্ধি করা যায়। নিজেকে নিজে মূল্য দিতে সচেতন হওয়া জরুরি।

লেখক : মেডিকেল অফিসার, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা

নাক দিয়ে রক্তপাত

- **অধ্যাপক ডা. এম আলমগীর চৌধুরী** (সদস্য নং ৬১৮)

গত ৭ আগস্ট ২০০৮ তারিখ সকাল বেলায় উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নাক কান গলা বিভাগে টঙ্গী নিবাসী ৬ বছর বয়সী বালিকা টুম্পাকে একটি রক্তমাখা কাপড় দিয়ে নাক চেপে তার বাবা-মা হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কাছে আসলো। আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তার ডান নাক দিয়ে অবিরত রক্ত ঝরছে। রোগীর বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে আঘাতের কোনো ইতিহাস পেলাম না। হঠাৎ করেই তার নাক দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়। প্রথমে আমরা কয়েক মিনিট তার নাক চেপে ধরে দেখলাম যে এতে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। তখন আমরা রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলাম এবং তার দুই নাকে প্যাক দিলাম এবং সাথে কিছু ঔষধপত্র দিলাম এবং রোগীকে দু'দিন পর প্যাক খুলতে আসার উপদেশ দিলাম। নাক দিয়ে রক্তপাত একটি উপসর্গ। এটি কোনো রোগ নয়। নাক দিয়ে রক্তপাত না অথবা অন্য কোনো রোগের বহিঃপ্রকাশ।

নাক দিয়ে রক্তপাতের কারণঃ

১. শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে নাক দিয়ে রক্তপাত হওয়ার কারণ জানা যায় না।

২. জানা কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে -

* কোনো কারণে নাকে বা মাথায় আঘাত পেলে
* নাকে কোনো কিছু ঢুকে গেলে
* নাকে প্রদাহ বা ইনফেক্শন হলে
* নাকের ভিতর পলিপ হলে
* অনেক সময় নাকের হাড় বাঁকা থাকলে
* নাকে ফাংগাল ইনফেক্শন হলে
* নাকে টিউমার বা ক্যান্সার হলে
* সাইনাসের বিভিন্ন রোগের কারণে

৩. পরিবেশগত কারণ -

* শীতপ্রধান দেশে এবং এসি কক্ষে কারো কারো ক্ষেত্রে নাক শুকিয়ে গিয়ে নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে।

৪. বিভিন্ন সাধারণ রোগেও নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে যেমন -

* উচ্চ রক্তচাপ
* বিভিন্ন রক্তরোগ, যেমন- হিমোফিলিয়া, পারপুরা, লিউকেমিয়া, ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-কে স্বল্পতা, লিভারের কোনো কোনো রোগ।

৫. কিছু ঔষধের কারণেও নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে যেমন -

* এস্‌পিরিন বা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না এমন ঔষধ

৬. জন্মগত রোগেও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে।

নাক দিয়ে রক্তপাত যেকোনো বয়সে হতে পারে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের উচ্চ রক্তচাপ, টিউমার অথবা ক্যান্সার হলে নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে।

নাক দিয়ে রক্তপাত হওয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা:

প্রথমত রোগীকে এবং রোগীর পরিবারের সদস্যদের রোগ সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং ভালোভাবে নাক পরীক্ষা করতে হবে। নাক দিয়ে রক্তপাতের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে যেমন -

১. নাক বা সাইনাসের এক্স-রে

২. নাকের এন্ডোস্কপি

৩. রক্ত পরীক্ষা

৪. প্রয়োজনে সিটি স্ক্যান, এমআরআই এবং অন্যান্য পরীক্ষা

নাক দিয়ে রক্তপাত হলে কি করণীয়/চিকিৎসা:

প্রাথমিক পর্যায়ে বাসায় ১০ মিনিট ধরে নাক চেপে ধরলে সাধারণত নাকের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আইস্ ব্যাগ নাকের উপর দিয়ে রাখলে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও যদি রক্তপাত বন্ধ না হয়, তাহলে ভয় বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। রোগীকে অতিসত্ত্বর নিকটবর্তী কোনো হাসপাতালে অথবা নাক, কান, গলা, বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে কটারি বা নাকে প্যাক্ দেয়া। দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে নাকে প্যাক্ দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাকের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

সর্বোপরি নাক দিয়ে রক্তপাতের কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করে উক্ত রোগের সঠিক চিকিৎসা করতে হবে।

লেখক : নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ সার্জন, বিভাগীয় প্রধান, ইএনটি বিভাগ
আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

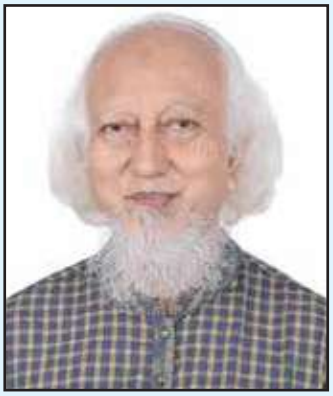

ক্রীড়াজনিত চোট (Sports Injury)

- **ডা. মঈন উদদীন আহমদ** (সদস্য নং ১৩)
জাতীয় ক্রীড়াবিদ

খেলাধুলা করতে যেয়ে শরীরে চোট পায়নি, এমন কোনো খেলোয়াড় নেই।

কখনও হঠাৎ করে চোট পায়, কখনও বা দীর্ঘদিন ধরে এই চোটে ভুগতে থাকে।

শরীরের বিভিন্ন অংশেই চোট পেয়ে থাকে।

ক্রীড়াবিদরা শরীরের যে সকল অঙ্গে চোট পায়, সেগুলি হচ্ছে-

(১) ত্বক (২) নখ (৩) মাংসপেশী

(৪) টেন্ডন (মাংসপেশীর শেষ প্রান্ত যা অস্থির সাথে যুক্ত রাখে, যেমন গোড়ালির পিছনের শক্ত রগ)

(৫) লিগামেন্ট (পাশাপাশি দুইটি অস্থিকে শক্তভাবে যুক্ত করে)

(৬) অস্থি (৭) অস্থিসন্ধি।

এ ছাড়া দূরপাল্লার দৌড়ে -
(৮) রক্তসংবহনতন্ত্র ও (৯) হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

প্রথমে ত্বকের চোট সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

সাধারণত পরিধেয় বস্ত্র/পোশাক/অন্তর্বাস, জুতা, মোজার সাথে ঘর্ষণ ও চাপে, দীর্ঘ সময় শরীর ঘর্মাক্ত ও ভেজা থাকা, তীব্র রোদ, কনকনে ঠান্ডা ও গরম আবহাওয়ার কারণে এ চোটগুলো হয়ে থাকে। পড়ে গিয়ে বা ধাক্কাধাক্কির কারণেও আহত হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে অনুশীলনের ফলেও চোটগ্রস্ত হতে পারে।

চোটগুলো হচ্ছে-

(১) ছিলে যাওয়া (abrasions)

(২) ঘর্ষণজনিত ক্ষত/ছিলে যাওয়া (chafing)

(৩) কালচে গোড়ালি (black heel/talon noir)

(৪) ফোস্কা (blister)

(৫) কড়া পড়া (calluses & corns)

(৬) আঁচিল (acne mechanica)

(৭) রোদে পোড়া (sunburn & sun-induced aging)

(৮) তুষারজনিত প্রদাহ, ঠান্ডায় জমে যাওয়া ও অসাড় অনুভূতি (frostnip & frostbite)

(৯) স্তনবৃন্তে প্রদাহ (Jogger’s nipples)

(১) ছিলে যাওয়া : ক্রীড়াবিদগণ প্রায়শই মাঠে, ট্র্যাকে বা সড়কে পড়ে গিয়ে বা অন্য খেলোয়াড়ের সাথে ধাক্কাধাক্কিতে আঘাত পেয়ে থাকে। এর ফলে, ত্বকের বাহিরের স্তর ইপিডার্মিসে আঁচড় (scratch /scrapes) পড়ে, ত্বক লালাভ দেখায় এবং অমসৃণ হয়। ত্বকের এরূপ অগভীর ক্ষতকে ছিলে যাওয়া বলে। এ ধরনের চোট থেকে হালকা রক্তপাত হতে পারে, তবে বেশ জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়।

আঘাত ত্বকের গভীরে বা মাংসপেশী ভেদ করে গেলে তাকে lacerations বলে। এর ফলে ক্ষতস্থানটি বেশ ফাঁক হয়ে যায় এবং প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে।

Abrasions

Lacerations

Band aid

Bandage

Suturing

চিকিৎসা :

* ছিলে যাওয়া জায়গা উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা উত্তম।
* খেয়াল রাখতে হবে যেন, কোনো প্রকার ধূলা, বালি, ময়লা, ঘাস ইত্যাদি লেগে না থাকে।
* প্রয়োজনে ক্ষতস্থান স্যালাইন পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।
* রক্তপাত হলে ক্ষতস্থানটি চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে। এর ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।
* ক্ষতস্থানে এন্টিব্যাকটেরিয়াল বা জীবাণুনাশক মলম লাগাতে হবে।
* ব্যান্ডেজ বা ব্যান্ড এইড দিয়ে ক্ষতস্থানটি আবৃত করতে হবে।
* Lacerations হলে সেলাই করতে হবে।

(২) ঘর্ষণজনিত ক্ষত/ছিলে যাওয়া (chafing) : ত্বকে ঘর্ষণজনিত ক্ষত বা ত্বক ছিলে যাওয়ার কারণে ক্রীড়াবিদ বিশেষত দীর্ঘক্ষণ একটানা দৌড়ের ফলে দূরপাল্লার দৌড়বিদদের দক্ষতা (performance) কমে যেতে পারে; কখনও প্রতিযোগিতা চলাকালীন অথবা অনুশীলনকালীন ত্বকে জ্বালাপোড়া বা ব্যথা অসহনীয় হলে আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত দৌড় বন্ধ করতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ সময় একটানা দৌড়ে ঘামে সিক্ত ত্বক বারংবার ঘর্ষণের ফলে ত্বকের বাহিরের স্তর ইপিডার্মিস ছিলে যায়, ভিতরের লালচে স্তর ডার্মিস উন্মুক্ত হওয়ায় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা হয়।

যে সকল স্থান ছিলে যায়: বগল (armpit), কুঁচকি (groin), উরু (thigh), বিশেষতঃ পুরুষদের স্তনাগ্র (nipple)।

ছিলে যাওয়া (chafing)

দুইভাবে ত্বক ছিলে যেতে পারে: (ক) ত্বকের সাথে ত্বকের ঘর্ষণে অথবা (খ) ত্বকের সাথে পরিধেয় বস্ত্রের ঘর্ষণে।

কারণ : স্থূল বা অতিরিক্ত মোটা বা পেশীবহুল শরীর, ভেজা বা গরম আবহাওয়া, ঢিলেঢালা পোশাক, বায়ুরোধী পোশাক ও সংবেদনশীল ত্বক।

চিকিৎসা:

(১) ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে।
(২) জ্বালাপোড়া উপশমের জন্য ঠান্ডা পানি বা বরফ প্রয়োগ করতে হবে।
(৩) ক্ষতস্থানটি ভালোভাবে শুষ্ক করতে হবে।
(৪) ক্ষতস্থানে ব্যথা প্রশমনের জন্য পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে।
(৫) পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত খেলাধুলা/অনুশীলন থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রতিরোধ:

* অতিরিক্ত আঁটোসাটো সিনথেটিক পোশাক পরিধান করা।
* তুলাজাত পোশাক পরিধান না করা। এ জাতীয় পোশাক ঘামে সিক্ত/আর্দ্র থাকে।
* উরুর উপরাংশে ৬ ইঞ্চি চওড়া Anti-chafing thigh band পরিধান করা।
* শরীরের যে স্থানসমূহে ছিলে যাওয়ার আশংকা থাকে, সে সকল স্থানে লোশন ব্যবহার করা।
* পুরুষ ক্রীড়াবিদের স্তনাগ্রে nip-guard ব্যবহার করা।
* দৌড় বা খেলার সময় আর্মব্যান্ড, ঘড়ি, বেল্ট পরিধান থেকে বিরত থাকা।
* পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা; এর ফলে ঘামের সাথে নির্গত লবণের ঘনত্ব কম থাকবে।
* দৌড়/খেলার পরপরই দ্রুত হালকা গরম পানি ও জীবাণুনাশক সাবান দ্বারা সারা শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

(৩) ফোস্কা (blister): ত্বকের দুটি স্তর (ইপিডার্মিস ও ডার্মিস)-এর মাঝে ফ্লুইড জমে ফুলে যায় ও ব্যথা হয়। আঁটোসাটো জুতা বা মোজা ছাড়া জুতা পরিধান করলে বারবার ঘষা খেয়ে ফোস্কা পড়ে। শরীরে কোনো কিছুর সাথে খোঁচা লেগে ত্বকের গভীরে রক্ত জমে (blood bilster) যেতে পারে। ফোস্কায় কখনও রোগজীবাণু সংক্রমণের ফলে পেকে পুঁজ হতে পারে। উক্ত জায়গায় তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় ও লাল হয়ে যায়।

চিকিৎসা: সাবান দিয়ে ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক মলম (এন্টিব্যাকটেরিয়াল অয়েন্টমেন্ট) লাগাতে হবে। এরপর, ব্যান্ডেজ বা গজ দিয়ে আবৃত করে দিতে হবে। পুঁজ দেখা গেলে ভালোভাবে পুঁজ পরিষ্কার করে দিতে হবে। এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেতে হবে।

প্রতিরোধ:

* যথাযথভাবে খাপ খায় এমন জুতা পরিধান করতে হবে।
* দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকলে শরীরে সানস্ক্রিন লাগাতে হবে।
* শীতপ্রধান এলাকায় আবহাওয়া উপযোগী পোশাক পরিধান করতে হবে।
* ঠান্ডায় শরীর জমে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে হালকা গরম পানি প্রয়োগ করে শরীর গরম করতে হবে।

* ফোস্কা ছিদ্র করবেন না। এর ফলে রোগজীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
* দৌড় ও ব্যায়ামের পরপরই গোসল করতে হবে কারণ ঘাম ফুসকুড়ি সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু বাসা বাঁধে।

(৪) কড়া পড়া (calluses & corns) : ত্বকে চাপ পড়ে এমন স্থান, বিশেষত পায়ের তলা, পায়ের আঙ্গুলের উপরিভাগ, গোড়ালির পিছনে দীর্ঘদিন চাপ বা ঘর্ষণের ফলে ত্বক অনেক পুরু ও শক্ত হয়ে যায়, ব্যথা হয়। এছাড়া, ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্যহানি হয়। ত্বক আর্দ্র রাখে এমন প্রসাধনী ব্যবহার এবং যথাযথ ও সঠিকভাবে খাপ খায় এমন আরামদায়ক জুতা ও মোজা পরিধান করতে হবে। হালকা গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে ত্বক নরম রাখতে হবে। washcloth, pumice stone বা emery board জাতীয় প্রসাধনী দিয়ে কড়া পড়া ত্বকের যত্ন নেওয়া যেতে পারে। ত্বক পাতলা রাখার জন্য লোশন ও ত্বক আর্দ্র রাখে এমন প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে।

(৫) মচকে যাওয়া (Sprain) ও টান লাগা (Strain): খেলতে গিয়ে কারো সাথে সংঘর্ষ না পেয়ে বা কিছুর সাথে ধাক্কা না খেয়েও হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা পেয়ে কোনো খেলোয়াড় পড়ে যেতে পারেন।

মাংসপেশী বা টেন্ডন আংশিক বা পুরোপুরি ছিঁড়ে গেলে বা প্রসারিত হলে এমনটি হতে পারে; একে টান লাগা (Strain) বা মাসল পুল বলে। আক্রান্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়।

পায়ের পিছনে রগ বা টেন্ডনের বেল্টে ব্যান্ডেজ

আবার, লিগামেন্ট আংশিক বা পুরাপুরি ছিড়ে গেলে বা প্রসারিত হলেও এমনটি হতে পারে; একে মচকে যাওয়া (Sprain) বলে।

উভয় ক্ষেত্রে ব্যথা হয় ও চোটগ্রস্ত স্থান ফুলে যায়, হাঁটাচলা বা নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়, এমনকি রক্তক্ষরণ হয়ে রক্ত জমে যেতে পারে।

কারণ : অসমতল স্থানে খেলতে গেলে, খেলার পূর্বে ওয়ার্ম-আপ না করলে, পরিমিত পরিমাণ পানি পান না করলে এ ধরণের চোটে পড়তে পারে।

চিকিৎসা : বিশ্রাম, সঙ্গে সঙ্গে বরফ লাগানো, চোট পাওয়া স্থানটি শক্ত করে চেপে রাখতে ব্যান্ডেজ করা। প্রয়োজনে ছিঁড়ে যাওয়া স্থানে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

(সংক্ষেপিত)

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু), বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

গৃহকর্মী

- ইঞ্জি. নাদিরা মুসতারি জুঁই

এবারের চরিত্রটি আমাদের সাথে ছিলো দশ বছরেরও বেশি সময়। হাসিনা। আমাদের বাসার হেল্পিং হ্যান্ড। আমরা ডাকতাম হাসিনা আপু। ময়মনসিংহ বাড়ি ছিল। আমাদের স্কুলে দিয়ে আসা-নিয়ে আসা, আমাদের সাথে সাথে থাকা, আম্মুকে রান্নায় সাহায্য করা - কত কাজ ছিল ওর! আব্বু মাঝে মাঝেই ওর টান দিয়ে বলা শব্দগুলোকে সঠিক উচ্চারণ করা শিখানোর চেষ্টা করতো, আব্বু দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া মাত্র ওর বলা কথা আবারো আগের টান ফিরে পেতো। হাসিনা আপুর সাথে আমাদের দুই বোনের অনেক স্মৃতি আছে। স্কুল থেকে ফেরার সময় এক টাকার বরইয়ের আচার কিনে দেওয়ার আবদার করতাম ওকে। আম্মু ওকে রিক্সাভাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে। ঠিক যেটুকু লাগে সেটুকু। সেখান থেকেও কি করে যেন রোজই এক টাকা বাঁচিয়ে ফেলতো আর আমরা ওই টক-মিষ্টি-ঝাল আচার খেতে খেতে বাসায় ফিরতাম। কিন্তু শর্ত ছিলো আম্মু যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। সেটা আমরা মানতামও অক্ষরে অক্ষরে।

একবার এক হকার আমাদের স্কুলের সামনে বসলো, তার ঝুড়িতে কাঁচা হলদে রঙের ছোটো ছোটো মুরগিছানা। এত আদুরে লাগছিলো দেখতে! বায়না ধরলাম কিনে দেওয়ার। কতক্ষণ জোরাজুরি করা লেগেছিলো। এরপর অবশ্য আমি ঠিকই ওইদিন একটা হলদে ছানার মালিক হয়েছিলাম। আমাদের বাসাটা তখনো পুরোপুরি তৈরি না। চারতলা পর্যন্ত কাজ হয়েছে ঠিকই কিন্তু দেয়াল দিয়ে ঘর ওঠানো হয়নি। তো, আমার হলদে ছানার জায়গা হলো সেই চারতলার এক ইউনিট। পুরোটা জুড়ে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। আধিপত্য মানে শুধুই হাঁটাহাঁটি বা দৌড়ে সীমাবদ্ধ না, সে পুরোটা ইউনিটকেই তার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করে রেখেছিল।

ছানাটার কপালে সুখ বেশিদিন টিকলো না। অনেক যত্নআত্তি করা লাগতো তাকে, আর দেখলাম যে সেটাকে আদর করতে আমি যতটা আগ্রহী, তাকে সময়মতো খাওয়াতে বা তার 'ইয়ে' পরিষ্কার করতে আমি ঠিক ততটাই অনাগ্রহী। ফলস্বরূপ সেটা কিছুটা বড় হওয়ার পর আম্মু একজনকে দিয়ে দিলো। পরে হাসিনা আপু বলেছিলো, যে নিয়েছে সে পেলেপুষে মোটাতাজা করে বিক্রি করে দিবে। এরপর যত হকার আমাদের বাসার কাছ দিয়ে সুর করে করে আওড়িয়ে গেছে - "অ্যাঁ মো-ও-ও-ও-রোগ নিবেন মো-ও-ও-ও-রোগ!" ততই আমার মানসপটে সেই ছোট্টো হলদে ছানার দুই পায়ের উপর ভরসা করে ইতিউতি দৌড়ানোর ছবি পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠেছে।

তো, হাসিনা আপুর কাছ থেকে আমি একটা অভ্যাস রপ্ত করেছি। ঝাল খাওয়া। ওর একটা নিজস্ব রেসিপি ছিল - মরিচ ভর্তা। মরিচ পুড়িয়ে প্রায় কালো বানিয়ে এরপর সরিষার তেল-পেঁয়াজ কুচি আর লবণ দিয়ে মেখে বানাতো। জিনিসটা যখন বানাতো, রান্নাঘরে ঢোকা দায় হয়ে যেতো। ভীষণ চোখ জ্বলতো! আমাদের জন্য বানালে সেটাকে 'মাইল্ড' ভার্সন করে দেওয়া লাগতো, নাহলে ওই জিনিস মুখে দিলে নির্ঘাত পরের এক সপ্তাহ মুখে আর কোন স্বাদ থাকত না।

যেহেতু বাসার রান্নায় হাসিনা আপুর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল, আমরা না চাইলেও হয়ে গেলাম 'ঝেলো বাঙালি'! কুষ্টিয়া থেকে ফুপিরা এসে খাবার মুখে দিয়েই হু-হা-হু-হা করতে করতে পানির জগ আর দুধের বাটির দিকে হাত

বাড়াতো। এদিকে আমরা চাকুমচাকুম শব্দ তুলে খেয়ে যাচ্ছি আর ভাবছি হাসিনা আপুর মরিচ ভর্তা যদি আজকের আয়োজনে রাখা হতো সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার হতো।

কোনো কোনো নাদের আলীরা সত্যি সত্যিই কথা রাখেন - তিন প্রহরের বিল দেখতে নিয়ে যান ঠিকই। এই নাদের আলীরা আমাদের কোনো না কোনো অভ্যাস, কোনো না কোনো জীবনবোধে কি অদ্ভুতভাবে মিশে আছেন! কোনো প্রত্যাশা থেকে না, কিন্তু একটা প্রচণ্ড অধিকার নিয়ে তারা বিরাজ করছেন আমাদের চিন্তাধারার কোনো এক বাঁকে!

লেখিকা : রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর
এবং ডা. মঈন উদদীন আহমদ (সদস্য নং ১৩)-এর কন্যা

মুক্তিযুদ্ধ : স্মৃতিকথা

- ড. মির শাহ আলম (সদস্য নং ৬১৪)

দেশের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন সীমান্তবর্তী আখাউড়া উপজেলাস্থ বাংলাদেশের বৃহৎ রেলওয়ে জংশনের কারণেই ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে আমি ১৯৬৮ সাল থেকে পড়াশোনা করেছি। ১৯৭১ সালে আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মির মনসুর আহমেদ তৎকালীন পাকিস্তান রেলওয়েতে প্রকৌশল বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭১ সালের ২৩ ও ২৪শে মার্চ তিনি সিলেট, কুলাউড়া ও শায়েস্তাগঞ্জ এলাকায় সরকারি কাজে অবস্থান করছিলেন। ২৫শে মার্চ দেশে ক্র্যাকডাউন হয়ে যায়। ২৪শে মার্চ তিনি আখাউড়ার উদ্দেশ্যে পদব্রজে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে রওয়ানা হন। ২৫শে মার্চ দুপুর নাগাদ আখাউড়া নিজ বাসভবনে পৌঁছেন, ঐ রাতেই ইপিআর রেলওয়ের কলোনির উপরে বোমা বর্ষণ করে। আখাউড়া-তে ২৫শে মার্চ রাতে ইপিআর-এর গোলাগুলিতে প্রচুর লোক হতাহত হয়; কলোনিরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এলাকার লোকজন বিশেষ করে সাধারণ মানুষ, বালক, বৃদ্ধা, বণিতার মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন এবং এমন একটি ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল যে আমাদের আখাউড়া রেলওয়ে কর্মীরা অনেকেই ২৬শে মার্চে কলোনি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমার বাবা অন্যদের সাথে পরামর্শ করে আমাদেরকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমরা সবকিছু রেখে, একটি সুন্দর এবং সজ্জিত বাসা, দীর্ঘদিনের একটি আবাসস্থলের মায়া ছেড়ে শুধু এক কাপড়ে রওনা হই। আমি ছোটো থাকার কারণে বাবা আমাকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মা এক কাপড়ে ভারতে চলে যায় এবং ভারত যাওয়ার পথে আখাউড়া থেকে যে রাস্তাটি আমাদের অনুসরণ করতে হয় খরমপুর, দূর্গাপুর ওই রাস্তায় আমরা যাই। এ সময়টি ছিল অত্যন্ত বিভীষিকাময়, ছিল খুবই হৃদয়বিদারক, ছিল খুবই কষ্টকর এবং একটি অজানা উদ্দেশ্যে আমরা রওনা করেছিলাম। ২৬শে মার্চ বাবা পরিবারসহ খরমপুর, আজমপুর, দূর্গাপুর হয়ে ভারতের সীমান্তবর্তী আখাউড়া থেকে গ্রামে চলে আসেন। আমাদের ভারতে যাওয়ার পর প্রথম শরণার্থী শিবির হিসেবে নির্ধারিত হয় নরসিংহপুর পলিটেকনিক্যাল কলেজ এবং নরিংগড় কলেজ; যেখানে আমাদের বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছে। এই ক্যাম্পে আমরা থাকা অবস্থায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই ক্যাম্পটি সফর করেন এবং আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি লাইনের মধ্যে সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়ানো ছিলাম, আমাকে তিনি কোলে উঠিয়ে নেন এবং আদর করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের এই ক্যাম্প পরিদর্শন করে বিদায় নেন। নরসিংহপুরের এই ক্যাম্পের সবচেয়ে স্মৃতিময় মুহূর্ত ছিল এইটি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্প সফর করেছেন। ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের থাকা এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং যতদিন আমরা এই ক্যাম্পে ছিলাম ততদিন আমাদের কোনো বিষয়েই কোনো চিন্তা করতে হয়নি, আর বাবা আমাদেরকে মূলত এখানে রেখেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে অনেকের সাথে আমাকে ও মাকে উলঙ্গনগর শরণার্থী ক্যাম্পে স্থানান্তর করেন। এখানেই নয়টি মাস আমাদের অবস্থান। উলঙ্গনগর ক্যাম্প আমাদের জন্য ছিল খুব বিভীষিকাময়। এটা গ্রামের মধ্যে ছিল। সম্ভবত ভারত সরকারের এটা কোনো ছোটো একটা প্রাইমারি জাতীয় স্কুল বা এই জাতীয় কিছু; পাশে খালি মাঠে আমাদেরকে তাঁবু গেড়ে প্রথমে থাকতে হয়েছে। তারপর ছন এবং বিভিন্ন রকমের ঘর বানানোর জিনিসপত্র দিয়ে ছোটো চালাঘর বানিয়ে আমাদের থাকতে হয়েছিল এবং ওইখানে থাকা অবস্থায় আমরা একটি ঈদও উদ্‌যাপন করেছি। ওইখানে থাকা অবস্থায় অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনাও ঘটেছে এবং উপর থেকে প্রায় এয়ার রেইড এবং বর্ডারের খুব কাছে হওয়ার কারণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গোলাগুলির শব্দ এবং উপর দিয়ে মর্টারশেলগুলো যেত -

এইগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচিত হয়। একদিন রাতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে আমাদের এই ক্যাম্পের অনেকেই মারা যায় এবং আমাদের পাশের বাংকারে যারা ছিল ওই রাতে একসাথে তারাও মারা যায়। অক্টোবর ১৯৭১, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এয়ার রেইড এবং এলোপাথাড়ি গোলাগুলিতে উলঙ্গনগর ক্যাম্পের অনেক শরণার্থী মারা যান এবং আমার পায়ে শেলের কণার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হই। ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করলেও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার জন্য আমার মায়ের গলার হার বিক্রি করে ফেলতে হয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধকালীন আমরা শরণার্থী শিবিরে থাকলেও ভারতীয় সরকার আমাদের সকলকে পর্যাপ্ত খাওয়া দাওয়া, প্রয়োজনীয় আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিসেনারা দেশ স্বাধীন করেন, যাতে ভারতীয় সেনাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। তারপরও আমাদের পরিবারের তৃপ্তির বিষয় হলো ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের সম্পূর্ণ পরিবার লাল সবুজের পতাকা সংবলিত স্বাধীন দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই আমি যেমন মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলাম, ঠিক তেমনি সামাজিকতায়ও ছিলাম ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন। প্রায়ই সতীর্থ, সিনিয়র কিংবা জুনিয়রদের বাসায় গিয়ে আড্ডায় মেতে উঠাসহ খাবার দাবারের আয়োজন করাসহ স্কুলে স্কাউটিং-এ ছিল আমার নজরকাড়া পারফরমেন্স। ফলে আমার নেতৃত্বে তখন স্কাউটদের পারফরমেন্স ছিল অনেক উচ্চ মাত্রায়। আখাউড়া অঞ্চলে বিভিন্ন মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায়ও দক্ষ খেলোয়াড়ের ভূমিকায় আমাকে অনেকেই দেখেছে। একজন ভালো ছাত্র হিসেবে স্কাউটার ছাড়াও আমি ছিলাম স্কুলে ও মাঠে দুই জায়গায় ক্যাপ্টেন। আখাউড়া উপজেলাস্থ আজমপুর ও দেবগ্রাম মাঠে বিশেষ করে ইন্টার স্কুল খেলাগুলিতে আমার নেতৃত্ব ছিল সুস্পষ্ট, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ঝাঁপ জাতীয় ইভেন্টে এর সফলতা ছিল ঈর্ষণীয়। বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি মহৎ গুণের জন্য তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল হাসেম সততার জন্য আমাকে শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরষ্কারে ভূষিত করেছিলেন। পৈত্রিকভাবে আমি চমৎকার আর্থিক স্বচ্ছলতায় থাকলেও পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি শিক্ষা জীবনেই ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বিতরণ করে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হই। আমার হাতে গড়া অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে ৮ম বিসিএস কৃষি ক্যাডারে উত্তীর্ণ হই। পুনরায় ৯ম বিসিএস তথ্য ক্যাডারে উত্তীর্ণ হই। পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মুনসুর আহমেদ ১৯৩৯ সালে এন্ট্রান্স পাস করে ভারতের ২৪ পরগনার বাটানগরে চাকুরী নিয়ে চলে যান। ব্রিটিশ আমলের সেই সময়টাতেই প্রখ্যাত মির বংশের ছেলে বিয়ে করেন-তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার শাহারাস্তি থানার মিয়া বাড়ির সৈয়দ পরিবারের সেতারা বেগমকে। আমার দেখা অত্যন্ত সুন্দরী, শিক্ষিত, মার্জিত, বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তাঁরা ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের রায়টে তিনি খুব ভালো এ চাকুরীটিতে বহাল থাকতে পারেননি। ফলে ভারত ছেড়ে চলে আসতে হয় খালি হাতে। ১৯৫২ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে যোগ দেন এবং সিলেট অঞ্চলে চাকুরী করেন। এরই মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি চাকুরী করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত একটানা আখাউড়া তিনি চাকুরী করেন। এ সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আমি এ সময়টাতেই আখাউড়া রেলওয়ে হাই স্কুল ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াশোনা করি।

রণাঙ্গনের মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করি। নিজে আহত হয়েও দেশের স্বাধীনতা অর্জন আমার সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে। ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতিতে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা এবং লাল সবুজের পতাকা সমুন্নত হলেই আমি সব চেয়ে বেশি তৃপ্তি পাই।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

স্বাধীনতা রক্ষায় সুশাসন অনিবার্য

- বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন (সদস্য নং-১০৪)

হাজার বছর ধরে
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম
কত মাঝি কত মাল্লা!
দিয়েছেন জীবন দান
ইতিহাসের হালখাতা রয়েছে এখনো অপূর্ণ।

এলো মুঘল বাবর, হুমায়ুন
আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গ
এর পর এলো ইংরেজ বেনিয়া
কত সুচতুরভাবে তৈরি হলো
মীরজাফর, ঘসেটি বেগম দুরাচার
ছিনিয়ে নিলো স্বাধীনতা
হত্যা করে সিরাজউদ্দৌলা
এবং লুটে নেয় বাঙলার সিংহাসন।
অগ্নিঝরা সাহসী বাঙালি
রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়
কারণ ধমনীতে মীরজাফর।

কিন্তু স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ
ইতিহাস তার সাক্ষী রয়।
যেখানে শুনি নাম যাঁদের
তাঁরা সবাই বীর সেনানী
ঈশা খাঁ, তিতুমীর, সূর্যসেন
ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, সুভাষ,
হাজী শরীয়াতুল্লাহ অনন্য
যাঁরা এক একটা ইতিহাস।
ইতিহাসের আরো কত কী!
শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী
ভাষানী, কবি নজরুল।
আছে বাহান্নর একুশ।
আছে শহীদ মনুমিয়া, আসাদ
যাঁদের রক্তে স্বাধীনতার গান।
আছে অকুণ্ঠ সমর্থন স্মরনীয় যাঁরা ;
প্রবাসে মাহমুদ আলী, হোসেন আলী,
বিশ্ব বরেণ্য স্থপতি ড. এফ আর খান।
আছে শহীদ সাত বীরশ্রেষ্ঠ
আছে তিরিশ লক্ষ শহীদ
আছে অগণিত মা বোনের ইজ্জত।

আছে রক্তে গড়া তাঁর প্রিয়জনের
রক্ত-ঋণের এই বাংলাদেশ।
শ্বাশত সংগ্রামের অবিসংবাদিত
কিংবদন্তী বাঙালি শেখ মুজিব।
বিশ্ব তখনো মনে করতো
এই দেশের নাম শেখ মুজিব।
বাঙালির শোণিত ধারার আবরণে
এই বাংলাদেশে শেখ মুজিব
খোদার বড় দান...

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে
সংগ্রামে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ
একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে জীবন্ত
শহীদ শেখ মুজিবের অবদান।
সাথে যাঁরা ছিলেন সিপাহসালার
ছিলেন অস্ত্র হাতে বীর মুক্তিযোদ্ধা
ছিলেন প্রবাসে আরো বীরসেনানী।
প্রবাসে বাঙালি অবাঙালি সুজন
খোদ যুক্তরাষ্ট্রে এ এইচ মাহমুদ আলী,
অনন্য ড. এফ আর খান
যিনি বিশ্ব বরেণ্য স্থপতি।
ছিল দেশের মানুষের অসীম ত্যাগ।
আমাদের এই স্বাধীনতা তাই
সকল কিছুর সেরা সৃষ্টি
এই পতাকা শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
এই পতাকার মর্যাদা
আজ যাঁরা বহন করছেন
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অন্যতম
রক্তে গড়া স্বাধীনতার মর্যাদা
এই 'লাল সবুজ পতাকা'।
এর সুমহান মর্যাদা রাখতে
সর্বক্ষেত্রে চাই সর্বোচ্চ সুশাসন।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত কর কমিশনার এবং নির্বাহী সদস্য, উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

Bangladesh's honoring the indomitable spirit and historic leadership that led to the nation's liberation

- Saba Azima Mohsin

On this auspicious day, I, as a proud citizen of Bangladesh, stand amidst the echoes of history that resonate with the sacrifices of our valiant countrymen. The indomitable spirit of our people, coupled with the visionary leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, forged an unwavering commitment to freedom. In the annals of our liberation saga, the towering figure of Bangabandhu emerges as the beacon of hope, guiding our nation through the darkest hours. His resolute determination and impassioned rhetoric galvanized a collective spirit that transcended the barriers of fear and depression.

In this saga of liberation, the orchestration of events saw the strategic intervention of Indira Gandhi, the astute Prime Minister of India. The collaboration between our nations was not merely geo-political; it was a shared commitment to justice and humanity. The sacrifices made by our countrymen found resonance in the hearts of our Indian counterparts, as both nations aligned in a historic dance of solidarity.

The narrative of the Victory Day is etched in the lexicon of courage, where the symphony of sacrifice and resilience echoes through the corridors of time. As we commemorate this day, let us not only celebrate this triumph but also honor the legacy of those who paid the ultimate price for the birth of our sovereign Bangladesh.

Writer : A student of first year, Higher Secondary Level, Rajuk College
Daughter of Md. Mohsin (Membership no-116), Joint Secretary, and Granddaughter of
Muamamd Nazrul Islam (Membership no-90), Former Secretary

ছবি কথা বলে

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা
মহান বিজয় দিবস-২০২২

নির্বাচন কমিশন

আলোচনা সভা
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩
আলোচনা সভা
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা
৯ম দাবা প্রতিযোগিতা-২০২৩ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা।

শুভ উদ্বোধন
ঝটপট রান্না প্রশিক্ষণ
আয়োজনে: মহিলা উপ-কমিটি
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাক

Free Eye Camp

Free Eye Camp
উত্তরা অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাম্পার তাম্বোলা

৮ম বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৪

SINGER

৮ম বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৪
জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

উত্তরা আফসাস ক্লাব, ঢাক
ম বার্ষিক সাধারণ

উত্তরা অফিসাস ক্লাব, ঢাকা
৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা

সভা

ক্লাব সদস্যদের ছবিসহ তালিকা

০০১

আজীবন সদস্য

ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
সচিব (অবঃ)
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এস.ই.সি.
বাড়ি # ০২, রোড # ০৭/এ, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মরহুমা রোকেয়া রশীদ
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৯৩৫০
ই-মেইল ঃ haroonurrashid53@yahoo.com

০০২

বীর মুক্তিযোদ্ধা খান মোঃ বেলায়েত হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০৫, রোড # ১৪, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মারুফা আক্তার
মোবাঃ ০১৮১৯-৪১২৪৬৫
ই-মেইল ঃ khanmdbelayet@yahoo.com

০০৩

মাহ্‌মুদ আলী খান
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০৪, রোড # ৪, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজ মাহ্‌মুদ
মোবাঃ ০১৭৬১-৬১৬১৫১
ই-মেইল ঃ makhan.barha@gmail.com

০০৪

এম. এম. মোরশিদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অবঃ)
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
বাড়ি # ৫৬, রোড # ৮, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাসুদা মোরশিদ
মোবাঃ ০১৭৩০-০৭৭৮১৫

০০৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৮৬, রোড # ০১, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সেলিনা বেগম
মোবাঃ ০১৫৫২-৩১১৪২৩

০০৬

মোঃ এ. মালেক আখন্দ
চেয়ারম্যান (অবঃ)
টিএন্ডটি বোর্ড
বাড়ি # ৩৫, রোড # ১৯, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. নাসিম আরা
মোবাঃ ০১৭১৩-০০১৭৭৩

০০৭

একেএম বদরুল মজিদ
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২৯, রোড # ০৪, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আতিয়া বদরুল
মোবাঃ ০১৭১১-১১৪৭৭৩
ই-মেইল ঃ badrul1961@yahoo.com

০০৮

ইঞ্জি. জি. ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২২, রোড # ০১, রানাভোলা, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস ফারজানা মমতাজ
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১০৮২
ই-মেইল ঃ f.ahmed.chowdhury@gmail.com

০০৯

মোঃ আবদুল লতিফ
যুগ্ম সচিব (অবঃ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
জয়নগর সরকারি অফিসার্স অ্যাপার্টমেন্ট
ভবন # ০১, ফ্ল্যাট # ১০/ই, ব্লক # ডি, রোড # ০২
মিরপুর-১৫, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মোছাঃ হালিমা খাতুন
মোবাঃ ০১৭১১-১৬২২৮২

০১০

আজীবন সদস্য

সুলতানা আহমেদ
কর কমিশনার (অবঃ)
বাড়ি # ১১, রোড # ১৩, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৫৮৮৫
ই-মেইল ঃ sultana10tax@gmail.com

০১১

মোঃ আলমগীর হোসেন
কর কমিশনার (অবঃ)
বাড়ি # ৮, রোড # ৪, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাদিয়া বিনতে আমিন
মোবাঃ ০১৭১৫১১৭৫৫৫
ই-মেইল ঃ alamgir.hossain62@gmail.com

০১২

আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২০, রোড # ০৭, সেক্টর # ১৭ এইচ, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তাহমিনা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১২-০৮৭৭৭৪, ০১৭৩০-৩৩৫০২২
ই-মেইল ঃ atmzakir1960@gmail.com

০১৩

ডা. মঈন উদদীন আহমদ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু) (অবঃ)
বাড়ি # ১৭, রোড # ০৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ চাঁদ সুলতানা
মোবাঃ ০১৭২০-১৬৯০৩৭
ই-মেইল ঃ eyedrmoin@yahoo.com
eyedrmoin@gmail.com

০১৪

মোতাহের হোসেন
কর কমিশনার (অবঃ)
কর অঞ্চল, চট্টগ্রাম
বাড়ি # ৪০, রোড # ০৭, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নুরুন্নাহার পারভীন
মোবাঃ ০১৭১৩-০৩২৬২৫
ই-মেইলঃ m10tax@yahoo.com

০১৫

মোঃ মজিবুর রহমান

পরিচালক (অবঃ)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ০৮, রোড # ১৪, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রোকেয়া রহমান
ফোন ঃ ৮৯১৭৯৩২

০১৬

মোঃ নাসিম

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪৯, ঈশা খাঁ এভিনিউ, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহমুদা নাসিম
মোবাঃ ০১৭১৬-৪৪৪৯৯০

০১৭

মোঃ ফাহিমুল ইসলাম

যুগ্ম সচিব (লিয়েন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট # এ/৬,বাড়ি # ১৫, রোড # ০৪, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. তাহমিনা হোসেন (সদস্য-১৩২)
মোবাঃ ০১৭৩৩-৯৭২০৯৩
ই-মেইল ঃ fahimul.islam@gmail.com

০১৮

নার্গিস আক্তার

উপ পরিচালক (অবঃ)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
বাড়ি # ৮, রোড # ১৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ এম. এম. ইউনুস
মোবাঃ ০১৭১১-১০৪৭১০
ই-মেইল ঃ nargis_yussouf@yahoo.com

০১৯

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস

সিনিয়র সহকারী সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২০, কলেজ রোড, দক্ষিণখান, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নুরুন্নাহার
মোবাঃ ০১৯৩৪-৯৯৩৫৮১

০২০

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম

আই. জি. পুলিশ (অবঃ)
বাড়ি # ০৮, রোড # ১৫, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শামীন ইসলাম
মোবাঃ ০১৭২৭-৫৭৮৬৯৭

০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহ্‌মুদ হোসেন আলমগীর

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
সাবেক মহা পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ফ্ল্যাট-এবি-৩, বাড়ি # ৪২, রোড # ১২, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেবেকা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১১-৩৯৭০২০
ই-মেইলঃ mahmood.alamgir@yahoo.com

০২৩

তাহ্‌মিদ হাসনাত খান

অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল)
বাড়ি # ১৮, রোড # ১৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ওয়াহিদা হামিদ
মোবাঃ ০১৭২০-১১১১০১
ই-মেইলঃ ঃ ahmid65@yahoo.com

০২৪

মোঃ তৌহিদ হাসনাত খান

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৮, রোড # ১৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেহনুমা আহমেদ
মোবাঃ ০১৯৭১-১১১০০০
ই-মেইল ঃ towhid_1964@yahoo.com

০২৫

ওয়াহিদা হামিদ

যুগ্ম সচিব
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৮, রোড # ১৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ তাহমিদ হাসনাত খান
মোবাঃ ০১৭২০-১১১১০২

০২৬

অধ্যাপক তাসলিমা বেগম

প্রাক্তন চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
বাড়ি # ৯১, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ বিশ্বাস নূর মোহাম্মদ
মোবাঃ ০১৮১৪-৮৪৩৬৪৪
ই-মেইলঃ rita.taslima@yahoo.com

০২৭

দুলারী বেগম

সহকারী পরিচালক (অবঃ)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
বাড়ি # ৬৬, রোড # ১৭, সেক্টর # ১১, উত্তরা
মোবাঃ ০১৮১৭-৫২৩১৭৯

০২৮

গোলাম নবী

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৭, রোড # ১৯, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জিন্নাত আরা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৯৩৭২১
ই-মেইলঃ gholamnabi79@yahoo.com

০২৯

ড. মাহ্‌বুবুর রহমান

সদস্য (অবঃ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ৪০, রোড # ১৯, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আনজুমান আরা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৫-৫৫১৪৮৮
ই-মেইলঃ mahbub.azad@live.com

০৩০

বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. সাঈদ উর রহমান
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৮৫, রোড # ১৯, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শিরিন রহমান
মোবাঃ ০১৭৪৭-২২৯০৯৭
ই-মেইলঃ rahmansayeed@yahoo.com

০৩১

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান আহমেদ তালুকদার
মহাপরিচালক (অবঃ)
বাংলাদেশ রেলওয়ে
বাড়ি # ১০৪, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আমেনা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৩-২০৫৫৬৬
ই-মেইলঃ satalukder1949@gmail.com

০৩৩

ইঞ্জি. মোঃ আফজাল
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ)
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাড়ি # ২০, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসিমা বেগম
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৭৫৫৮
ই-মেইলঃ afzalmdbuet@gmail.com

০৩৪

ড. এ. কে. এম. মতিউর রহমান
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন
বাড়ি # ৩৯, রোড # ১০/বি, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রওনক তাহমিনা
মোবাঃ ০১৫৫২-৩০০৪৬৮
ই-মেইলঃ matiur1968@yahoo.com

০৩৫

রওনক তাহমিনা
মহাব্যবস্থাপক, বিটিসিএল
বাড়ি # ৩৯, রোড # ১০/বি, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্বামী ঃ ড. এ. কে. এম. মতিউর রহমান
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১৩৯০
ই-মেইলঃ rownak_tahmina@yahoo.com

০৩৬

প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ
অধ্যক্ষ (অবঃ)
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা
ফ্ল্যাট-সি/৪, বাড়ি # ৩৮, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ আনিসুর রহমান
মোবাঃ ০১৯১১-৩২২২৬৮
ই-মেইলঃ yasminahmedsmuct@gmail.com

আজীবন সদস্য

০৩৭

প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম
সদস্য (অবঃ)
ডেসা
বাড়ি # ১০, রোড # ০২/বি, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৪৫৭০
ই-মেইল ঃ shireen_1610@yahoo.com

০৩৮

বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. এ. হানিফ এনডিসি
ডি. আই. জি. পুলিশ (অবঃ)
বাড়ি # ০৩ (৩য় তলা), রোড # ১১, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রফেসর হাসনা জাহান
মোবাঃ ০১৭১১-৩২৬৮৯১
ই-মেইলঃ mahanifdhaka@gmail.com

০৪০

ড. মোঃ গোলাম সারওয়ার
বিভাগীয় প্রধান (অবঃ)
প্ল্যানিং কমিশন
ফ্ল্যাট-৩/সি, বাড়ি # ১০, রোড # ২০, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রাশিদা খান
মোবাঃ ০১৮২১-৪৪৩৭৪১
ই-মেইলঃ mgsarwar59@gmail.com

০৪১

এ. এম. জি. মাহমুদ চৌধুরী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৪৮, রোড # ১১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সোফিয়া মাহমুদ
মোবাঃ ০১৮১৭-৬১২১২৯
ই-মেইলঃ mahmudc45@gmail.com

০৪৩

বীর মুক্তিযোদ্ধা চৌধুরী সানাওর আলী (আলহাজ্ব)
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৫, রোড # ০৮, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ চৌধুরী শাহানা আলী
মোবাঃ ০১৭১১-৬০৩৬০৫
ই-মেইলঃ sanwar71@gmail.com

০৪৫

লোকমান হাকিম
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৮/এ, রোড # ০২/বি, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নিলুফার হাকিম
মোবাঃ ০১৫৫২-৪৩২১৩১

০৪৬

এম. এ. লুৎফুল মতিন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৪, রোড # ১৬, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জেড. কে. মতিন
মোবাঃ ০১৬৮০-০৯৯৫৭৮

০৪৭

এম. মোখলেছুর রহমান
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৪৫, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জাকিয়া রহমান
মোবাঃ ০১৭৩১-২৫৫৭৭০

০৪৮

সাহাবুদ্দিন আহমেদ
উপ প্রধান (অবঃ)
বাড়ি # ২৩, রোড # ৩১, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহমিদা আহমেদ
মোবাঃ ০১১৯৯-০০২৭৭৩

০৫২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরিদুল আলম
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
বাড়ি # ৭১, রোড # ১৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা বেগম
মোবাঃ ০১৬২৬০০৪৫৩৬

০৫৩

এ. জেড. এম. শামসুল হুদা
উপ প্রধান (অবঃ)
বন সংরক্ষক
বাড়ি # ৪৭, রোড # ০৫, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ দিল আফরোজ হুদা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৮৩৩৮
ই-মেইলঃ azmshuda@yahoo.com

০৫৪

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
রেক্টর
বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট
বাড়ি # ৫৪, রোড # ০১, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহিদা ফাসরিন রিমা
মোবাঃ ০১৬১১-৮৩৫৬১২
ই-মেইলঃ mohammad_alauddin4124@yahoo.com

০৫৫

আজীবন সদস্য
প্রফেসর ডা. সাব্বির আহমেদ খান
অধ্যক্ষ, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ০২, রোড # ১৫, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. শাহানা আকতার
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৩৪০৭
ই-মেইলঃ sabbir7154@yahoo.com

০৫৭

এম. এম. মুনসেফ আলী
সাবেক নির্বাচন কমিশনার
বাড়ি # ২২, রোড # ০২/এ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ তসলিম আরা বেগম
ফোনঃ ৮৯৫৭৬৬৬

০৫৮

ড. নাহিদ মনসুর
অধ্যাপক (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা
বাড়ি # ২২, রোড # ০২/এ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ ইফতেখার আলী
মোবাঃ ০১৭১৫-১০৬৭২৩
ই-মেইলঃ iftekar67@yahoo.com

০৫৯

মোঃ ইফতেখার আলী
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাড়ি # ২২, রোড # ০২/এ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. নাহিদ মনসুর
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৫৫২৬৯
ই-মেইলঃ sanwar71@gmail.com

০৬১

এস. এম. কামাল উদদীন হায়দার
সহযোগী অধ্যাপক
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা
বাড়ি # ২৯, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নুসরাত আফরোজ
মোবাঃ ০১৭১১-৪৭০৮৫৩
ই-মেইল ঃ smkhyder@gmail.com

০৬৩

মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস
সিনিয়র সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২০, কলেজ রোড, দক্ষিণখান, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আয়েসা সিদ্দিকী
মোবাঃ ০১৭১২-৮২৭৩৯৮

০৬৪

মোঃ আব্দুল আজিজ মিয়া
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (অবঃ)
বাড়ি # ২৯, রোড # ৩৫, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুফিয়া আজিজ
মোবাঃ ০১৭১৫-০৬০০৬৯

০৬৫

ডা. এম. এম. ফয়জুল কিবরিয়া
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (অবঃ)
এ.আর.আই., স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৭, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সামীমা মাহজাবীন
মোবাঃ ০১৭৫৯-০৪০৬৩৭
ই-মেইলঃ smfkibria@yahoo.com

০৬৬

হাসিব নবী (রানা)
উপ মহাব্যবস্থাপক
টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ
বাড়ি # ২৭, রোড # ১০, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারাহ ইসলাম
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫৫০৬৫
ই-মেইলঃ haseebnabirana@gmail.com

০৬৭

ডা. মোঃ নুরুন নবী
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৭, রোড # ১০, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. জাহান আরা নবী
মোবাঃ ০১৫৫২-৩১২৩৫৪
ই-মেইলঃ dr.nnabi@yahoo.com

০৬৮

ডা. জাহান আরা নবী
সিনিয়র মেডিকেল অফিসার (অবঃ)
বাড়ি # ২৭, রোড # ১০, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ ডা. মোঃ নুরুন নবী
মোবাঃ ০১৫৫৫-১৫১৭৫৬

০৬৯

প্রকৌশলী মোঃ আশরাফ উদ্দিন
মহাব্যবস্থাপক (অবঃ)
পেট্রোবাংলা
বাড়ি # ০২, রোড # ১০, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুরাইয়া বেগম
মোবাঃ ০১৭১৪-১১৭৫৪৯৪
ই-মেইলঃ thinktank_dhk@yahoo.com

০৭০

বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০৯, রোড # ১৫, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আফজালুন্নেসা
মোবাঃ ০১৭৮৫-৬৪৫৬৯৪

০৭১

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাখদুমা নার্গিস
প্রধান সমন্বয়ক (গ্রেড-১) (অবঃ)
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হেলথ কেয়ার
বাড়ি # ০৪, রোড # ১৪, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ ডা. সারওয়ার আলী
মোবাঃ ০১৭১৬-০১৭০৮৫
ই-মেইলঃ rchcib@gmail.com

০৭২

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য (অবঃ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ২২, রোড # ১৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ লতিফা খাতুন
মোবাঃ ০১৭১৫-৩৬৪৬৮০
ই-মেইলঃ razzaque.nbrbd@yahoo.com

০৭৩

সৈয়দ মুশতাক
সচিব (অবঃ)
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট-সি/৫, বাড়ি # ২৮/ডি, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফরিদা মৌমেনা
মোবাঃ ০১৭১৩-০৩৪৯৩৬
ই-মেইল ঃ mushtaq2809@gmail.com

০৭৪

প্রফেসর ডা. মোঃ ইকবাল আর্সলান
অধ্যাপক, প্রাণ রসায়ন বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি # ৩৬, রোড # ০৪, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রফেসর ইফফাত আরা
মোবাঃ ০১৭১৩-০০০৪৪১
ই-মেইলঃ iqbalarslam@yahoo.com

০৭৫

এ. এইচ. এম. নুরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব (অবঃ)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
বাড়ি # ৬৩, রোড # ১৯, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রওশন আরা বেগম
মোবাঃ ০১৭৩৪-৫৬৮৯৮৯
ই-মেইলঃ ahmnurulislam@yahoo.com

০৭৬

মোহাম্মদ ফজলে আহাদ কায়ছার
অতিরিক্ত কর কমিশনার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ৪, রোড # ৪, সেক্টর # ১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মৌসুমী রহমান
মোবাঃ ০১৭১১৫৭০৩৩২
ই-মেইল ঃ mafkaiser@gmail.com

০৭৭

এ. কে. এম. নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
কাস্টমস হাউজ, ঢাকা
বাড়ি # ৩২, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেজওয়ান রহমান বনানী
মোবাঃ ০১৭১১-৩৭০০৭৫
ই-মেইলঃ nurulhazad@yahoo.com

০৭৮

মোঃ জহিরুল কাইয়ূম
যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ
বাড়ি # ২৬/সি, রোড # ২০, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেবেকা কাইয়ূম
মোবাঃ ০১৮১৯-২৫৪০৯৯
ই-মেইলঃ m.j.quayum@gmail.com

০৮০

বেগম নুরে জান্নাত
সহকারী পরিচালক
থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নরসিংদী
ফ্ল্যাট-এ/৪, বাড়ি # ০৩, রোড # ১১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মিজানুর রহমান
মোবাঃ ০১৭১৩-০০৮৩৩৯

০৮১

মোছাম্মৎ শামিমা নার্গিস
সহযোগী অধ্যাপক (সমাজ কল্যাণ)
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর
বাড়ি # ২৫, রোড # ১১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মুজিবর রহমান
মোবাঃ ০১৯১১-৩৬৪৬৭৫
ই-মেইলঃ shamima_nargis@gmail.com

০৮২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিরুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৭/এ, ১৮ রোড # ৩/এ, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা রাজিয়া
মোবাঃ ০১৯১৫৮১৭৮৮৬

০৮৩

ড. শাহ আলম
উপসচিব
বাড়ি # ৫৬, রোড # ১৬, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মনোয়ারা নাসরীন
মোবাঃ ০১৭১৫-১৩৪৩৬৫
ই-মেইলঃ alams64@yahoo.com

০৮৪

আজীবন সদস্য
খান মোহাম্মদ বিলাল
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০৭, রোড # ০২/ই, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আরফিনা বিলাল
মোবাঃ ০১৭১৫-০১৭৯৫৪
ই-মেইলঃ km.bilal@yahoo.com

০৮৫

শাহেদ রহমান
কমিশনার (অবঃ)
কাস্টমস, এক্সাইজ এ্যান্ড ভ্যাট
সাজুকুঞ্জ, বাড়ি # ৩৩, রোড # ২৭, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মমতাজ রহমান
মোবাঃ ০১৯২৭-৪৮১৭২৯
ই-মেইলঃ shahedpoet@hotmail.com

০৮৬

এস. এম. হারুনার রশিদ
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৪, রোড # ১০, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রফেসর নার্গিস জাহান
মোবাঃ ০১৭৩০-০১৯৮৫০
ই-মেইলঃ rashid.harunsm@gmail.com

০৮৯

প্রকৌশলী মোঃ মনিরুজ্জামান খান
সদস্য (অবঃ)
বাড়ি # ৫৮, রোড # ১৮, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সৈয়দা জামান
মোবাঃ ০১৭১১-৮৫১১০৫
ই-মেইলঃ mzk8527@gmail.com

০৯০

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সচিব (অবঃ)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
এল. জি. আর. ডি. মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৯, রোড # ২০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শওকত আরা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৩-০১০৯০১
ই-মেইলঃ nazruluttara@hotmail.com

০৯৩

আবু নাছির আহমেদ
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৪, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজমী আরা
মোবাঃ ০১৭১৩-০০৬১৭১
ই-মেইলঃ ziad_5thjune@yahoo.com

০৯৫

ইঞ্জি. মোঃ ইউনুস আলী মোল্লা
সদস্য (অবঃ)
টি এন্ড টি বোর্ড
বাড়ি # ১৬, রোড # ০৫, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডেইজী ইউনুস
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬০০০৪
ই-মেইলঃ eunus@skylinkbd.com

০৯৬

ইঞ্জি. শাহীন আহমেদ (রবিন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া
বাড়ি # ৫১/ই, রোড # ১৩, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহিদা নাসরিন
মোবাঃ ০১৭১১-৩১৯৪৯১
ই-মেইলঃ shaheen_eed@yahoo.com

০৯৭

ইঞ্জি. জয়নাল আবেদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী (পি আর এল)
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাড়ি # ১২, রোড # ৩০, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুফিয়া আবেদীন
মোবাঃ ০১৭১৫-০৪৪৫৮২
ই-মেইলঃ engr.abedin@gmail.com

০৯৮

মাহবুবুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ), বেপজা
বাড়ি # ২৫, রোড # ০৪/এ
সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রোকেয়া বেগম
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৩৭৬২
ই-মেইলঃ mrahman05dhk@yahoo.com

০৯৯

রফিকুল ইসলাম
সচিব (অবঃ)
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট ২০১/এ, বাড়ি # ১১, রোড # ০১/এ, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সেলিনা জেসমিন
মোবাঃ ০১৭১৪-১১২৬৭৩
ই-মেইলঃ nafis_islam_swochho@yahoo.com

১০০

এ. কে. এম. আনোয়ার হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১০, রোড # ১৭, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুরাইয়া পারভীন
মোবাঃ ০১৭১১-২৬১৩৪৩
ই-মেইলঃ anwar1961@hotmail.com

১০১

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৩৯, রোড # ০৪, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মরহুমা খোরশেদ জাহান ইসমত আরা
মোবাঃ ০১৭২৬-৬৬৭২১১
ই-মেইলঃ majumder234@yahoo.com

১০৩

মোহাম্মদ আহ্‌সানুল জব্বার
মহাপরিচালক (গ্রেড-১) (অবঃ)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৬, রোড # ৮, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. তাহমিদা ইয়াসমিন
মোবাঃ ০১৭১৫-০৯৬৬২৮
ই-মেইলঃ jahsan_2000@yahoo.com

১০৪

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে বোরহান উদ্দিন
কর কমিশনার (অবঃ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ১৮, রোড # ০৪, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ উম্মে দিনার
মোবাঃ ০১৫৫২-২০০৬৯৮
ই-মেইলঃ akborhanuddin@yahoo.com

১০৬

মোঃ নুরুজ্জামান শরীফ
যুগ্ম সচিব, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট # এবি/৫, বাড়ী # ১১, রোড # ০১
ব্লক # ডি, নিকেতন, গুলশান # ০১, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজমুন নাহার
মোবাঃ ০১৭১৫-০৮৯৪৯৭
ই-মেইলঃ nzaman98@yahoo.com

১০৭

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস
অধ্যাপক (অবঃ)
রসায়ন বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর
বাড়ি # ০৫, রোড # ০৭, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাধবী দাশ
মোবাঃ ০১৭১৪-৪১২৬৪৮
ই-মেইলঃ nc_das@yahoo.com

১০৮

আব্দুল্লাহ আল শাফী
প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
গণপূর্ত অধিদপ্তর
বাড়ি # ০৮, রোড # ১৫, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নিশাত মাহমুদ
মোবাঃ ০১৮১৯-২০৬৬৪৪
ই-মেইলঃ alshafi51@gmail.com

১০৯

ডা. মোহাম্মদ শোয়েব চৌধুরী এমডি
সহকারী অধ্যাপক
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, বি.এস.এম.এম.ইউ
বাড়ি # ১৩, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সাবরিনা আজিজা খান চৌধুরী
মোবাঃ ০১৯১১-৩৪১৭২১
ই-মেইলঃ drshoaibchowdhury@gmail.com

১১১

মোঃ আবু সাদেক
উপ-কর কমিশনার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ফ্ল্যাট-৪/বি, বাড়ি # ৬/বি, রোড # ৭/বি
সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ দিবা ফারাহ হক
মোবাঃ ০১৭১৩-৪৪৪১১৪

১১২

আজীবন সদস্য
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
সচিব (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
বাড়ি # ২৬, রোড # ০৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ ড. মোঃ আজিজুল হক
মোবাঃ ০১৭৩১-৭০৯০৯০; ফোন ঃ ০২-৫৫০৯২৪০০
ই-মেইলঃ nomita.halder@gmail.com

১১৩

মোঃ মিজানুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২৪, রোড # ০৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজমা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১৪-২৭৩৭০৭
ই-মেইলঃ mizan4232@yahoo.com

১১৪

ইয়াসমিন ফেরদৌসী
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পি আর এল)
বাড়ি # ১০৪, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
মোবাঃ ০১৯১৩-৩৮৪৮৫০
ই-মেইলঃ ferdous14bina@gmail.com

১১৫

মোঃ শাহ্‌জাহান
মহাপরিচালক (অবঃ),ওয়ারপো
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাড়ি #২৯, রোড # ৬/এ, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৫-০৭৮৮৩৩
ই-মেইলঃ mshahjaman05@gmail.com

১১৬

আজীবন সদস্য
মোঃ মহসীন
যুগ্ম সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৯, রোড # ২০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সাজিলা ইসলাম সাজি
মোবাঃ ০১৭১২-৬৮১৫৩১
ই-মেইল ঃ mohsinmopa@gmail.com

১১৭

হাবিবুর রহমান
যুগ্ম সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাড়ি # ০৯, রোড # ২০/এ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রাবেয়া খানম
মোবাঃ ০১৭১১-৭০৫৯০৪
ই-মেইলঃ habibur09@gmail.com

১১৮

ফরহাদ আহাম্মদ খান
অতিরিক্ত সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
বাড়ি # বি-১৯/ডি-৭, উত্তরা সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার
সেক্টর # ৮, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সালমা লতা
মোবাঃ ০১৭১৫-০০০৭৪৯
ই-মেইলঃ forhadakecs2015@gmail.com

১২০

ডা. সৈয়দ মাহবুব আলম
মেডিকেল অফিসার
অফিসার্স হাসপাতাল
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ী # ১৯, রোড # ১১, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহিদা জেসমিন
মোবাঃ ০১৭১২-০৪৫৬৩১

১২১

প্রফেসর জসিম উদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক (অবঃ)
বাড়ি # ৪৩, রোড # ০৮, সেক্টর # ১২, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১৫-০৫৩৯৯২

১২২

মোঃ শাহাবুদ্দিন খান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ০৭, রোড # ০৩, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সামসুন্নাহার
মোবাঃ ০১৭১৩-৪৬১৭৩৬
ই-মেইলঃ mdskhan59@yahoo.com

১২৩

ডা. এ. কে. এম. আতাউর রহমান
উপ-পরিচালক (অবঃ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাড়ি # ০৩, রোড # ০৯, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. মোছাঃ দিল আফরোজা খানম
মোবাঃ ০১৭১৫-১৬৬২৯৯
ই-মেইলঃ ataurmary@gmail.com

১২৪

মোঃ রবিউল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক
বাড়ি # ১০০, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. বেগম মুনাওয়ারা খানম
মোবাঃ ০১৭০৫-৫৭৭৬৭৪

১২৫

আবদুল জলিল
সিনিয়র সহকারী সচিব (অবঃ)
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৬৮, রোড # ১৫, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাসুমা বেগম
মোবাঃ ০১৮১৮-৪৪১১০৮

১২৭

সুনিল কৃষ্ণ সাহা
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
বাড়ি # ৫৬, রোড # ৬/বি, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জয়ন্তী সাহা
মোবাঃ ০১৭১৭-০৭৩১১৪

১২৮

প্রফেসর মাহমুদা খাতুন
অধ্যক্ষ (অবঃ)
ভাষানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা
জয়নগর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, মিরপুর # ১৫, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ আতিকুর ইসলাম
মোবাঃ ০১৭১১-৪০৮৫১৮
ই-মেইল ঃ mahmuda.khatunju@gmail.com

১২৯

ফারজানা পারভীন
উপাধ্যক্ষ
টঙ্গী সরকারি কলেজ, গাজীপুর
বাড়ি # ১১, রোড # ৯, সেক্টর # ৩, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন তালুকদার
মোবাঃ ০১৭১৩-০০৪৮৬০
ই-মেইল ঃ fpervin1@gmail.com

১৩০

মোঃ রেজাউল করিম
যুগ্ম সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট-এ/১, বাড়ি # ১১, রোড # ১/এ, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রুনা রহমান
মোবাঃ ০১৫৫২-৪৪৫১১৮
ই-মেইল ঃ rezaul23462@gmail.com

১৩১

আজীবন সদস্য
অধ্যাপক ডাঃ জালাল আহমেদ
অধ্যক্ষ (অবঃ)
ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মহাখালী, ঢাকা
বাড়ি # ২৪, রোড # ১০, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সাহারা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৩-০১৭১৭২
ই-মেইল ঃ dr.jalalahmed123@gmail.com

১৩২

ডা. তাহমিনা হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, (গাইনি), ঢাকা মেডিকেল কলেজ
ফ্লাট # এ/৬,বাড়ি # ১৫, রোড # ০৪, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
মোবা ঃ ০১৭৩৩-৯৭২১৯৪
ই-মেইল ঃ hossain.tahmina@gmail.com

১৩৩

মোঃ সবুজ উদ্দিন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৫২, রোড # ২০, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহমুদা আক্তার
মোবাঃ ০১৭১১-১৫১১৯৭
ই-মেইল ঃ s.ukhan@yahoo.com

১৩৪

খায়রুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৩৮, রোড # ১১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহীন পারভীন শিমু
মোবাঃ ০১৭১১-৫৮৬৮৪৭

১৩৫

ইঞ্জি. জিয়াউদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৬, রোড # ৩/এ, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৫-১১১৩৬৭

১৩৬

ইঞ্জি. মোঃ লুৎফর রহমান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
টেলিফোন শিল্প সংস্থা
ফ্ল্যাট # ৫/এ, বাড়ি # ৫৯, রোড # ১৫, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সামসুন নাহার
মোবাঃ ০১৫৫২-৪৪৩৯৪৯
ই-মেইল ঃ lutfor.tss@gmail.com

১৩৭

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সিনিয়র সচিব (অবঃ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ফ্ল্যাট-ই-১, বাড়ি # ৩৮, রোড ২৬, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ গোলাম হাফিজ আহমেদ
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৮৫৮৪
ই-মেইল ঃ suraia123@yahoo.com

১৩৮

অধ্যাপক ডা. কাজি শফিকুর রহমান
অধ্যক্ষ (অবঃ), উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ১০১, রোড # ৮, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ কাজী রওশন আরা বেগম
মোবাঃ ০১৭১১-১৯৮৮৮৯

১৩৯

প্রফেসর ড. নাসরীন আক্তার আইভী
প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি # ৩৮, রোড # ১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ আবুল বাসার মজুমদার
মোবাঃ ০১৫৫২-৩২৮১০৯
ই-মেইল ঃ ivy.bsmrau@yahoo.com

১৪০

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ফ্ল্যাট-জে/৪, ইজেল ড্রীম, বাড়ি # ২২/এ
রোড # ২২/এ, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সিনথিয়া হক
মোবাঃ ০১৭১৮-৫৩২৯৭৬
ই-মেইল ঃ rezatax65@yahoo.com

১৪১

রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৩, রোড # ১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. রুমেনা ইয়াছমিন
মোবাঃ ০১৮১৯-৯৮৫৬৬০
ই-মেইলঃ rmdastagir@yahoo.com

১৪২

আবু সউদ আব্দুন নুর
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০১/বি, রোড # ০২, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হোসনে আরা নুর
মোবাঃ ০১৭৪২-২৭৮০০৩

১৪৩

মাহবুবা ফারজানা
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪০, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ নাজমুল আমিন মজুমদার
মোবাঃ ০১৭৩২-৩৩২০৭৪
ই-মেইলঃ mahbuba.farzana@gmail.com

১৪৫

ড. নাজমুল আমিন মজুমদার
সিনিয়র সহকারী সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪০, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহবুবা ফারজানা
মোবাঃ ০১৯২৯-৫৭৭৪৩৬
ই-মেইলঃ nazmul.amin@gmail.com

১৪৬

নাহিদা আমিন
মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা
উত্তরা, ঢাকা
ফ্ল্যাট-৬, বাড়ি # ১৮, রোড # ০১/এ, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ শহিদ-উল-আরেফিন
মোবাঃ ০১৭৫৬-৭০৫১৩৭
ই-মেইলঃ nahidadac@gmail.com

১৪৭

ডা. মোহাম্মদ আবুল খায়ের
সহযোগী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি), হৃদরোগ ও মেডিসিন বিষেশজ্ঞ
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
বাড়ি # ৪০, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাতেমা আমিন রুমি
মোবাঃ ০১৭১১-৫২৫৫৪৪
ই-মেইলঃ khair.cardio@yahoo.com
drkhairnicvd@gamil.com

১৪৮

মেহেদী হাসান
সহকারী কমিশনার
ফ্ল্যাট-২০২, ভবন #০১, পল্লী কানন আ/এ
সেক্টর # ৮, উত্তরা
মোবাঃ ০১৯১১-৭৩৩২৭১
ই-মেইলঃ mehedihasan1981@gmail.com

১৪৯

ডা. এ.বি.এম. জাহাঙ্গীর আলম
পরিচালক (অবঃ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৭, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মরহুমা রিজোয়ান নাসরিন
মোবাঃ ০১৯১২-২০১৫৭৯
ই-মেইলঃ abmjalam@gmail.com

১৫০

আমাতুল লতিফ
সিনিয়র সহকারী সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০১, রোড # ৭/এ, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ ইব্রাহীম
মোবাঃ ০১৭৪৭-৯৯৪৮৩০
ই-মেইলঃ amatullatif@yahoo.com

১৫১

গোলাম মোঃ ফারুক
গবেষণা কর্মকর্তা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৫/২২, বেইলী স্কয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স
বেইলী রোড, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কামরুন নাহার
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৭৩৩৫৭
ই-মেইলঃ gmfaruk@yahoo.com

১৫২

মোঃ আব্দুল হাই
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ি # ৪৩, রোড # ১৪, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ইভা শারমিন
মোবাঃ ০১৭৭০-১৬০১৬০
ই-মেইলঃ pstoministerpt@yahoo.com

১৫৩

আসমা নাসরিন
সিনিয়র সহকারী প্রধান
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট-৬/বি, বাড়ি # ৩৩, রোড # ০১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ এ.কিউ.এম. রকিব
মোবাঃ ০১৭১৫-১১৩১৩৭
ই-মেইলঃ nasrineco@yahoo.com

১৫৪

মহিউদ্দিন আহমেদ খান
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
ফ্ল্যাট-এবি-৫, বাড়ি # ১৪, রোড # ২৭, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহীন আরা
মোবাঃ ০১৮১৮-৩০১৯৯৮
ই-মেইলঃ mohiuddinkhan77@yahoo.com

১৫৫

ফাতেমা রহিম ভীনা
অতিরিক্ত সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট-এ/৪, বাড়ি # ৩৪, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ ড. এস.এম. রিজওয়ান উল আলম
মোবাঃ ০১৬৭৭-৩০৩০৫৮
ই-মেইলঃ frveena@gmail.com

১৫৬

সৈয়দ মিজানুর রহমান এনডিসি
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট-২/এ, বাড়ি # ১/বি, রোড # এ/.বি, সেক্টর#১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সৈয়দা তাসলিমা জাহান
মোবাঃ ০১৭৩২-০৯৮৩০৮
ই-মেইলঃ syed1963@gmail.com

১৫৭

ডা. মোঃ হারেছ আহমেদ
কমিউনিটি স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
এল.জি.ই.ডি. প্রধান শাখা, ঢাকা
বাড়ি # ১১২, রোড # ১৫, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হাসনেয়ারা বেগম
মোবাঃ ০১৭১১-৩৯২৪৮২
ই-মেইলঃ brhares.ahmad@gmail.com

১৬০

ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাড়ি # ০২, রোড # ২৭, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. রুমানা আলীম
মোবাঃ ০১৭১০-৯৫৭২২৯
ই-মেইলঃ sarwarbari@yahoo.com

১৬২

এম. আবদুল লতিফ মন্ডল
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৪৩, গরীব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর #১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নূর হাসনা লতিফ
মোবাঃ ০১৭৪১-৩৩০৯৫৮
ই-মেইলঃ latifm43@gmail.com

১৬৩

খন্দকার শহীদুল ইসলাম
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০২/এ, রোড # ০২/বি, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নায়ার সুলতানা
মোবাঃ ০১৬৭৮-০০৪৭১০

১৬৪

মোহাম্মদ তাহের
উপ মহাপরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ বেতার
বাড়ি # ৬৬, রোড # ১১, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আইভী তাহের
মোবাঃ ০১৭১৫-০৬৪১৮৩

১৬৫

মোঃ আব্দুস সাত্তার
পরিচালক (অবঃ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাড়ি # ২৭, রোড # ১১, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা রাজিয়া
মোবাঃ ০১৯৩৭-১১৩৬০৬

১৬৬

ড. এফ.এম. মনিরুজ্জামান
যুগ্ম প্রধান (অবঃ)
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট-ই-২, বাড়ি # ১২, রোড # ২৫
সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মেহেরুন্নেসা জামান
মোবাঃ ০১৭১৫-০৩৮০৫৪
ই-মেইল ঃ zaman.1941@yahoo.com

১৬৭

এ.এম. বদরুল হাসান
সদস্য (অবঃ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ৪৪, রোড # ০৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সায়মা হাসান
মোবাঃ ০১৬৭৮-১৭৪৪৩৩

১৬৮

ইঞ্জি. এম.এ. মান্নান
ম্যানেজিং ডিরেক্টর (অবঃ)
তিতাস গ্যাস টি এ্যান্ড ডি লিঃ
বাড়ি # ১১, রোড # ০৩, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফরিদা মান্নান রিনি
মোবাঃ ০১৭১৪-০৩২৫১৭

১৬৯

মোঃ নাজমুল হাসান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
বাড়ি # ১১, রোড # ৫/ডি, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফওজিয়া ফেরদৌসী
মোবাঃ ০১৭১১-৯৭৮১৯২
ই-মেইলঃ najmulfowzia@gmail.com

১৭০

এম. হাফিজ উদ্দিন খান
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ (অবঃ)
বাড়ি # ২/সি, রোড # ০৮, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রাজিয়া হাফিজ
মোবাঃ ০১৭১৩-০০২১১১

১৭১

অধ্যাপক মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক
উপ-প্রকল্প পরিচালক
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৮৬, রোড # ১৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাকিলা মুর্শেদ
মোবাঃ ০১৭১২-১২৬২৯৫
ই-মেইলঃ nzmallick@yahoo.com

১৭৩

মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
টি এন্ড টি বোর্ড
বাড়ি # ০৯, রোড # ১১, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মায়া বেগম
মোবাঃ ০১৫৫২-৩১৮৪১৯

১৭৪

ডা. মোঃ আমিনুল কাদের মির্জা
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, এনেসথেসিওলজী
আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ধানমন্ডি
ফ্ল্যাট-এ/৪, বাড়ি # ৩১, রোড # ৭/ডি, সেক্টর # ৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আবিদা শারমিন
মোবাঃ ০১৯১৪-৩৩২৬৮১
ই-মেইলঃ ronorunamk@gmail.com

১৭৫

মোঃ আনসার আলী খান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বি-৪, ই-৫, সুরভী, ইস্কাটন, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সুরাইয়া খানম
মোবাঃ ০১৭১১-৯৪৭৮৭৪
ই-মেইলঃ khanuhi@gmail.com

১৭৬

মোহাম্মদ নূরুল হক
জেলা ও দায়রা জজ (অবঃ)
খুলনা জজ কোর্ট
ফ্ল্যাট-২/এ, বাড়ি # ১১১/এ, লেক ড্রাইভ রোড
সেক্টর# ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ বেগম হাসিনা বানু
মোবাঃ ০১৫৫৩-৩৫৩৩৪২
ই-মেইল ঃ psubangladesh@gmail.com

১৭৭

আলতাফ হোসেন সেখ
যুগ্ম সচিব (পরিচালক)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
বাড়ি # ৫৬, রোড # ১৬, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেহেনা পারভীন
মোবাঃ ০১৫২১-৫২০৯৪০
ই-মেইলঃ altaf6715@gmail.com

১৭৮

মোঃ মজিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৭৬, রোড # ১৯, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজমা রহমান
মোবাঃ ০১৭১১-৮৬৮১৩২
ই-মেইলঃ majibds@yahoo.com

১৭৯

মোঃ শাহ জাহান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ), চেয়ারম্যান, টি.সি.বি.
বাড়ি # ২৫ (নীচ তলা)
রোড # ১৪, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সালমা শাহাজাহান
মোবাঃ ০১৭১৩-০১৫০৫৯
ই-মেইলঃ s.jahan1945@yahoo.com

১৮০

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
পরিচালক (অবঃ)
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর
বাড়ি # ২১, রোড # ০৫, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নরুস সাবাহ জাকিয়া
মোবাঃ ০১৭২৬-৫৪৮৫৩০
ই-মেইলঃ mnjarin@live.com

১৮১

রথীন্দ্রনাথ দত্ত
যুগ্ম সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০৯, রোড # ২০/এ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ চন্দনা দত্ত
মোবাঃ ০১৭১২-৫৪৫৬১৭
ই-মেইলঃ rathin_bcs@yahoo.com

১৮৩

এ. কে.এম. সালাহউদ্দিন
মহাপরিচালক (অবঃ)
ডাক বিভাগ
বাড়ি # ৮৮, রোড # ০১, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মাসুমা আক্তার
মোবাঃ ০১৮১৯-৪৮৪০০২

১৮৪

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব (অবঃ)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪৬, রোড # ০৭, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সেলিনা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১৩-৩৬৯২০০
ই-মেইলঃ faridppp@yahoo.com

১৮৫

ইঞ্জি. এম. মাসুদুল হক
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৪৫, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজমা ইয়াসমিন হক
মোবাঃ ০১৭২০-৩৭৯৯৫০
ই-মেইলঃ masudul_huque@yahoo.com

১৮৬

ইঞ্জি. মোঃ হেলাল উদ্দিন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ০২, রোড # ০২, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মুসাইদা
মোবাঃ ০১৭৬৫-১৮৮৬৬০
ই-মেইলঃ helaluddin@gmail.com

১৮৮

ইঞ্জি. আফতাব উদ্দিন আহমেদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ)
পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁদপুর
বাড়ি # ১৫, রোড # ৭/সি, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ তাহেরা চৌধুরী
মোবাঃ ০১৭১১-৩৭৬৫০৬
ই-মেইলঃ aftab.bwdb@gmail.com

১৮৯

ইঞ্জি. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
পরিচালক, টেকনিক্যাল (অবঃ), আর.ই.বি.
দ্বিতীয় তলা, বাড়ি # ১৭, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরিন ইসলাম
মোবাঃ ০১৬১১-৫৬৪০২৬
ই-মেইলঃ ashraful351@hotmail.com

১৯০

ইঞ্জি. মীর আমিনুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাসা # ১৫/কিউ, রোড-৭, ব্লক-জি, বসুন্ধরা আ/এ
স্ত্রীর নাম ঃ সালিমা ইসলাম
মোবাঃ ০১৭১১-১৪২৪৫০
ই-মেইলঃ islam.engaminul@gmail.com

১৯১

আহসান হাবিব
সদস্য প্রশাসন (অবঃ)
আর.ই.বি.
বাড়ি # ৫১, রোড # ১৯, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রায়হানা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৬২৯৬
ই-মেইলঃ ahsanhabib1945@gmail.com

১৯২

ডা. এম. জেড. হক জহির
কলসালট্যান্ট (বক্ষব্যাধি)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বাড়ি # ১৬, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ তাহমিনা হক
মোবাঃ ০১৭১১-৩৮৯০৯৮
ই-মেইলঃ zahirhaque2011@yahoo.com

১৯৩

ইঞ্জি. চৌধুরী জর্জিস করিম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৩৭, রোড # ০৭, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ তানজিলা করিম
মোবাঃ ০১৯১৪-৮৯৭২০৬
ই-মেইলঃ cg-karim@yahoo.com

১৯৪

রাসেল চাকমা
অতিরিক্ত কর কমিশনার
বাড়ি # ১৪, রোড # ১০, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জয়ন্তী চাকমা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৭০৭২
ই-মেইলঃ russell_chakma@yahoo.com

১৯৫

শ্রাবণী চাকমা
অতিরিক্ত কর কমিশনার
বাড়ি # ১৪, রোড # ১০, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ কুসুম দেওয়ান
মোবাঃ ০১৭১৮-০৩২৭৬৪

১৯৬

মোঃ রুহুল কুদ্দুস
জেনারেল ম্যানেজার, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড
বাড়ি # ডি/৭/এ, বি টি সি এল আবাসিক এলাকা, বনানী
স্ত্রীর নাম ঃ শাহানা আক্তার
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১৩৪৬

১৯৭

সৈয়দ আশরাফুজ্জামান
যুগ্ম সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
ফ্ল্যাট-ই/৩, বাড়ি # ০৩, রোড # ০৪
সেক্টর # ০৫, উত্তরা
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১২৬৬

১৯৯

ইঞ্জি. মাহ্‌ফুজুর রহমান
সদস্য (অবঃ)
আর.ই.বি
বাড়ি # ১১, রোড # ১১, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ তাকরিম রহমান
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৯০২১

২০০

মোঃ আব্দুস ছাত্তার বিশ্বাস
সদস্য, সমিতি ব্যবস্থাপনা (অবঃ)
আর.ই.বি.
বাড়ি # ১১, রোড # ১২, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রিনা ছাত্তার
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৪৮২৯৪

২০১

ইঞ্জি. শেখ নুরুল আবসার
সদস্য, প্রকৌশল (অবঃ)
আর.ই.বি.
বাড়ি # ৩৪, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শেখ নাসিমা আক্তার
মোবাঃ ০১৫৫২-৬২২৩৮২
ই-মেইলঃ sknurulabsar56@gmail.com

২০২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তোরাব আলী আকুনজি
পরিচালক (অবঃ)
জন সংযোগ, আর.ই.বি.
ফ্ল্যাট-৩/এ, বাড়ি #১১১/এ, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর #০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহনাজ ইয়াসমিন
মোবাঃ ০১৭১৫-০৯৭৭৪১

২০৩

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
এল.জি.ই.ডি.
বাড়ি # ৩৩, রোড # ১০/বি, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ইয়াসমিন জাহান
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৭৮৪৮
ই-মেইলঃ rouf2007@yahoo.com

২০৪

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ রেলওয়ে
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ি # ২/এ, রোড # ৫/এ, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারজানা আনজুম
মোবাঃ ০১৭১৪-০৭৯০৫৭
ই-মেইলঃ qahasanbd@hotmail.com

২০৫

শাহ্ কামাল উদ্দিন
ডেপুটি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (অবঃ)
টি.সি.বি.
বাড়ি # ৩/এ, রোড # ২০, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুরাইয়া কামাল
মোবাঃ ০১৮১৯-২২৪৫৯৯
ই-মেইলঃ skuddin-concord@yahoo.com

২০৬

মোঃ শহিদুল্লাহ বকাউল
জেলা ও দায়রা জজ (অবঃ)
বাড়ি # ২২, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেহানা বকাউল
মোবাঃ ০১১৯৯-০০২৯২৪

২০৭

ওয়াজিদা বানু
অধ্যাপক (অবঃ)
পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী
জি.এম. বাংলো, মেঘনা টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর
স্বামীর নাম ঃ মিজানুর রহমান
মোবাঃ ০১৮১৯-১২৯০২৭
ই-মেইলঃ wazida.banu@yahoo.com

২০৯

ইঞ্জি. মোঃ সালেহ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
বি.এ.ডি.সি.
বাড়ি # ২০, রোড # ১৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জোহরা বেগম
মোবাঃ ০১৭২৬-৮৫৭৬৯৪

২১০

ইঞ্জি. মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য, প্রকৌশল (অবঃ)
আর.ই.বি.
বাড়ি # ২৬, রোড # ০৭, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নার্গিস বেগম
মোবাঃ ০১৭২৭-১৩৫৫৭৫

২১১

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
যুগ্ম সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০৯, রোড # ৩/ই, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরিন মুক্তি
মোবাঃ ০১৭১২-০০৯২৩১

২১২

ইঞ্জি. নাজমুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ি # ১৫, রোড # ১৫, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ দিলওয়ারা বেগম
মোবাঃ ০১৭২৬-১৩৬৮৫৯

২১৩

আহমেদ ফজলুল কবির
অতিরিক্ত আই.জি.পি. (অবঃ)
বাংলাদেশ পুলিশ
বাড়ি # ১০, রোড # ০৬, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শরিফা কবির
মোবাঃ ০১৭১১৮৯০৮৫৫
ই-মেইল ঃ ahmedfazlulkabir@yahoo.com

২১৪

প্রকৌশলী মোঃ আজিজুর রহমান

প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বি.এ.ডি.সি.
ফ্ল্যাট নং ৪/বি, বাড়ি # ৪৬, রোড # ২০, সেক্টর # ১১, উত্তরা
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৫৭৬৪৫
ইমেইল ঃ aziz.rah77@gmail.com

২১৫

মোঃ মোশারফ হুসাইন মোল্লা

অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২৬, রোড # ০১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আশমা ফাতেমী
মোবাঃ ০১৮৪২-৪৯৪৪৪৫
ইমেইল ঃ musarafbd@gmail.com

২১৬

মুহাম্মদ আল-আমীন

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
ফ্ল্যাট # ই/৮, ভবন # ১৯, স্বপ্ননগর-২, মিরপুর # ০৯
স্ত্রীর নাম ঃ শামীমা আকতার
মোবাঃ ০১৭১৩-২০০৫৯৫
ই-মেইলঃ amin.kuri@gmail.com
al-amin963@yahoo.com

২১৭

আজীবন সদস্য

ইঞ্জি. মোঃ ইউনুস আলী

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাড়ি # ৫১, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নূরুন নাহার বেগম
মোবাঃ ০১৭১১-৮৯৮৩৯৩
ই-মেইলঃ mdyunusa@gmail.com

২১৯

নার্গিস ফাতেমা জামিন

উপ-পরিচালক (অবঃ), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৪২/১ ক, জাহান প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা
স্বামীর নাম ঃ মোল্লা জালাল
মোবাঃ ০১৭১২-৫৩০৪৬৫
ই-মেইলঃ nargisfatema@dhaka.net

২২০

ইঞ্জি. ড. আনোয়ার হাসান নূর

জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
বি.টি.এম.সি.
ফ্ল্যাট-এ/৫, বাড়ি # ২৭, রোড # ১৬, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শিরীন গুলশান আরা
মোবাঃ ০১৭১১-৫২৭৪৫১
ই-মেইলঃ anwar.noor@gmail.com

২২১

ইঞ্জি. মোহাম্মদ ওসমান আমিন

যুগ্ম সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৬, রোড # ৩/ই, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শামীমা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১২-৫৪৯৬৮২

২২২

মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
ফ্ল্যাট-বি/২, বাড়ি # ০২
রোড # ১৯, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ইয়াসমিন আকতার
মোবাঃ ০১৭৩২-৫০০৩০০

২২৩

রিজাউল শিকদার

বন সংরক্ষক
এগ্রিউড প্ল্যানটেশন প্রজেক্ট
ফ্ল্যাট-এ/৪, বাড়ি # ০৪, রোড # ২০, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আলীমা খানম
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৫৭০৮
ই-মেইলঃ shikder1957@gmail.com

২২৪

রেজাউল করিম চৌধুরী

কর কমিশনার (অবঃ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৩, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারহানা আকতার
মোবাঃ ০১৮১৯-৩১৮২১৩

২২৫

ইঞ্জি. এ.কে.এম. শামসুজ্জামান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ)
পি.ডি.বি.
ফ্ল্যাট-২/এ, বাড়ি # ১৩, রোড #১৩, সেক্টর #০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহানা আফরোজ
মোবাঃ ০১৭৫৩-১৮৯৬৮৬
ই-মেইলঃ zaman.bd.a@gmail.com

২২৬

ইঞ্জি. আবুল কালাম মোহাঃ আজাদ

মহাপরিচালক (অবঃ)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
বাড়ি # ১৪ (৪র্থ তলা), রোড # ১০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ বেগম শাখাওয়াতুন
মোবাঃ ০১৭৩১-৮৫৬৭৮৫
ই-মেইলঃ diesel.shak@gmail.com

২২৭

মোঃ মাহ্‌মুদুল হক

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
আই.এম.ই.ডি., পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০২, রোড # ০২, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ওয়ালিয়া মরিয়ম
মোবাঃ ০১৭১১-৮৩৬৬৩৩
ই-মেইলঃ ncmahmud@gmail.com

২২৮

রায়হানুল জান্নাত

সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
সরকারি তিতুমীর কলেজ
বাড়ি # ২৭/এ, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ রেজা মোঃ মহসিন
মোবাঃ ০১৯১৩-৪১২৪৪৮

২৩০

মোঃ মাসুম পাটোয়ারী

যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
রোড বি-৩০/১১৭, ইছামতি বিল্ডিং, ফ্ল্যাট-২০২
পিংক সিটির বিপরীতে, সরকারি কর্মকর্তার বাসভবন
গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২
স্ত্রীর নাম ঃ মেহবুবা ডেনী
মোবাঃ ০১৭১১-৮৪৭২৫০
ই-মেইলঃ masum6856@yahoo.com

২৩১

নিরোদ চন্দ্র মন্ডল

যুগ্ম সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বাড়ি # ৫৩, রোড # ৫, নিকুঞ্জ-১, খিলক্ষেত, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ হাসিনা মমতাজ
মোবাঃ ০১৮১৭-৫০৮২৫১
ই-মেইলঃ nirod71@yahoo.com

২৩২

অধ্যাপক ডা. মোঃ ফরহাদ হোসেন

অধ্যাপক
জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট
ফ্ল্যাট-২/এ, বাড়ি # ২, রোড # ৪, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. তাহিরা সালওয়া জব্বার
মোবাঃ ০১৭১৫-৭৩৪৮৪৯
ই-মেইলঃ h.forhad09@yahoo.com

২৩৩

ডা. মোঃ আমান উল্লাহ

কনসালট্যান্ট (সার্জারী)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল
বাড়ি # ০১, রোড # ৭/এ, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাছিমা হুদা কবিতা
মোবাঃ ০১৭১২-২৬০০৭৫
ইমেইল ঃ drmdaman@gmail.com

২৩৫

এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া চৌধুরী

অতিরিক্ত সচিব ও ডিপ্লোম্যাট (অবঃ)
বাড়ি # ০২, রোড # ৩২
সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সিতারা চৌধুরী
মোবাঃ ০১৭১০-৮২৬৩৬৭
ই-মেইলঃ afmy_choudhury@gmail.com

২৩৬

অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুর রহমান

বিভাগীয় প্রধান (সার্জারী)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৭৫, রোড # ১৯, সেক্টর # ১৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. আফরোজা আকতার
মোবাঃ ০১৭১১-৮৬০৪১৪

২৩৭

আজীবন সদস্য

ইঞ্জি. মোঃ এনামুল হক

প্রধান প্রকৌশলী (নর্থ জোন)
ডেসকো
বাড়ি # ১১, রোড # ০৮, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আলীয়া সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১৩-০৯০৬০৯
ই-মেইল ঃ ehaqub@desco.org.bd

২৩৮

ইঞ্জি. এ. কাদের চৌধুরী

প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাড়ি # ৩৮, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজ জাহান
মোবাঃ ০১৮১৯-২২৫১৬৮

২৪০

ইঞ্জি. মোসাররফ হোসেন মিয়া

জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
টি এন্ড টি বোর্ড
বাড়ি # ২৯, রোড # ০৬, ধানমন্ডি
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা হোসেন
মোবাঃ ০১৭১১-২৩৫২২৫

২৪১

ডা. ইশতিয়াক মোশারফ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বাড়ি # ২৯, রোড # ০৬, ধানমন্ডি
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. রাহিনা আকতার
মোবাঃ ০১৭১১-৭৮৬৭৮০

২৪২

এম. কায়সারুল ইসলাম

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২৩, রোড # ১৮, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জাকিয়া শরাফী
মোবাঃ ০১৭৭১-১২৩৪৭৩
ই-মেইলঃ kaisarr2003@yahoo.com

২৪৩

অধ্যাপক ডা. আব্দুল কাদের

অধ্যক্ষ
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ০২, রোড # ১৪, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ লায়লা আনজুমান বানু
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৪২৮৯
ই-মেইলঃ kader_gazipur@yahoo.com

২৪৪

ডা. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান

সহকারী অধ্যাপক
শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ
জি.পি.এস. ৫৯, পূর্ব চান্দুরা, গাজীপুর
স্ত্রীর নাম ঃ সামসুন্নাহার
মোবাঃ ০১৭১২-৬৫৯৮৭৮

২৪৫

নাসরিন সুলতানা

যুগ্মসচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৪, রোড # ০৬, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান
মোবাঃ ০১৭২৭-৫২০৯২০
ই-মেইলঃ me.nasrin4@gmail.com

২৪৬

ইঞ্জি. মোল্লা আবুল বাসার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এল.জি.ই.ডি.
বাড়ি # ৮৮, রোড # ১, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জেসমিন জাহান
মোবাঃ ০১৭৪১-০৫২৭৯৭
ই-মেইলঃ mobashar1958@gmail.com

২৪৭

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ
অধ্যক্ষ (অবঃ)
সরকারি তিতুমীর কলেজ, মহাখালী
বাড়ি # ১৩৯/৪, রোড # ০১, সেক্টর # ০১, ধানমন্ডি
স্বামীর নামঃ কবি রফিক আজাদ
মোবাঃ ০১৮১৯-০৮১৪৫৪
ই-মেইলঃ drdilarahafiz@gmail.com

২৪৮

শাহাবুদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৩৩, রোড # ০৩, ব্লক-এ, গুলশান
স্ত্রীর নাম ঃ সালেহা বানু
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩১১৮৩

২৪৯

আবুল হাসনাত মোঃ জিয়াউল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩৯, রোড # ০১, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জিনাত ফারজানা
মোবাঃ ০১৭২০-২৭০৪৮০
ই-মেইলঃ zia8539@yahoo.com

২৫০

মোঃ জর্জিস হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৩৯, রোড # ০৪, নিকুঞ্জ (দক্ষিণ), খিলক্ষেত
স্ত্রীর নাম ঃ রাজিয়া সুলতানা
মোবাঃ ০১৯২৬-৬৬৮৮৮৮
ই-মেইলঃ georgis.hossain@gmail.com

২৫১

মোঃ আশরাফ হোসেন পিইঞ্জ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক শিল্প সংস্থা লি.
বাড়ি # ২২/এ, রোড # ৩/এ, সেক্টর # ০৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারহানা বেগম
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১২৮১
ই-মেইলঃ mahossain67@yahoo.com

২৫২

আনোয়ার ফারুক
প্রধান বন সংরক্ষক (অবঃ)
বাড়ি # ১৭, রোড # ০৫, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ দরদে নেওয়াজ বেগম
মোবাঃ ০১৭১১-৫৪৮৩৬৮
ই-মেইলঃ afaruque08@gmail.com

২৫৩

মোহাম্মদ জাফর
মহাপরিচালক (অবঃ)
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০৬, রোড # ১৫, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হাসিনা ফেরদৌস
মোবাঃ ০১৫৫২-৪৫৪৬৭২
ই-মেইলঃ nafaznoor@hotmail.com

২৫৪

মনোয়ারা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১১, রোড # ১০/বি, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ এম.এ. জলিল
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৮৮৮৮

২৫৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর হুসাইন সিকদার
পরিচালক (অবঃ)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ০৮, রোড # ০৮, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মোহসীনা বেগম
মোবাঃ ০১৭১২-০৪১৭৭৪

২৫৭

কৃষিবিদ মোঃ নুর আলম
যুগ্মসচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২-এ, ২/১, নর্থ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রোকসানা নাজনীন
মোবাঃ ০১৭১১-০১৭৭০২
ই-মেইলঃ nuralam61@gmail.com

২৫৮

কৃষিবিদ মোঃ বেনজীর আলম
মহাপরিচালক (অবঃ)
ডিএই, খামারবাড়ি
বাড়ি # ১৯, রোড # ৩/ডি, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নূর-ই-মাহবুবা
মোবাঃ ০১৭১১-২০৫১৫০
ই-মেইলঃ benojiralam999@gmail.com

২৫৯

ড. মুহাম্মদ অজিউল্যা
উপ-প্রকল্প পরিচালক
ডিএই, খামারবাড়ী
বাড়ি # ১৮, রোড # ১/এ, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হাছিনা বেগম
মোবাঃ ০১৭৩৮-৪৮৫২৫৭
ই-মেইলঃ woziullah@yahoo.com

২৬০

ড. মোঃ আবুল হোসেন
যুগ্ম সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২০, রোড # ০১, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রকৌশলী ফেরদৌসী বারী
মোবাঃ ০১৭৫৫-৭০২৭৩৭
ই-মেইলঃ abulhdr66@gmail.com

২৬১

আজীবন সদস্য

কৃষিবিদ ড. এম.এন. মোল্লা

যুগ্মসচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৬, রোড # ০৪, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ কৃষিবিদ আনোয়ারা আখতার
মোবাঃ ০১৭১৫-০১৭৭৩৮
ই-মেইলঃ mollamn@yahoo.com

২৬২

আজীবন সদস্য

প্রফেসর ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার

বিভাগীয় প্রধান
অনকোলজি বিভাগ, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৬৯, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. সৈয়দা তাজনীন ওয়ারিস
মোবাঃ ০১৭৬৬-৮০০৬০২
ই-মেইলঃ donaroncology@gmail.com

২৬৩

আজীবন সদস্য

মোঃ শফিকুল ইসলাম

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৫৪, রোড # ২০, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরিন জামান
মোবাঃ ০১৮১৯-২২৩৮১০

২৬৪

এম. মিজানুর রহমান

উপ-প্রকল্প পরিচালক
এল.জি.ই.ডি.
বাড়ি # ০৫, রোড # ০৩, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রাজিয়া সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১৫-০১১৪৫৭
ই-মেইলঃ mizancivil@yahoo.com

২৬৫

মোঃ আব্দুস সালাম সরকার

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
ফ্ল্যাট # ৪/এ, বাড়ি # ৫৮, রোড # ১১
সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ এলিছা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১৪-৯৯২৫৩৫

২৬৭

ডা. ফিরোজ আহমেদ

সভাপতি
বাংলাদেশ আল্ট্রাসনোগ্রাফী এসোসিয়েশন
বাড়ি # ০১, রোড # ০৭/এ, সেক্টর # ০৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. একলিমা খাতুন
মোবাঃ ০১৭১৩-০১৬৩১৫
ই-মেইলঃ docfiroz@yahoo.com

২৬৮

ড. নাসিমা বেগম

অধ্যাপক (অবঃ)
সরকারি তিতুমীর কলেজ
বাড়ি # ০২, রোড # ০২, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ সৈয়দ হাফিজ মাহমুদ
মোবাঃ ০১৭১৪-২২০০০০
ই-মেইলঃ nasima20begum@gmail.com

২৭০

সেলিম আবেদ

যুগ্মসচিব
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৩, রোড # ১, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শায়লা শারমীন
মোবাঃ ০১৭১২-০০১২৩২
ই-মেইলঃ selim.abed@yahoo.com

২৭১

মোঃ সরোয়ার হোসেন

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৩৭, ব্লক # ডি, রোড # ০৬, নিকেতন, গুলশান
স্ত্রীর নাম ঃ নুরজাহান সরোয়ার
মোবাঃ ০১৭১৩-০৩১৬৫৪
ই-মেইলঃ sarwar181@yahoo.com

২৭২

আজীবন সদস্য

তাজিনা সরোয়ার

সিনিয়র সহকারী সচিব
পাবলিক সার্ভিস কমিশন
বাড়ি # ১৯, রোড # ০১, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ এম.আর. হাসান খান
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৬৯৩২
ই-মেইলঃ tazinasarwar@gmail.com

২৭৪

ডা. মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া

সহকারী পরিচালক (অবঃ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বাড়ি # ৭১৫, রোড # ২২, ব্লক-এফ, বসুন্ধরা আ/এ
স্ত্রীর নাম ঃ সুফিয়া ইউসুফ
মোবাঃ ০১৭১১-১৮১৯২৩
ই-মেইলঃ yusuf.miah@yahoo.com

২৭৫

শাহনওয়াজ দিলরুবা খান

অতিরিক্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০৯, রোড # ০৬, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ রহমত উল্লাহ ভূইয়া
মোবাঃ ০১৭১১-৯৩১৯৯৩
ই-মেইলঃ dilruba1993@yahoo.com

২৭৬

ড. এ.কে.এম. অলি উল্যা

সচিব, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৮, রোড # ৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাহিমা আকতার
মোবাঃ ০১৭১১-৭০১৮১৬
ই-মেইলঃ ullah_woli@yahoo.com

২৭৮

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
আইএমইডি
বাড়ি # ৬৫/এ, আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কলোনী
স্ত্রীর নাম ঃ সায়েমা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১৫-০১৮৩৫৩
ই-মেইলঃ mannan65a@gmail.com

২৭৯

কাজী মোঃ আনোয়ারুল হাকিম

উপসচিব (অবঃ)
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৭১/ডি, আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কলোনী
স্ত্রীর নাম ঃ শামীমা আফরোজ
মোবাঃ ০১৭১১-৭৮৯০৫১
ই-মেইলঃ hakim_anwar@yahoo.com

২৮০

আব্দুল্লাহ-আল মামুন

সাবেক হিসাব মহানিয়ন্ত্রক
বাড়ি # ২৭, রোড # ০৮, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হুমাইদা বানু মুজতবা
মোবাঃ ০১৮১৯-২৮৬৫৪৭

২৮৪

ডা. জাহাঙ্গীর আলম

অধ্যাপক, সার্জারী (অবঃ)
শহীদ সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
বাড়ি # ২৯, শাহ মখদুম এভিনিউ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. রুমী ফরহাদ আরা
মোবাঃ ০১৭১১-৪৮০৪৯৫
ই-মেইল ঃ rumi.forhad@yahoo.com

২৮৫

ডা. মোঃ বজলুল হক

পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা (অবঃ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
ফ্ল্যাট ৬/এ, বাড়ি #০৮, রোড # ০৮, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাতেমা নাসরিন
মোবাঃ ০১৭১১-০৩০৪৪৪
ই-মেইলঃ drbazlulhaque@ gmail.com

২৮৯

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন

পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা
আশ্রয়, ২২৩, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহান আরা
মোবাঃ ০১৭১৫-৮১১৩১৩৭
ই-মেইলঃ raj_passports@yahoo.com

২৯০

আজীবন সদস্য

ফজলুস সোবহান

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বেসিক ব্যাংক লি, উত্তরা শাখা
বাড়ি # ১২, রোড # ২/এফ, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীন নাম ঃ তাসনিম ফেরদৌস
মোবা ঃ ০১৭১১-৮৮৮৩৭০
ই-মেইল ঃ sobhanf@basicbanklstd.com

২৯১

ঢালী ইউসুফ আহমেদ

পরিচালক (প্রশাসন)
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা
বাড়ি # ০৪, রোড # ১৬, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ তসলিমা আকতার
মোবাঃ ০১৯১৬-৮২৬৯৬৮

২৯৩

ইঞ্জি. শামসুর রহমান

ম্যানেজার
তিতাস গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা
বাড়ি # ১২১, রোড # ০৭, সেক্টর # ০৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুরাইয়া জেরিন
মোবাঃ ০১৯১১-৭৪২৩৯০
ই-মেইল ঃ russell2011@yahoo.com

২৯৪

মিলিয়া শারমিন

উপসচিব, অর্থ বিভাগ
বাড়ি # ১৭, রোড # ১০, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ আবদুল্লাহ আল মামুন
মোবাঃ ০১৬৭২-৬৫১০১৮
ই-মেইল ঃ rupkatha20@yahoo.com

২৯৫

শামিয়া শারমিন

সহকারী প্রধান, অর্থ বিভাগ
বাড়ি # ১৬, রোড # ০৬, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মুহাম্মদ ইমরুল কবির
মোবাঃ ০১৭২০-১০৭৩৬৭

২৯৬

মোঃ মহিবুল হক

সচিব (অবঃ)
মালঞ্চ-৪, ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সৈয়দা আফরোজা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৫-০০০৩৯০
ই-মেইলঃ mohibul61@yahoo.com

২৯৭

মোঃ আকতার-উজ-জামান

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৮, রোড # ০৪, ব্লক # এফ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জেসমিন আকতার
মোবাঃ ০১৭১১-১৭১৭২৮
ই-মেইলঃ uz.aktar@yahoo.com

২৯৮

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
৪৫-ই, হাফিজাবাদ কলোনী, ৩য় তলা, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রোজী পারভীন
মোবাঃ ০১৭২০-৩০৮৬৪৫
ই-মেইলঃ ds.siraj@yahoo.com

২৯৯

ডা. মোঃ সাইফুল আজম

কনসালট্যান্ট
বাড়ি # ১৭, রোড # ১০, সেক্টর # ০১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. সুমনা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১২-৯২০৮৯০

৩০০

মোঃ আবদুল বারিক
মহাপরিচালক, গ্রেড-১
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৯, রোড # ০৮, সেক্টর # ০৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাহিদ করিম
মোবাঃ ০১৭১১-১৬৭৯৩৩
ই-মেইলঃ mabarik5617@yahoo.com

৩০১

রওশন আরা জামান
প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (অবঃ), পিএসসি
ফ্ল্যাট-৩/১, বাড়ি # ৩৩, রোড # ০৫, ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ইঞ্জি. মোঃ কামরুজ্জামান
মোবাঃ ০১৭১৩-৪২৩৩০৬
ই-মেইলঃ rowshanarazaman@yahoo.com

৩০২

কাজী হাবিব উল্লাহ্
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট, ঢাকা ওয়াসা।
বাড়ি # ১৮, (৪র্থ তলা), সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসিমা আক্তার
মোবাঃ ০১৮১৭-০৩৫৫৬৮
ই-মেইলঃ habibullah_kazi@yahoo.com

৩০৩

ডা. এস.এম. খালিদ মাহমুদ
মেডিকেল অফিসার
ঢাকা শিশু হাসপাতাল
বাড়ি # ২৯, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর #১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. জাহানারা লাইজু
মোবাঃ ০১৮১৭-৫৬৭৪০৫, ০১৫৫২-৩৩৪৬১৬

৩০৫

মেহেদী মাসুদুজ্জামান
যুগ্ম সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ডি-৪০৩, দি গ্র্যান্ড টেরাস, ৪৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জিনাত আরা
মোবাঃ ০১৭১২-১১০২১২
ই-মেইলঃ mahedimasuduzzaman@hotmail.com

৩০৬

ডা. ফারুক আহমেদ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বাড়ি # ০৩, রোড # ১৩/সি, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. হাছিনা বেগম
মোবাঃ ০১৮১৯-২২১১১৫
ই-মেইলঃ rafsanbd@gmail.com

৩০৭

মোঃ জালাল হাবিবুর রহমান
সহকারী প্রধান
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২০ (৩য় তলা), রোড # ৭/ডি, সেক্টর # ৯, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহমিদা আক্তার
মোবাঃ ০১৯৩১-৪০৫৪৬৭
ই-মেইলঃ mjhr_ec@yahoo.com

৩০৮

অধ্যাপক ডা. এম.এ. হাসেম ভূঁঞা
অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বাড়ি # ৪৩, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর # ০৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রোকসানা হাসেম
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৩৩৭৩
ই-মেইলঃ eshenhashem@live.com

৩১০

আজীবন সদস্য
মোঃ তানজির রহমান
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী
ডেসকো
বাড়ি # ৮, রোড # ১৫ সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৫৫-৬৩৭৫৩০
ই-মেইলঃ mtanzir@desco.org.bd

৩১১

খান মোঃ কামরুল
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ তামান্না রহমান
বাড়ি # ১২, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১৯৬৬৮৯১
ই-মেইল ঃ kahsan86@yahoo.com

৩১২

মোঃ দেলওয়ার হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ ফরিদা পারভীন
বাড়ি # ৮৩ রোড # ৭, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
ফোন ঃ ০১৭৪৮২৯১১০৫
ই-মেইল ঃ delwar_h@yahoo.com

৩১৩

ডা. মোঃ ফিরোজ মিয়া
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (অবঃ)
কমিউনিটি বেসড হেলথ কেয়ার, বিএমআর ভবন, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. এরিনা ইয়াসমীন খান
বাড়ি # ৯ রোড # ১৫ সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৮১৯২১২৯০২
ই-মেইলঃ firozmk29@yahoo.com

৩১৪

সাইকা বিনতে আলম
সহকারী স্থপতি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
স্বামীর নাম ঃ রাশেদুল হক
বাড়ি # ১০, রোড # ১৫, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৮১৯৪১১৪২২
ই-মেইলঃ rochee04@gmail.com

৩১৫

মোঃ আমান উল্লাহ
জেলা জজ (অবঃ)
জুডিসিয়াল সার্ভিস
স্ত্রীর নাম ঃ মাখসুদা বেগম
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১৩১৬৮১৮

৩১৬

ড. মুন্সী শাহ জাহান

জেলা রেজিষ্ট্রার (অবঃ)
জুডিসিয়াল সার্ভিস
স্ত্রীর নাম ঃ সৈয়দা নাসিমা আক্তার
বাড়ি # ৩বি, ১৯/এ ক্যান্টনমেন্ট
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৫৮৯৫
ই-মেইলঃ dr.munshishahjahan@yahoo.com

৩১৭

মোঃ লুৎফর রহমান

জেলা জজ (অবঃ)
জুডিসিয়াল সার্ভিস
স্ত্রীর নাম ঃ রুবিনা ইয়াসমিন
ইষ্টার্ণ রেইনবো অ্যাপার্টমেন্ট ৪১/৩-৪, বক্স কালভার্ট রোড
পুরানা পল্টন, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১২৪৮৪৫৭

৩১৮

আজীবন সদস্য

ড. এম. আসাদুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সাইন্স ফাউন্ডেশন
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. সেলিনা কবির
বাড়ি # ৫৬, রোড # ২, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৬৩৫৫৩
ই-মেইল ঃ masad@agni.com

৩১৯

ডা. নাফিস আল হক

সহকারী অধ্যাপক
নিপসম
স্ত্রীর নাম ঃ রোখসানা বানু
বাড়ি # ০৯, রোড # ১৩, সেক্টর # ০৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭৪৩-৩৯৬৭৬৯

৩২০

ড. এ.এফ.এম. মতিউর রহমান

সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ সৈয়দা ফরিদা বেগম
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৫, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৭-৩০২৩৩২
ই-মেইলঃ matiur@fpal.org

৩২১

রুনা লায়লা

অতিরিক্ত কর কমিশনার
কর অঞ্চল-১১
বাড়ি # ৪, রোড # ২১, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৩১৩-৯৭৬৮৬৮

৩২২

এম.এম. নিয়াজ উদ্দিন মিঞা

সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ নুরজাহান বেগম
বাড়ি # ৬৫, রোড # ৫, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১২-১৫৬০৬৪
ই-মেইলঃ mmeazuddin@yahoo.com

৩২৩

কাজী নুরুন নাহার

যুগ্ম সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বামীর নাম ঃ ডা. মোঃ খারুজ্জামান
বাসা # ১২০৮, রোড # ০৯, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১২-১০৭৪৮৫
ই-মেইলঃ kazimonisha6887@yahoo.com

৩২৪

ডা. মোঃ মনির হোসেন খান

সহকারী সার্জন
বি.এস.এম.এম.ইউ.
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. জোবাইদা সুলতানা
বাড়ি # ৪৮, রোড # ১৬, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-০২৪৮৯৬
ই-মেইলঃ dmairhk@yahoo.com

৩২৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা এস.এ. চৌধুরী

চেয়ারম্যান (অবঃ)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
স্ত্রীর নাম ঃ দিলরুবা চৌধুরী
বাড়ি# ৫০, রোড # ২০, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৪-০৬৯৮৮৮
ই-মেইলঃ chowdhuryars@yahoo.com

৩২৬

আবু আলম মোঃ শহিদ খান

সচিব (অবঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্ত্রীর নাম ঃ নার্গিস বেগম
এ্যাপার্টমেন্ট ১৪/এ, ইউনিক হাইটস
১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১২১৭
মোবাঃ ০১৫৫২-৪০৭১৩৩
ই-মেইলঃ abualam_bd@yahoo.com

৩২৮

মোঃ সারওয়ার আলম

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ আইরিন পারভীন শান্তা
বাড়ি # ৩৯, রোড # ৭, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-০৭৮৬৫৬
ই-মেইলঃ sarwar09@gmail.com

৩২৯

মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ)
এল.জি.ই.ডি.
স্ত্রীর নাম ঃ ফরিদা বেগম
বাড়ি # ৩বি, রোড # ১/এ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১২-১৫০৯৮৪
ই-মেইলঃ mruddin1957@gmail.com

৩৩০

মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন

এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার
টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ
স্ত্রীর নাম ঃ চাঁদ সুলতানা
ফ্ল্যাট # ৩/এ, বাড়ি # ৭, রোড # ২১, সেক্টর # ১১, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৫৫০-১৫৫০৩০
ই-মেইলঃ salimzteb@yahoo.com

৩৩১

সুলতান মাহমুদ
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
স্ত্রীর নাম ঃ রোখসানা পারভীন
১১৮, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা
মোবাঃ ০১৬৮০-০৯৮৬৬৫
ই-মেইলঃ sulranmahmood4u@gmail.com

৩৩২

ড. খন্দকার শওকত হোসেন
সচিব (অবঃ)
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. আয়শা বেগম
১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বোরাক ইউনিক হাইটস
ফ্ল্যাট # এ-১৯, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
মোবা ঃ ০১৭১৩-০০০৭৫৭
ই-মেইলঃ drkhshowkat@gmail.com

৩৩৩

ডা. মোঃ জাকির হুসাইন মন্টু এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৩৭, রোড # ১৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১১-৩৮৯১৮০
ই-মেইলঃ drzakirbd@yahoo.com

৩৩৪

সুবর্ণা চৌধূরী
যুগ্ম কর কমিশনার
কর ইন্সপেক্শন রেঞ্জ, জোন-২
স্বামীর নাম ঃ জাকারিউল ইসলাম
বাড়ি # ৫১, রোড # ৩৫/এ, গুলশান-২, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৬১৩-০৩৬৪১৩

৩৩৫

নাহার ফেরদৌসি বেগম ঝর্ণা
সদস্য (অবঃ)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
স্বামীর নাম ঃ আহসানুল কবির
বাড়ি # ৫, রোড # ৬, ব্লক-ই গুলশান, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৯০০৩

৩৩৭

এটিএম কামরুল ইসলাম তাং
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
বাড়ি # ৮, রোড # ১০, সেক্টর # ১, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৭১১-৯৮২৩৬৩

৩৩৮

এম.এম. ফজলুল হক আরিফ
কর কমিশনার
কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রোকেয়া হক
৪০, সেগুন বাগিচা, ১১-১৪ ফ্লোর, ঢাকা-১০০০
মোবাঃ ০১৭১৫-১৬০১৬
ই-মেইলঃ fharif@agni.com

৩৩৯

মকবুল হোসেন পাইক
কর কমিশনার (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ তছলিমা হাসিন মিতা
ফ্ল্যাট # বি/১৪, জারা টাওয়ার, ১৩৩, নিউ বেইলি রোড
মোবাঃ ০১৭১৫-৩৪৮৪০৭

৩৪০

আবুল হাসনাত মাসুম ইকবাল
সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থ বিজ্ঞান), ঢাকা কলেজ
স্ত্রীর নাম ঃ ফারজানা হক
ফ্ল্যাট এ-১, বাড়ি # ৪৪, রোড # ৮, সেক্টর # ৩, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১১-৭৩২১৬২
ই-মেইল ঃ masum3k@gmail.com

৩৪১

আজীবন সদস্য
ডা. রেজিয়া আক্তার বেগম
ডেপুটি ডাইরেক্টর (অবঃ)
এমবিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বামীর নাম ঃ নাজমুল আহসান ফরিদ
বাড়ি # ৮, রোড # ৮, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৮১৯-১৯৪৮০৯
ই-মেইলঃ daho@id.dghs.gov.bd

৩৪২

প্রফেসর ডা. রাশিমুল হক রিমন
নিউরো মেডিসিন বিভাগ
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
স্ত্রীর নাম ঃ কানিজা কবির
বাড়ি # ১৬, রোড # ৯, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-১২৩৪১৬
ই-মেইলঃ rashimul@yahoo.com

৩৪৩

মোহাম্মদ সাজিদ আনোয়ার
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
বিআরটিএ
স্ত্রীর নাম ঃ রেজওয়ানা শারমিন
বাড়ি # ৩৬, রোড # ৯, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭৩২-৯৮৯৮৯৮
ই-মেইল ঃ sajidanwar.bd@msn.com

৩৪৪

সৈয়দা শাহানা বারি
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
স্বামীর নাম ঃ ডা. খাদিম
বাড়ি # ১০, রোড #২, সেক্টর ১২, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৭-১৫০৮৫১
ই-মেইল ঃ sayeda_bari@yahoo.com

৩৪৫

মোঃ সোহরাব হোসেন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
স্ত্রীর নাম ঃ মাহমুদা ইয়াসমিন
বাড়ি # ২৭, রোড # ১০, সেক্টর ১২, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৫৫২-৩২৪৪৩৮
ই-মেইল ঃ sohorabhhossain61@gmail.com

৩৪৬

মোঃ হুমায়ন আলী রেজা
জুডিসিয়াল সার্ভিস
স্ত্রীর নাম ঃ লুৎফুন নাহার
বাড়ি # ৩২, রোড # ৬, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা

৩৪৭

ডা. মোঃ আনিসুর রহমান
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (অবঃ)
নিপসম, মহাখালী
স্ত্রীর নাম ঃ সাহিনা বানু
বাড়ি # ০৫, রোড # ০৬, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭০৩-২১৯৫২৯
ই-মেইল ঃ anisnipsom@yahoo.com

৩৪৮

ডা. মোঃ ইমাম হোসেন
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
শিল্প মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ ফৌজিয়া ইমাম
বাড়ি ঃ ৩৬ (বি/৪), রোড # ২, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৪-৩৯৬৮৮২
ই-মেইল ঃ dr_imam_hussain@yahoo.com

৩৫০

ডা. জালাল উদ্দিন মাহমুদ
সহযোগী অধ্যাপক (অবঃ)
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ
স্ত্রীর নাম ঃ এরি মাহমুদ
বাড়ি # ২২, রোড # ১৪, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৮২২-৯৯৫৯৩৪
ই-মেইল ঃ jalalmahmood@hotmail.com

৩৫১

প্রফে. ডা. মনিলাল আইচ লিটু
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইএনটি এণ্ড হেড-নেক সার্জারী বিভাগ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতাল
৪৪/এ, জিগাতলা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৮২২-৯৯৫৯৩৪, ০১৭১১-৬১৭৭৩৫
ই-মেইল ঃ dr_mani1234@yahoo.com 1780

৩৫২

ব্যারিস্টার মোতাসিম বিল্লাহ ফারুকী
কর কমিশনার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রোকেয়া ফারুকী
বাড়ি # ৪, রোড # ২৭, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৩-০৩৬০৪৫
ই-মেইল ঃ mustasim6621@yahoo.com 1595

৩৫৩

মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ সালমা ইয়াসমিন
বাড়ি # ৩২, রোড # ১৪, সেক্টর # ১২, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৭১৫-৬১৬৭৪৩
ই-মেইল ঃ mdzaydul@gmail.com

৩৫৫

মোঃ আব্দুস সবুর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ সাহিদা বেগম
বাড়ি # ৩১, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১৪-০৮১২১৯
ই-মেইল ঃ massbur46@gmail.com

৩৫৬

তাহসিনুর রহমান
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ সীমা রহমান
বাড়ি # ২২, অফিসার্স কোয়ার্টার, ইস্কাটন গার্ডেন
মোবাঃ ০১৭১১-৫৯৬৪৯১
ই-মেইল ঃ ahsin4518@gmail.com

৩৫৮

অধ্যাপক ডা. মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরা
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বাড়ি # ৫৫, রোড # ০৫, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ রবিউল আলম
মোবা ঃ ০১৭১৩-০৮৩৮৯৩
ই-মেইল ঃ meerflora@yahoo.com

৩৫৯

ডা. মঞ্জুরুল হক খান
সহযোগী অধ্যাপক
নিপসম
স্ত্রীর নাম ঃ রোকশানা নাজনিন
ফ্ল্যাট ৭ বাড়ি # ৬৬ রোড # ২৭ গুলশান-১
মোবাঃ ০১৫৫২-৩০৩৫৩২
ই-মেইল ঃ manhkhan@gmail.com

৩৬০

ডা. জাহিদুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক (অবঃ)
নিপসম
স্ত্রীর নাম ঃ রুমা আরা বেগম
বাড়ি # ৩৪, রোড #১৪, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১২-২৮৩৭৭২
ই-মেইল ঃ dz_rahman@yahoo.com

৩৬১

খেনচান
যুগ্ম সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
স্বামীর নাম ঃ আব্দুর রাজ্জাক
বাড়ি # ৮, রোড # ১৯, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৯১৮-৮৯৮৭৯৯
ই-মেইল ঃ Khanchan_1973@yahoo.com 4825

৩৬২

ডা. মোহাম্মদ আবু সেলিম
পরিচালক (অবঃ)
প্রবীণ হাসপাতাল
স্ত্রীর নাম ঃ আবেদা সেলিম
বাড়ি # ৫, রোড # ৯, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৩২-৬৪২৩৫৮
ই-মেইল ঃ drsalim28angelica@yahoo.com

৩৬৩

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল বারেক
প্রকল্প পরিচালক
এল.জি.ই.ডি.
স্ত্রীর নাম ঃ ইয়াসমীন পারভীন
বাড়ি # ৯, রোড # ১১, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১১-১২৬৫০০
ই-মেইল ঃ barequelged@yahoo.com

৩৬৪

ডা. জি.এম. সাঈদ
সহকারী সার্জন
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. জুমান আরা বেগম
বাড়ি # ২, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫৪১২৩৯
ই-মেইল ঃ gmsayeed@yahoo.com

৩৬৫

মোঃ আব্দুস শহীদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
এল.জি.ই.ডি.
স্ত্রীর নাম ঃ নার্গিস জাহান
বাড়ি # ১৩, রোড # ২৩, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৯০-৭০০৬২০
ই-মেইল ঃ abdus2525@yahoo.com

৩৬৬

প্রফেসর হোসনে আরা বেগম (মার্জনা) (পিএইচডি)
অধ্যাপক (অবঃ)
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কলেজ, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ টি. নাজির আহমেদ
ফ্লাট # ৩/এ, বাড়ি # ১৮, রোড # ০২, সেক্টর # ০৬, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১৬-৯১৯৩১৫
ই-মেইল ঃ sheikhmarzan@yahoo.com

৩৬৭

মজিবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ কাজী জোবায়দা গুলশান আরা মুন্নী
ফ্ল্যাট-২০১, বাড়ি # ১৪, রোড # ৪, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-০৬৬৪৩৬
ই-মেইল ঃ mojibor2004@yahoo.com

৩৬৮

ডা. আশরাফুল আলম
এসোসিয়েট প্রফেসর (সার্জারি) (অবঃ)
শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
স্ত্রীর নাম ঃ সেলিনা খাতুন
বাড়ি # ৩০, রোড # ৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১১-৫২৬২৬৭
ই-মেইল ঃ ashraf.lapsurgeon@yahoo.com

৩৬৯

মোহাম্মদ শামসুজোহা
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (অবঃ)
টেলি যোগাযোগ অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ রুমানা হাসান
বাড়ি # ৫, রোড # ২৬, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৫৫০-১৫৫০৬৮
ই-মেইল ঃ mohazoha@gmail.com 4134

৩৭১

মোঃ ফজলুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ জেসমিন আহমেদ
বাড়ি # ৪১, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৩-৫৮১৩৯৭
ই-মেইল ঃ fazlu_11@yahoo.com

৩৭৩

আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল
নির্বাহী প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ ফারজানা রহমান
বাড়ি # ১০, রোড # ১৫, সেক্টর # ৬ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৮৬৭৭০০
ই-মেইল ঃtareqiqbal1970@yahoo.com

৩৭৪

মোঃ আবুল কাশেম
অতিরিক্ত সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ জোসনে আরা
বাড়ি # ২৮, রোড # ২-এ, সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৯৬৯৭২
ই-মেইল ঃ nrpquashm@yahoo.com

৩৭৫

ইঞ্জি. কে.এম.এ. মাননান
চীফ, এমআইআইএস (অবঃ)
বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস হাসিনা মাননান
বাড়ি # ১৫, রোড # ০২, সেক্টর # ০৫, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-১৫৭১৬৩
ই-মেইল ঃ mamannan.uttara@gmail.com

৩৭৬

মোঃ বদিউজ্জমান
চেয়ারম্যান (অবঃ)
দুদক
স্ত্রীর নাম ঃ ফিরোজা বেগম
বাড়ি # ২৫, রোড # ২, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৫৫-৫১৫৮৭৮

৩৭৭

তাহমিনা মাহমুদ
পরিচালক
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ হাবিবুল ইসলাম
ফ্ল্যাট # ৩/এ, বাড়ি # ৩/এ, রোড # ২৯
সেক্টর # ৭, উত্তরা
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৯৯৬৩৯

৩৭৮

এম.এ.মজিদ
মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরামর্শক আইডিইএ প্রকল্প
নির্বাচন কমিশন ফেজ ২
স্ত্রীর নাম ঃ ফৌজিয়া ইয়াসমিন
বাড়ি # ১২৮, বড় মগবাজার এ-৭, অগ্রণী এ্যাপার্টমেন্ট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২০০ (রমনা থানার উত্তরে)
মোবা ঃ ০১৭১৬৯-৩৬৫৮০৩
ই-মেইল ঃ mojidpec@yahoo.com
আজীবন সদস্য

৩৭৯

মোহাম্মদ নাঈমুর রসুল
অতিরিক্ত কর কমিশনার
কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রোখসানা নাজনিন
বাড়ি # ৩২, রোড # গ.নে., সেক্টর # ১১
মোবা ঃ ০১৫৫২-৪৬৮১৪৮
ই-মেইল ঃ naimur.rasul@yahoo.com

৩৮০

মোহাম্মদ তারিক ইকবাল
উপ কর কমিশনার
কর সার্কেল-৭, জোন-১, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সায়লা আলম
বাড়ি # ৪০, রোড # ১৩, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৮১৯-১৪২৮৭৭
ই-মেইল ঃ tariq.iqbal25@yahoo.com

৩৮১

মোছাম্মদ শাহিনা আক্তার
অতিরিক্ত কর কমিশনার
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোহাম্মদ নিয়াজ উদ্দিন
ফ্ল্যাট # এ-১১০১, স্বপ্নধারা, ৯০,৯১
নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১২-৩২৯০৭২
ই-মেইল ঃ sahenatax@yahoo.com

৩৮২

মোঃ সৈয়দ হোসেন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবঃ)
বাংলাদেশ রেলওয়ে
স্ত্রীর নাম ঃ মৃত নিলুফার সৈয়দ
বাড়ি # ১২, রোড # ১বি, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১১-৫০০১৬৩
ই-মেইল ঃ syedh@grameenphone.com

৩৮৩

মোসাম্মৎ সকিনা খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক (অবঃ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
স্বামীর নাম ঃ নজরুল ইসলাম
বাড়ি # ১৯, রোড # ৫, সেক্টর ১১, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৮-৭৪১১৯৬

৩৮৪

ডা. মোঃ মনোয়ার হোসেন
ডেন্টাল সার্জন, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ
বাড়ি # ৪৭, রোড # ১১, সেক্টর ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৩-০১৪৫৯৯
ই-মেইল ঃ shamin631@yahoo.com

৩৮৫

ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ রিজিয়া খানম
ফ্ল্যাট # সি/৯, বিল্ডিং # ৫, সরকারি অফিসার্স কমপ্লেক্স
ব্লক # আই, মিরপুর-২
মোবা ঃ ০১৫৫২-৪৪৬৭১১
harunrashid61@gmail.com

৩৮৬

মোঃ মাহমুদ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
কৃষি মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ সামিরা সুলতানা
বাড়ি # ৩৭, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৮১৮-৪১৫৯১২
ই-মেইল ঃ mhossain_dae@hotmail.com

৩৮৭

ডা. নিশাত পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক (চক্ষু), অকুলোপ্লাস্টিক বিভাগ
চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল
স্বামী ঃ আবু মোহাম্মদ মুনির আলিম
বাড়ী # ৬৭, রোড # ৭, সেক্টর # ৪
মোবাইল ঃ ০১৮১৮-৫২৪৫০৬
ই-মেইল ঃ alimnishat@gmail.com

৩৮৮

এ.কে.এম.ফজলুর রাহমান
রাষ্ট্রদূত (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস রেহানা রাহমান
বাড়ী # ৯, রোড # ৭সি, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৯২২-৫৩৪০৯০
ই-মেইল ঃ fazlur.rahman1939@gmail.com

৩৮৯

মোঃ নাসির উদ্দিন খান
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ শিরিন আকতার
বাড়ি # ১১, রোড # ৩০৩, পূর্বাচল, ঢাকা
মোবাঃ ০১৯১১-৫৪৩৪৬৭
ই-মেইল ঃ nasirkn59@gmail.com

৩৯০

মোঃ আব্দুর রহমান
উপ-পরিচালক (অবঃ)
বিএফআরআই
স্ত্রীর নাম ঃ হালিমা রহমান
বাড়ি # ৫, রোড # ৪, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৮১৯-৯৪৬৮০৪
ই-মেইল ঃ postzrahman@live.com

৩৯১

মোঃ নাসির উদ্দিন
রাজস্ব কর্মকতা (অবঃ)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
স্ত্রীর নাম ঃ জেসমিন আকতার
বাড়ি # ৫৩, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৬-৪৪৩৯৫৫

৩৯২

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী জজ (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ নুর আফরোজ
বাড়ি # ১, রোড # ৫, গুলশান-১
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬০৫২২
ই-মেইল ঃ cmmahfuz28@gmail.com

৩৯৩

মিসেস ফরহাদ বানু চৌধুরী
জয়েন্ট চিফ (অবঃ)
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়
স্বামীর নাম ঃ চৌধুরী আব্দুল খালেক মিয়া
বাড়ি # ৫৬, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-০২১৭৬৬

৩৯৪

ডা. সৈয়দা তানজিনা আফরিন
উপজেলা হেল্‌থ এ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার
বেলাবো উপজেলা, নরসিংদী
স্বামীর নাম ঃ মোস্তফা মারজার মুর্শিদ
বাড়ি # ৭, রোড # ২০, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৬৮৩-৫৬৬৪৯৮

৩৯৬

কে এম মোজাম্মেল হক
সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ সাদিয়া আকতার
৪০২, রজনীগন্ধ্যা ইস্কাটন, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৬৪৫৪৫১

৩৯৭

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (অবঃ), ওয়াসা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ বেগম লুৎফুন নাহার
বাড়ি # ২৫, রোড # ১৬, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-১১৬৬৬৬
ই-মেইল ঃ mdh1946@yahoo.com

৩৯৮

সৈয়দ ইমাম আহাম্মেদ ওয়ালিউল মওলা
যুগ্ম কর কমিশনার
কর অঞ্চল জোন-১, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জেসমিন ফৌজিয়া
বাড়ি # ৫৭, রোড # ১৪, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১২-০২১৪৪৪
ই-মেইল ঃ waliulmoula@gmail.com

৩৯৯

আজীবন সদস্য
মোঃ আব্দুস সালাম
অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল-৩
স্ত্রীর নাম ঃ আহসানা বেগম
বাড়ি # ৭, রোড # ৩, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৬-৩৯৮৯৫০
ই-মেইল ঃmasalam222@gmail.com

৪০০

মোঃ হেলাল উদ্দিন
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
স্ত্রীর নাম ঃ দেলোসা বেগম
বাড়ি # ১৫/এ, রোড # ১০, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১০-৯৩০৬৫১
ই-মেইল ঃ helul5328@yahoo.com

৪০২

ফেরদৌস আহমেদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি সদর দপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ শারমিনা সিরাজ
বাড়ি # ১৫, রোড # ১৯, সেক্টর ১৩ # উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৯৮৬২২৯
ই-মেইল ঃ himu_bd19@yahoo.com

৪০৩

মোঃ মনজুর হাসান ভূইয়া
উপসচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ রূপা মনজুর
২১ দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৮-৭০০২৮৯
ই-মেইল ঃ manzurhb@gmail.com

৪০৪

মঞ্জুরুল আলম সিদ্দিকী
প্রকল্প পরিচালক
এলজিইডি, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শারমিন লায়লা
বাড়ি # ৫, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১২-৯৯৯৭৩১
ই-মেইল ঃ monjur2013sidd@gmail.com

৪০৫

অধ্যাপক আই.কে. সেলিম উল্যাহ খোন্দকার
অধ্যক্ষ (অবঃ)
ঢাকা কলেজ
স্ত্রীর নাম ঃ অধ্যাপক হোসনে আরা খাতুন
বাড়ি # ২/গ, নবাব হাবিবুল্লাহ রোড, শাহবাগ, ঢাকা
মোবাঃ ০১৯১৪-২৫৪৮০৮
ই-মেইল ঃ khondaker.dc@gmail.com

৪০৬

মোঃ শহিদুল আলম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবঃ)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ শাহনাজ পারভীন
বাড়ি # ১৩৭, রোড # ১৩, ব্লক # ই, বনানী
মোবা ঃ ০১৫৫০-১৫১০৮৩
ই-মেইল ঃ s.alam3110@gmail.com

৪০৭

মোহাম্মদ মাহমুদুল হক
বিভাগীয় প্রকৌশলী
বিটিসিএল (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)
স্ত্রীর নাম ঃ জিনাত রেজিনা
বাড়ি # ৯, রোড # ১০, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৫৫০-১৫১৩০১

৪০৮

মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম
অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ গাজী নেসা নুর
বাড়ি # ৩৭, রোড # ৯, সেক্টর # ৪ উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৬৩২৫৭
ই-মেইল ঃ zebrabd2003@gmail.com

৪০৯

ইঞ্জি. খন্দকার ফারুক উদ্দিন আহমদ
নির্বাহী পরিচালক (অবঃ)
টিআইসিআই, বিসিআইসি
স্ত্রীর নাম ঃ ইসরাত ফারুক
বাড়ি # ৩৯, রোড # ২, সেক্টর # ১৩ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১২-০৯৯০৯০
ই-মেইল ঃ khfaruque07@yahoo.com

৪১০

জেরিন আহমেদ
অধ্যাপক
আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস
স্বামীর নাম ঃ কাজী আমিনুল ইসলাম
বাড়ি # ক-১২০/২, কুড়িল, কাজীবাড়ী, ভাটারা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭৪৭-২২৬২২৩, ০১৭৪১-৯৯১৩৩৬
ই-মেইল ঃ zarun@acc.edu.bd

৪১১

মোহাম্মদ ইকবাল কবীর

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ডেসকো
স্ত্রীর নাম ঃ বিলকিছ ইভা
বাড়ি # ২, রোড # ৭/সি, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭৫৫-৬৩৭৫৫৫
ই-মেইল ঃ mdiqbal@desco.org,bd

৪১২

মেহেরুল হাসান

মহাব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা
স্ত্রীর নাম ঃ আনারকলি
বাড়ি # ৩৭, রোড # ৯, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-০৩০৮৯০
ই-মেইল ঃ meherul_bapex@yahoo.com

৪১৩

প্রফেসর ড. মমতাজ শাহনারা ছবি

উপাধ্যক্ষ,
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ হারুন-উর-রশীদ হাওলাদার
বাড়ি # ৬১, রোড # শাহ মখদুম, সেক্টর # ১২, উত্তরা
মোবাঃ ০১৫৫২-৪৩৩৬৮১

৪১৪

মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান

সচিব (অবঃ)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ সাবিনা ইব্রাহিম
বাড়ি # ২৯, রোড # ৩/ই, সেক্টর # ৯, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭০৪ ২২২২২২
ই-মেইল ibraheem@bol_online.com

৪১৫

এস এম আব্দুর রহমান

সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজমা ইসলাম
বাড়ি # ২, রোড # ২১, সেক্টর # ৪ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৭১ ৭৬৭৬৮০
ই-মেইল ঃ arbd73@gmail.com

৪১৬

মোঃ বাহাদুর হোসেন ভূইয়া

সহযোগী অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা কলেজ
স্ত্রীর নাম ঃ মানসুরা সোনিয়া
বাড়ি # ৩সি, রোড # ৩২৫, দেওয়ান সিটি, দক্ষিণখান, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭২৭ ২৯৬১৬৮
ই-মেইল ঃ bhuiyan_bahadur@yahoo.com

৪১৭

রোজিনা ইয়াসমিন

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ সাহাব উদ্দিন আহমেদ
বাড়ি # ২৬, রোড # ১২, সেক্টর # ৪ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৫-২০১৯৯৯
ই-মেইল ঃ ina1226b3@gmail.com

৪১৮

মোঃ জাফর সিদ্দিক

যুগ্ম সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ সোহেলি নাহার
বাড়ি # ১১, রোড # ৪, সেক্টর # ১৫/সি, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৪৪৭৪০

৪১৯

সাইদুর রহমান

মহাপরিচালক (অবঃ)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ খালেদা রহমান
বাড়ি # ৪, রোড # ২৭, সেক্টর # ৭ উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৬৭৪-৭৩৭৫৬২

৪২০

কৃষিবিদ মোঃ সাইকুল ইসলাম

উপ পরিচালক
ঢাকা বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহমিদা আক্তার
বাড়ি # ৪, রোড # ১, সেক্টর # ৪ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭২৬-১১৩১৮৩
ই-মেইল saikul_islam@yahoo.com

৪২১

মর্তুজা আহমেদ

প্রধান তথ্য কমিশনার (অবঃ)
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান
মোবা ঃ ০১৭১৩-০৬৯৭০২
ই-মেইল ঃ mar_tuza@yahoo.com

৪২২

অজিত কুমার পাল

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ তৃপ্তি রানী পাল
২৩ নাখালপাড়া, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৪১-১২৬৭৫৮
ই-মেইল ঃ akperd@yahoo.com

৪২৩

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল
স্ত্রীর নাম ঃ তানজিমা আজাদ
বাড়ি # ৫, রোড # ৩৬, গুলশান-২
মোবাঃ ০১৭১১-০৬৪৪০৯
ই-মেইল ঃ azadtanzima@gmail.com

৪২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান

সহকারী পরিচালক
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, মিরপুর
স্ত্রীর নাম ঃ জান্নাতুল ফেরদৌস
বাড়ি # ৮৩, রোড # ৭, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-১১৮০০৮
ই-মেইল ঃ mahbub@skt.gov.bd

৪২৫

ডা. মোঃ আনিসুর রহমান খান

সহযোগী অধ্যাপক
কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ
১২/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
মোবাঃ ০১৮১৯ ২৩১৩৫৪
ই-মেইল ঃ doc_anis@hotmail.com

৪২৬

মিসেস বুসরা খান

প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার
বন মন্ত্রণালয়
স্বামীর নাম ঃ আব্দুল মান্নান
বাড়ি # ২০, রোড # ৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৮১৭ ৫৮০৯৭৯

৪২৭

তানভির খুরশীদ

ক্যাপ্টেন
বাংলাদেশ বিমান
স্ত্রীর নাম ঃ ইয়াসমিন খুরশিদ
বাড়ি # ২, রোড # ৬, সেক্টর # ৩ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৯১১-৩৪১৩৪৫
ই-মেইল ঃ khurshidtanvir@yahoo.com

৪২৮

ডা. কাওসার পারভীন

প্রফেসর
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৩, রোড # ২/এ, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৯১১-৩৪৩৬৪৩

৪২৯

এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা খান
বাড়ি # ২৬, রোড # ১২, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৮৫৮০
ই-মেইল ঃ journey.thm@gmail.com

৪৩০

কাজী মোরতাজ আহমেদ

পুলিশ সুপার (পিএসও)
টুরিষ্ট পুলিশ, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কাওসারি জাহান
বাড়ি # ২৫, রোড # ৭, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭২১-৬২৫৮৯৮

৪৩১

মোঃ আহসান হাবীব পলাশ

পুলিশ সুপার
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন
স্ত্রীর নাম ঃ শারমিন সিদ্দিকা
বাড়ি # ২৭, রোড # ৫, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৩৯৯৪৫
ই-মেইল ঃ ahpalas.h@gmail.com

৪৩২

মিয়া মাসুদ করিম

পুলিশ সুপার
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন
স্ত্রীর নাম ঃ আশরাফি সুলতানা
বাড়ি # ১৮, রোড # ১৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৮১৫-০০০৪৭০
ই-মেইল ঃ voiceofmia@yahoo.co.uk

৪৩৩

জুবায়েদ বিন জসিম

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত ডিজাইন বিভাগ-৫, পূর্ত বিভাগ, ঢাকা
বাড়ি # ১৯, রোড # ৭, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৫৩৪-৯৭১২১২

৪৩৪

ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান

ডিপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (অবঃ)
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন
মোবা ঃ ০১৭১১-৩৬৯৫১০
বাড়ি # ২৪, রোড # ৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা

৪৩৫

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম

উপ-পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
স্ত্রীর নাম ঃ তাহমিনা ইসলাম
৭৭৭, আশকোনা, দক্ষিণখান, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭২০-০১৭৫০৫
ই-মেইল ঃ mahabubulacc@gmail.com

৪৩৬

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ পিপিএম (বিএআর)

ডিবি প্রধান
ডিএমপি
স্ত্রীর নাম ঃ শিরিন আকতার
বাড়ি # ২, রোড # ১৫, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১১-৩৫৬০৩৭
ই-মেইল spgazipurpolice.gov.bd

৪৩৭

আজীবন সদস্য

ইঞ্জি. মোঃ আনিসুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
স্ত্রীর নাম ঃ নুর-ই-লায়লা
বাড়ি # ২/বি, রোড # ২১, সেক্টর # ৭ উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৫৬৩০৬০
ই-মেইল ঃ anisur_dcc@yahoo.com

৪৩৮

আজীবন সদস্য

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী

আই.জি.পি (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ হাবিবা হোসেন
পুলিশ অফিসার্স কোয়ার্টার, সেক্টর # ২, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১৬-৬২৬৩৯৫
ই-মেইল ঃ javedpatroary@gmail.com

৪৩৯

বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন

পরিচালক (অবঃ), রাজউক
স্বামীর নাম ঃ একক
বাড়ি # ৮০২, ১১/বি, বিল্ডিং # তুরাগ
সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৭৬১৩৭
ই-মেইল ঃ monira05@gmail.com

৪৪০

আজীবন সদস্য

মোঃ এনামুল হক

ডেপুটি কমিশনার
কাস্টমস্ এক্সাইজ কমিশনারেট, রংপুর
ফ্ল্যাট-৬/সি, বিল্ডিং # মধুমতি, সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাহিদা পারভীন
মোবাঃ ০১৯১১-৬৯২৯৬৬
ই-মেইল ঃ enam_shaheen@yahoo.com

৪৪১

আজীবন সদস্য

নাহিদা পারভীন

সিনিয়র সহকারী কমিশনার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর
ফ্ল্যাট-৬/সি, বিল্ডিং # মধুমতি, সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ এনামুল হক
মোবাঃ ০১৯২২-৮৯৮৮৪৩
ই-মেইল ঃ parvin_nahida@yahoo.com

৪৪২

কৃষিবিদ আনোয়ারা আখতার

পরিচালক (অবঃ)
কৃষি মন্ত্রণালয়,
বাড়ি # ২৬, রোড # ৪, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ কৃষিবিদ ড. এম.এন. মোল্লা
মোবাঃ ০১৯১৮-০২৩৩৬০
ই-মেইল ঃ anowaraakhter@yahoo.com

৪৪৩

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দুদু মিয়া সরকার

চেয়ারম্যান (অবঃ)
জেলা জজ, ঢাকা লেবার কোর্ট
বাড়ি # ২৮, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শামসুন নাহার
মোবাঃ ০১৮১৯-১৬৩২৭৪
ই-মেইল ঃ sarker.dm@gmail.com

৪৪৪

ইঞ্জি. বদিউস সালাম

প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
বাড়ি # ১০, রোড # ৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মোসাঃ সাবিহা সালাম
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৬২৭২
ই-মেইল ঃiqmsalam582@gmail.com

৪৪৫

প্রফে. ড. এ. এন. নাসিমুদ্দিন আহমেদ

কনসালট্যান্ট, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল লিঃ
বাড়ি # ৪১, রোড # ৮, ধানমন্ডি, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহীন আহমেদ
মোবাঃ ০১৮২৯-৬৭৫৪৬৬
ই-মেইল ঃnasim.mahmed1953@gmail.com

৪৪৬

বীর মুক্তিযোদ্ধা নিত্য গোপাল পাল (এন জি পাল)

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৫, রোড # ১০, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ স্বপ্না পাল
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৯১১১৩
ই-মেইল ঃng.poul44.@gmail.com

৪৪৭

এ. কে. এম. রেজাউল করিম

ডাইরেক্টর জেনারেল (অবঃ)
বাংলাদেশ রেলওয়ে
বাড়ি # ৯, রোড # ৩, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ পারভীন আক্তার
মোবাঃ ০১৭১১-৪৬২১২০
ই-মেইল ঃ karim.consul@gmail.com

৪৪৮

আজীবন সদস্য

আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান

অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার (অবঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৪, রোড # ২, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সামারুক তাসমিন
মোবাঃ ০১৭১৩-০৬০৫১৬
ই-মেইল ঃ asmmunna@yahoo.com

৪৪৯

আজীবন সদস্য

মুঈনুল আহসান

পরিচালক (অবঃ)
পেট্রোবাংলা
বাড়ি # ২৫ রোড # ১৪ সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শামিমুন নাহার
মোবাঃ ০১৭১৩-১৪৪২০০
ই-মেইল ঃmuinulahsan01@gmail.com

৪৫০

মুহম্মদ আবদুল বাতেন

পুলিশ সুপার (অবঃ), বাংলাদেশ পুলিশ
বাড়ি # ১২, রোড # ২-এ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ মৌলুদা বেগম
মোবাঃ ০১৮১৯-২২৫২৫২

৪৫১

মুন্সী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

মহা পরিচালক (অবঃ)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী
বাড়ি # ১৯, রোড # ৬, সেক্টর # ১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তাসলিমা পারভীন
মোবাঃ ০১৭১১-১৯৩৮৩৪
ই-মেইল ঃhedayetullah84@gmail.com

৪৫২

মোহাম্মদ হাসান বারী নুর

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
পিবিআই, উত্তরা
বাড়ি # ৩৫, রোড # ১৪/১, সেক্টর # ২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সালমা হাসান
মোবাঃ ০১৭১৮ ৩৭৮৯৭০

৪৫৩

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

যুগ্ম সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৯, রোড # ৬, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আসমা আক্তার
মোবাঃ ০১৭১২-৫০২০০৩
ই-মেইলঃ jakirds20th@gmail.com

৪৫৫

ড. আবুল হোসেন খন্দকার
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ (অবঃ)
বাড়ি # ২এ, রোড # ১, ব্লক # আই, বনানী
স্ত্রীর নাম ঃ মোসাঃ সাহানা ইয়াসমিন
মোবাঃ ০১৭১১-৯৮৮৬৬৫
ই-মেইলঃ k.legalremedy@gmail.com

৪৫৬

এ জেড এম হোসাইন খান
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৯/এ, রোড # ২, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফরিদা হোসাইন
মোবাঃ ০১৭১৫-২২৫৯২২
ই-মেইল ঃazmhossain@yahoo.com

৪৫৭

প্রফে. ডা. মোঃ আসাদ হোসেন
অধ্যাপক
নওগাঁ মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ১৮, রোড # ১৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রফেসর ডাঃ আঞ্জুমান নাহার
মোবাঃ ০১৮১৯-২৫২৫২৫
ই-মেইল ঃasadanatomy@gmail.com

৪৫৮

মোঃ আইউব রেজা পাহলবী
পরিচালক (অবঃ)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৬১, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাহিদ সুলতানা
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১৭৬৭
ই-মেইল ঃma_reza62@yahoo.com

৪৫৯

বিলকিস জাহান রিমি
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ বিভাগ
বাড়ি # ১, রোড # ১৭, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিকুল আলম
মোবাঃ ০১৭১৫-০০১৪৪০
ই-মেইল ঃbilquisrimi@ymail.com

৪৬০

মোঃ জামাল হোসেন
কমিশনার
(কাস্টমস) এনবিআর
বাড়ি # ২৯, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহিন আক্তার
মোবাঃ ০১৭১৪-৭৭৩৩৬৩
ই-মেইল ঃjamal_rangon@yahoo.com

৪৬১

শাহেন আক্তার
কর কমিশনার
এনবিআর
বাড়ি # ২৯, রোড # ১৪, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ জামাল হোসেন
মোবাঃ ০১৭১৫-৩৬৩৪৪৪
ই-মেইল ঃshaheem_rangon@yahoo.com

৪৬২

ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ২৩০৫, ব্লক # এল, বসুন্ধরা
স্ত্রীর নাম ঃ তাহমিনা আক্তার
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৬৮৫৫১
ই-মেইল ঃ ahmkamal2020@yahoo.com

৪৬৩

মোঃ নুরুন্নবী
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৬২/৩
অভিযান, টংগী
স্ত্রীর নাম ঃ রোকেয়া আক্তার
মোবাঃ ০১৭১৬-০৪২৭৪০
ই-মেইল ঃmnnadmn10@gmail.com

৪৬৪

মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান
যুগ্ম সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
কলেজ রোড, টংগী
স্ত্রীর নাম ঃ সায়েদা পারভীন
মোবাঃ ০১৭১১-৩১৪৪৭৬
ই-মেইল ঃmlutfur74@gmail.com

৪৬৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.এফ.এম. সাইফুল ইসলাম
সাবেক সচিব
বাড়ি # ২৬, রোড # ৮, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সাবিহা ইয়াসমিন
মোবাঃ ০১৭১১-৮৯৫৫৫৮
ই-মেইল ঃ afmsaifulislam@yahoo.com

৪৬৬

রওনক জাহান
যুগ্ম সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২১১, রোড # ৩, ব্লক # বি, বসুন্ধরা
স্বামীর নাম ঃ এম. রহমান খোকন
মোবাঃ ০১৭১৫-২২১৩৯৪
ইমেইল ঃ rownakj@finance.gov.bd

৪৬৭

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
জেলা ও দায়রা জজ (অবঃ)
আইন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩২, রোড # ৩৬, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. মোসা. নাসিমা সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১১-৩৭৯৭১২
ই-মেইল ঃm.s.islam@gmail.com

৪৬৯

আজীবন সদস্য
আহমেদুল কবির
অতিরিক্ত এসপি, সিআইডি
বাড়ি # ২৯, রোড # ১৩, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ বাসিতা রহমান
মোবাঃ ০১৭১৫-০৬৭৬৪৮
ই-মেইল ঃahmedul.kabir@outlook.com

৪৭০

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী জে.বি. বড়ুয়া
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ)
আরএইচডি
বাড়ি # ৩০, রোড # ৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ অর্চনা বড়ুয়া
মোবাঃ ০১৭২৬-৪০৭৭৬৪
ই-মেইল ঃbaruajb43@yahoo.com

৪৭১

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভুইয়া
উপসচিব
বাড়ি # ১৮, রোড # ২/এ, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজনীন বেগম
মোবাঃ ০১৭১২-০৩৭৪৩৬
ই-মেইল ঃ mizan15115@gmail.com

৪৭২

মোঃ ফজলুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
৬২/২, উত্তরখান, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তাসমিনা বেগম চৌধুরী
মোবাঃ ০১৭১৫-৭০১৩৭৯
ই-মেইল ঃ frbhy@yahoo.com

৪৭৩

ড. মোঃ আজিজুল হক
চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার (অবঃ)
বিএআরআই, গাজীপুর
বাড়ি # ২৬, রোড # ০৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোবাঃ ০১৬৮৮-৯৯৯৭৭৭
ই-মেইল ঃhaqazizul@gmail.com

৪৭৪

মোঃ আবু জাফর
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
ব্লক # ডি, ২
বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রাজিয়া জাফর
মোবাঃ ০১৮১৯-২১৯৭৩৭
ই-মেইল ঃabu.zafar@smcc.com

৪৭৫

নিগার সুলতানা পারভীন
সহকারী পরিচালক (ট্রেনিং)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৭, রোড # ৬, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মাহবুবুর রহমান সবুজ
মোবাঃ ০১৭১৬-৬০৮৯৭৯
ই-মেইল ঃnigarjoly@yahoo.com

৪৭৬

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক
উপসচিব (অবঃ)
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২১, রোড # ১২, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মোসাঃ সুরাইয়া হক
মোবাঃ ০১৭২৩-৯১৭৮৬৮

৪৭৭

সাজিয়া আফরীন
উপসচিব
আইসিটি মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩৪, রোড # ২১, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মনিরুজ্জামান
মোবাঃ ০১৯৭২-৪৬২৪৪০
ই-মেইল ঃshaziaafreen_bdd@yahoo.com

৪৭৮

আবু কায়ছার খান
জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী
লেন # ২২, রোড # ২, বারিধারা
স্ত্রীর নাম ঃ জিনাত আফরিন
মোবাঃ ০১৭১৭-৬৭৫৪৪৫

৪৭৯

মোঃ শফিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
রূপপুর এক্সটার্নাল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক প্রজেক্ট
বাড়ি # ৮, রোড # ৩/এ, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারহানা আফরোজ
মোবাঃ ০১৫৫০-১৫১৩১৯

৪৮০

মোহাম্মদ আজাদ ছাল্লাল
যুগ্ম সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরিন সুলতানা রুমি
বাড়ি # ৪৬০, জয়নাল মার্কেট, উত্তরা
মোবাঃ ০১৭১৫-০২০৮২৬

৪৮১

মোঃ মোশরেকুল আলম
সহকারী পরিচালক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৭বি, দেওয়ান সিটি, সেক্টর # ৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরীন সুলতানা
মোবাঃ ০১৭১১-২৬২০০১
ই-মেইল ঃ malam_buet@yahoo.com

৪৮২

আজীবন সদস্য
ডি. এ. নাসির
এসপি (অবঃ)
বাংলাদেশ পুলিশ
বাড়ি # ৪৩, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সুফিয়া বেগম
মোবাঃ ০১৭১৮-৭৪৫৫২২
ই-মেইল ঃ danasirbd@gmail.com

৪৮৩

আজীবন সদস্য
ড. শাহানা আক্তার
বিজ্ঞানী (অবঃ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাড়ি # ০২, রোড # ১৫, সেক্টর # ০৬, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ প্রফেসর ডা. সাব্বির আহমেদ খান
মোবাঃ ০১৭১১-৩৯১৯১৮

৪৮৪

আজীবন সদস্য
মোঃ আল-মামুন
এডিশনাল ডিআইজি অব পুলিশ
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ
বাড়ি # ৯ (৩/এ), রোড # ১/এ, পল্লবী, মিরপুর
স্ত্রীর নাম ঃ ইসরাত আরা নির্ঝর
মোবাঃ ০১৭১৬-৪৭৬৮৮৮
ই-মেইল ঃ mdalmamun17.11@gmail.com

৪৮৫

ডা. আঞ্জুমান নাহার
প্রফেসর
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ১৮, রোড # ১৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ প্রফেসর ডাঃ মোঃ আসাদ হোসেন
মোবাঃ ০১৭১১-৯৩৪০৫০

৪৮৬

আজীবন সদস্য
মোঃ মনিরুল ইসলাম
সাব-রেজিষ্ট্রার
আইন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১০, রোড # ১৩/এ, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আসমা সিদ্দিকা
মোবাঃ ০১৯৮৮-৭৭৭৬৬৬
ই-মেইল ঃ i.moin26@yahoo.com

৪৮৭

আজীবন সদস্য
ডা. এস.এম. রোকনুজ্জামান
প্রফেসর
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৬, রোড # ৯, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ সোহেলী পারভীন
মোবাঃ ০১৭১৮-৪১৭৪১৪
ই-মেইল ঃ 27mmcdrsmyz@gmail.com

৪৮৮

আজীবন সদস্য
ডা. মারুফ বিন হাবিব
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ২, রোড # ৫, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ ইফফাত আরা আকবর
মোবাঃ ০১৮১৯-২৭৪২৭২
ই-মেইল ঃ marufbin@hotmail.com

৪৮৯

আজীবন সদস্য
প্রফে. ডা. দেবাশীষ বিশ্বাস
বিভাগীয় প্রধান, অর্থোপেডিক বিভাগ
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৪, রোড # ৭, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ অদিত্রী রায়
মোবাঃ ০১৭১২-৫৮২৬০২
ই-মেইল ঃdebashis_67@yahoo.com

৪৯০

আজীবন সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. ফরিদুল হাসান
অধ্যাপক (চক্ষু)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা
বাড়ি # ৩৭, রোড # ৯সি, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ তাহমিনা হোসাইন তালুকদার
মোবাঃ ০১৫৫২-৪৫১৭০৭
ই-মেইল ঃ drfaridul@yahoo.com

৪৯১

আজীবন সদস্য
প্রফে. ফেরদৌস মহল
প্রফেসর, গাইনোকলজি বিভাগ
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ১৭, রোড # ১০, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ আমরান হাসান
মোবাঃ ০১৮১৯-২১৩৫২০
ই-মেইল ঃferdousmahalrooni@gmail.com

৪৯২

আজীবন সদস্য
অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
অধ্যাপক
সিটি ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল
বাড়ি # ২১, রোড # ৮, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ মোফাক্কারুন নেসা
মোবাঃ ০১৭১১-৪৬৪১০১
ই-মেইল ঃ drmahfuzms@yahoo.com

৪৯৩

আজীবন সদস্য
ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৩৬, রোড # ১৪, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শামীমা আক্তার
মোবাঃ ০১৭১১-৯৩৪০৫০
ই-মেইল ঃmosarrafuamc@gmail.com

৪৯৪

আজীবন সদস্য
ডা. মোঃ ইলাহী বখশ শিকদার
চীফ কনসালট্যান্ট
শিকদার ডেন্টাল ক্লিনিক
বাড়ি # ৫, রোড # ১৬ ,সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. তারান্নুম অরেলিয়া চৌধুরী
মোবাঃ ০১৭১১-৩৫০২৯০
ই-মেইল ঃsikderdentalbd@gmail.com

৪৯৫

আজীবন সদস্য
তোফায়েল আহম্মদ
এডিশনাল ডিআইজি, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন
বাড়ি # ৩, রোড # ৩২, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জাহিদা রহমান
মোবাঃ ০১৭১৮-০০৫০০৮
ই-মেইল ঃtofailpol@yahoo.com

৪৯৭

আজীবন সদস্য
সামসুদ্দিন আহমেদ
প্রাক্তন এমডি
বাংলাদেশ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড
বাড়ি # ৬, রোড # ১৪, সেক্টর # ১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নেহারুন নেছা আহমেদ
মোবাঃ ০১৮১৯-২৬২০২১
ই-মেইল ঃshams7.bd@gmail.com

৪৯৮

আজীবন সদস্য
ডা. হাসমত আলী
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ২, রোড # ১৫, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ নাসিমা আক্তার
মোবাঃ ০১৮১৯-২৬২০২১
ই-মেইল ঃhasmans67.@gmail.com

৪৯৯

আজীবন সদস্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ আমীর হোসাইন রাহাত
অধ্যক্ষ
শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর
বাড়ি # ১০, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ অনামিকা ফারজানা
মোবাঃ ০১৭১৫-০০৪৩০৪
ই-মেইল ঃrahatgp@yahoo.com

৫০০

আজীবন সদস্য
মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান
অধ্যাপক
আইইউবিএটি
বাড়ি # ৪০, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সায়েস্তা খানম
মোবাঃ ০১৭১৫-১৩৩০০৮
ই-মেইল ঃlutfarrahamn@iubat.edu

৫০১

আজীবন সদস্য
ডা. সুশান্ত কুমার সরকার
সহযোগী অধ্যাপক
শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর
চন্দ্রা, গাজীপুর
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ স্বপ্না রানী রায়
মোবা ঃ ০১৭১৬-০১৯১১৪
ই-মেইল ঃdrsushanta@27gmail.com

৫০২

সুলতানা রাজিয়া
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবঃ)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
বাড়ি # ০৮, রোড # ২৪, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ ড. মোঃ মোজ্জামেল হক খান
মোবাঃ ০১৭১১-৪৮০২৭১
ই-মেইল ঃicvadsr@gmail.com

৫০৩

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ০৮, রোড # ২৪, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা রাজিয়া
মোবাঃ ০১৭১১-৪৮০২৭১

৫০৪

আজীবন সদস্য
ডা. মোঃ সালাহ উদ্দীন শাহ
অধ্যাপক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি # ৮, রোড # ৭সি, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭১১-৬৬১৩৭২

৫০৫

আজীবন সদস্য
ডা. মোঃ আজিজুল ইসলাম
এমও (এমসিএইচ-এফপি)
গাজীপুর সদর
বাড়ি # ৫, রোড # ১১, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
মোবাঃ ১৭১২-৮২৭০২১

৫০৬

আজীবন সদস্য
চৌধুরী কামরুল আহসান
এডিশনাল আইজি অব পুলিশ (অবঃ)
বাড়ি # ৪১, রোড # ১, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আসমা চৌধুরী
মোবাঃ ০১৭১৩-০৪৪৮৯৯
ই-মেইল ঃcqa52@yahoo.com

৫০৭

আজীবন সদস্য
খন্দকার গোলাম ফারুক বিপিএম, (বার) পিপিএম
কমিশনার (অবঃ), ডিএমপি
বাড়ি # ৭, রোড # ৩৩, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সারমিন আক্তার
মোবাঃ ০১৭১১-২৭৫৪৯৬
ই-মেইল ঃkgfaruq64@gmail.com

৫০৮

আজীবন সদস্য
ডা. তানজিনা নাসরিন
সহকারী অধ্যাপক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ১৬, রোড # ১৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ আদনান আহমেদ হাসান
মোবাঃ ০১৬৭৬-০৯১৮৭৫

৫০৯

আজীবন সদস্য
মোহাম্মদ হানিফ
নির্বাহী প্রকৌশলী
ডিপিএইচই, গাজীপুর
বাড়ি # ৬, রোড # ১/এ, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নার্গিস আক্তার
মোবাঃ ০১৭১৬-১৫৭৬৪৬

৫১০

মোঃ জাকির হোসেন
সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, রমনা, ঢাকা
বাড়ি # ৩৮, রোড # ২০, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মুস্তারী জেবিন
মোবাঃ ০১৭২০-০৩৯৯৯৫
ই-মেইল ঃ zukir_zul@yahoo.com

৫১১

প্রকৌ. মোঃ রায়হান আরেফিন
নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসকো
বাড়ি # ৩১, রোড # ১৫
সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ইঞ্জি. ফৌজিয়া সাহানাজ
মোবাঃ ০১৭১৩-০৯০৬০০
ই-মেইল ঃ raihan.arafin@gmail.com

৫১২

এম. সহীদুল ইসলাম চৌধুরী
আইজিপি (অবঃ)
বাড়ি # ৯, রোড # ৬
সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ বেগম সহিদুল ইসলাম চৌধুরী
মোবাঃ ০১৯১১-৩২৭৪৯৫

৫১৩

বাহারুল আলম
ডিআইজি (অবঃ)
বাংলাদেশ পুলিশ
বাড়ি # ৭সি, রোড # ১৩/এ, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা হেলেন
মোবাঃ ০১৮৩২-২৪১৭৬৪

৫১৪

প্রকৌশলী বিমল চন্দ্র কর্মকার
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৮৩, রোড # ১৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কল্যাণী পাল
মোবাঃ ০১৭১৫-০০৪৯৪২
ই-মেইল ঃchardrabimalkarmaker@gmail.com

৫১৬

আজীবন সদস্য
মোঃ মিলন মাহমুদ
এডিশনাল এসপি
বাংলাদেশ পুলিশ
বাড়ি # ৫৭, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ আফসানা সর্মি
মোবাঃ ০১৭১৬-৬০৩২৯৯
ই-মেইল ঃmmahmudl97@yahoo.com

৫১৭

ডা. শাহ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
পরিচালক (অবঃ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী
বাড়ি # ১৭, রোড # ১৪, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডাঃ সাজিদা হোসেন
মোবাঃ ০১৯১২ ৪৭৬০২০
ই-মেইল ঃ shahmju@gmail.com

৫১৮

এ.এন. হাফিজ আহমেদ
উপ-সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৩, রোড # ৮, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মনোয়ারা বেগম
মোবাঃ ০১৭৩১-২৬৭৬৫৭

৫১৯

ড. মোঃ মামুন উর রশীদ
অতিরিক্ত পরিচালক (অবঃ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ১১০৮/১, উত্তরখান, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সাহনাজ বেগম
মোবাঃ ০১৯১১-২২১৯২৭
ই-মেইল ঃrashid57su@yahoo.com

৫২০

এ. এইচ. এম. তৌহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব (অবঃ)
৩৫/১০/১, গোলাপবাগ, ওয়ারী
স্ত্রীর নাম ঃ হামিদা খানম
মোবাঃ ০১৭১৫-০১৩৫৩০

৫২১

নুর মোহাম্মদ
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৩৮, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জিন্নাতুন নেছারুমি
মোবাঃ ০১৭১১-৭৩১৫২৮
ই-মেইল ঃpreemaneetie@gmail.com

৫২২

মোঃ আখতারুজ্জামান খান
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জুবেদা আক্তার খান
মোবাঃ ০১৭৪৬-১৭৭২৬৮

৫২৩

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সচিব)
পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) অথরিটি
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বাড়ি # ৩২, রোড # ১১, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সানজিদা আফরোজ
মোবাঃ ০১৭১১-৯৭২৩৩০

৫২৪

মোঃ কামরুল হাসান খান এনডিসি
যুগ্ম সচিব, পরিচালক (গ্রাহক সেবা)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ
বাড়ি # ৮৭, রোড # ৯/সি, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ইলোরা আহমেদ
মোবাঃ ০১৭৬৫-৮২০১০২
ই-মেইল ঃkhankamrul66@gmail.com

৫২৫

খন্দকার নজিবুল আলম
ম্যানেজার
(এইচআর), ডেসকো
বাড়ি # ২৫, রোড # ৬, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ দীল আফরোজা
মোবাঃ ০১৭৮৭-৬৮০৫২৪

৫২৬

মোহাম্মদ মামুন মিয়া
উপ-পরিচালক, রাজউক
কাচাঁবাজার, সেক্টর # ৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ লুৎফিআ আরা পপি
মোবাঃ ০১৭৮১-৪৪৭৭৭৮
ই-মেইল ঃmamun15767@yahoo.com

৫২৭

মোঃ আব্দুল আজিজ
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৬, রোড # ১০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জুনেদা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৫-৯৬৬১৭০

৫২৮

আজীবন সদস্য
মোঃ মাহবুব উল আলম
যুগ্ম সচিব
এনপিডি (সিভিআরপি)
বাড়ি # ৪৫, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সামসে আরা আক্তার
মোবাঃ ০১৭১৬-০৫৪৭২৪৪
ই-মেইল ঃ mpdcvrp@gmail.com

৫২৯

আজীবন সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (অবঃ)
সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বাড়ি # ২৪, রোড # ১০, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহামুদা বেগম
মোবাঃ ০১৭১৩-৭৫৮৪৬৩
ই-মেইলঃ zakir.hossain121024@gmail.com

৫৩০

এ.টি.এম. ফয়জুল করিম
প্রধান প্রকৌশলী (অবঃ), ডেসা
বাড়ি #১৮, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নূর করিম
মোবাঃ ০১৯১১-৩২৬৫৭০

৫৩২

আজীবন সদস্য
ডা. সালাউদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর (অবঃ)
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ
বাড়ি # ২৬, রোড # ১৫, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মাকসুদা পারভীন
মোবাঃ ০১৭১৬-৪৫২১৭২
ই-মেইল ঃ salahuddinahmedphd@gmail.com

৫৩৩

ড. মোঃ জাহেদুল হাসান
যুগ্ম সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ০৮, কর্ণফুলী, সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সানজিদা খানম
মোবাঃ ০১৫৫২-৩৩২২৬১
ইমেইল ঃ jahed1964@gmail.com

৫৩৪

মনোজ কুমার হাওলাদার
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক
বাড়ি # ৪, রোড # ১০, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ স্নেহলতা হাওলাদার
মোবাঃ ০১৭১৫-৩৯০২১৬
ই-মেইল ঃ mkhewlader2001@gmail.com

৫৩৫

আজীবন সদস্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান, নিউরো সার্জারি বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বাড়ি # ২৮, রোড # ৬, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহতাবুন নেসারুমি
মোবাঃ ০১৭১৫-৩৬৭৮৪৩
ই-মেইল ঃ islamms.yahoo.com

৫৩৬

আজীবন সদস্য
সৈয়দ আতিকুর রহমান
কাস্টম অফিসার
কাস্টম হাউজ, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নুরী সালাম
মোবাঃ ০১৭৬৫-২৮ ২৪ ৯৩
ই-মেইল ঃ satiqur@gmail.com

৫৩৭

আজীবন সদস্য
ইঞ্জি এ এইচ এম মহিউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ
বাড়ি # ৪০, রোড # ১, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহবুবা হোসেন
মোবা ঃ ০১৭৩০-৩৩৫১৮২
ই-মেইল ঃ mohiuddin662@gmail.com

৫৩৮

আজীবন সদস্য
ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
বাড়ি # ১৮, রোড # গরীব এ নেওয়াজ
সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. ফাহমিদা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭১৬-৩০৬০৬৭
ই-মেইল ঃ drsaifulislam@gmail.com

৫৩৯

মেহের নিগার
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১১, রোড # ১১, বনানী, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মনজুর মোর্শেদ পাঠান
মোবা ঃ ০১৫৫২-৪৫৫৫২৫
ই-মেইল ঃ mehernigar51@gmail.com

৫৪০

আজীবন সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৯, রোড # ২২, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রেহানা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭১৩-২৪৯৭৫৫
ই-মেইল ঃ delwar.sr@gmail.com

৫৪১

আজীবন সদস্য
ক্যাপ্টেন কাজী আলী ইমাম
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি # ১১, রোড # ৪, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কামরুন নাহার রোশান
মোবা ঃ ০১৯৭০-০৬৮৭৪৪
ই-মেইল ঃ the.imams@gmail.com

৫৪২

তারেক উল ইসলাম
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৭, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রেহানা বেগম
মোবা ঃ ০১৭১১-১৪৯০৮১
ই-মেইল ঃ tariqreshad@yahoo.com

৫৪৩

মোঃ আবু কাওছার মল্লিক
পরিচালক, অর্থ ও হিসাব, রাজউক
বাড়ি # ৩১, রোড # ৯, ব্লক # এফ, সেক্টর # ১৫
স্ত্রীর নাম ঃ সায়লা পারভীন
মোবা ঃ ০১৭৩০-০১৩৯১১
ই-মেইল ঃkauser.mallik68@gmail.com

৫৪৪

এবিএম আরশাদ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১০, রোড # ১১, শেখেরটেক, আদাবর
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস আনোয়ারা পারভীন
মোবা ঃ ০১৭১৫-৫৬৭২২৭
ই-মেইল ঃabmarshad@gmail.com

৫৪৫

আজীবন সদস্য
খন্দকার রেজাউল হাসান
এডিশনাল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি
বাড়ি # ১৭, রোড # ৪, সেক্টর # ১২
স্ত্রীর নাম ঃ আয়শা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭১৬-৩৪১৮৮০

৫৪৬

আজীবন সদস্য
মোঃ ফেরদাউছ হোসেন
এডিশনাল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি
বাড়ি # ৭১, রোড # ১৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ খান লায়লা বিলকিস
মোবা ঃ ০১৭১১-২০৭৭৮০

৫৪৭

এ কে এম রফিকুল হক বীর প্রতীক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বাড়ি # ৫৩, রোড # ১৫, সেক্টর # ১১, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শিরিন সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭২৯-০৭২৮০০
ই-মেইল ঃrafiqulhaquebirprotick@gmail.com

৫৪৮

আজীবন সদস্য
ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন
আর.এম.ও. ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শ্যামলী
বাড়ি # ৬, রোড # ৪, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহানা পারভীন
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৪০০৪৭
ই-মেইল ঃ drdsh1966@gmail.com

৫৪৯

মেজবাহ উদ্দিন
সচিব (অবঃ)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৭, রোড # ৩, ধানমন্ডি
স্ত্রীর নাম ঃ ইশরাত জাহান
মোবা ঃ ০১৭১৫-৪২২০৩৮
ই-মেইল ঃ mesbahuddinps@yahoo.com

৫৫০

ড. মোঃ হারুন অর রশীদ বিশ্বাস
মহাপরিচালক (অবঃ), সমবায় অধিদপ্তর
বাড়ি # বিডি-৯, চেয়ারম্যান পার্ক
২/৪/২, সাউথ কল্যাণপুর, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ওহিবা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭১১-৯৭৮২৮২
ই-মেইল ঃmhrb028@gmail.com

৫৫১

মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহা পরিচালক (অবঃ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বাড়ি # ৮৩, রোড # ৭, সেক্টর # ৪
স্ত্রীর নাম ঃ লুবনা হারুন
মোবা ঃ ০১৭১৩-০৩১৭৩৯
ই-মেইল ঃ aikhan62@yahoo.com

৫৫২

মোঃ সাইফ উদ্দিন
সেক্রেটারি জেনারেল
ডায়াবেটিস সমিতি
বাড়ি # ২৬, রোড # ৪, সেক্টর # ৩
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস সাইয়েদা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭১৩-০০১২২৩
ই-মেইল ঃmsayefuddin@gmail.com

৫৫৩

মোঃ জিলহাজ উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
সেলস্ এন্ড ডিসট্রিবিউশন, মিরপুর, ডেস্‌কো
বাড়ি # ৭৯-৮০, রোড # ১৬, ব্লক-জি
বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মায়ানুর আহমেদ
মোবা ঃ ০১৭১৩-৪৪৩০২৪
ই-মেইল ঃzelhaj@desco.gov.bd

৫৫৪

মোঃ সাইফুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস নুসরাত সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১২-৭৪৮৫৯৩
ই-মেইল ঃsaiful-555@hotmail.com

৫৫৫

মোঃ সিরাজুল ইসলাম খাঁ
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৪৪, রোড # ১, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস কোহিনুর আক্তার খানম
মোবা ঃ ০১৭১৫-২৯৮৪১২
ই-মেইল ঃ khanshiraj005@gmail.com

৫৫৬

একেএম জাকির হোসেন ভূইয়া
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৭, রোড # ১, সেক্টর # ১৫/ডি, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মমতাজ জাহান
মোবা ঃ ০১৭১১-৮২২৪৩৯
ই-মেইল ঃzakir1962@yahoo.com

৫৫৭

শাহ জুলফিকার হায়দার
উপ-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাড়ি # ৪৭, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মেহের নাজনীন খান
মোবা ঃ ০১৫৫০-১৫৫০২১
ই-মেইল ঃ zahider17@gmail.com

৫৫৮

ডা. মোঃ আদনান ইসলাম
মেডিকেল অফিসার
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বাড়ি # ২৭, রোড # ১০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তানজিনা তুলি
মোবা ঃ ০১৭৩২-০৯১৮৬৩
ই-মেইল ঃ dr.adnan956@gmail.com

৫৫৯

রিনা পারভীন
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
বাড়ি # ৫৩১, রোড # ০৮, এভিনিউ # ০৬, মিরপুর ডিওএইচএস
স্বামীর নাম ঃ আজমল হোসেন খান
মোবা ঃ ০১৫৫২-৪৭২৪৩৪
ই-মেইল ঃ rinaparveen@gmail.com

৫৬০

কাজী গোলাম সারওয়ার
জেলা ও দায়রা জজ (অবঃ)
বাড়ি # ১৭, রোড # ১৭, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আমেনা আইয়ুব
মোবা ঃ ০১৭১২-৫১৩৭৪৬
ই-মেইল ঃarnob_arch@yahoo.com

৫৬১

ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান
এসোসিয়েট প্রফেসর
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউশন ও হাসপাতাল
বাড়ি # ৩৩, রোড # ৭, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ কানিজ সোহানা
মোবা ঃ ০১৭১১-৪৭৯২০৪
ইমেইল ঃ atiqsp99@gmail.com

৫৬২

আজীবন সদস্য
রীতা খন্দকার
সহকারী অধ্যাপক, সরকারি তিতুমীর কলেজ
ফ্ল্যাট: ৬০৪, ৩৫ সেগুনবাগিচা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ খলিলুজ জামান
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩৯৭৩৩৮
ই-মেইল ঃ ritakhandakersumi@gmail.com

৫৬৩

ডা. এম. এ. সামাদ
সহকারী পরিচালক (অবঃ), ঢাকা মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ২০, রোড # ১৮, সেক্টর # ১৩
স্ত্রীর নাম ঃ নাদিয়া শারমিন
মোবা ঃ ০১৮১৯-১৯১২৭৬
ই-মেইল ঃ mdabdussamad110@gmail.com

৫৬৪

প্রফে. ড. ফেরদৌসী খান
অধ্যক্ষ (অবঃ), সরকারি বাংলা কলেজ
বাড়ি # ২৪, রোড # ১, সেক্টর # ১
স্বামীর নাম ঃ ইঞ্জি. এম এ মজিদ
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৩৩৪২৭

৫৬৫

মোঃ ফারুক আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৩৮, রোড # ২, সেক্টর # ১০
স্ত্রীর নাম ঃ শবনম মোস্তারি
মোবা ঃ ০১৭৯৪-৬৬৬৬৬২

৫৬৬

মোহাম্মদ মুসলিম
এডিশনাল ডিআইজি
বাড়ি # ২৫, রোড # ১৫, সেক্টর # ৪
স্ত্রীর নাম ঃ শারমিন আবিজান মুক্তা
মোবা ঃ ০১৭২১-৩৯২৬০৬
ই-মেইল ঃ muslim500@yahoo.com

৫৬৭

ডা. সৈয়দ ফিরোজ আলমগীর
তত্ত্বাবধায়ক (অবঃ)
রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল
বাড়ি # ৬/এফ, রোড # ৫, ব্লক জি, বসুন্ধরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. শিমুল কলি হোসাইন
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৩৫০৪২
ই-মেইল ঃ bhalo.thakben@gmail.com

৫৬৮

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৮৪, রোড # ১৬, সেক্টর # ১০
স্ত্রীর নাম ঃ রুনা লায়লা
মোবা ঃ ০১৭১২-৬৯২০৮৯
ই-মেইল ঃ mdkabir747@gmail.com

৫৬৯

নূর-ই-আলম
ডেপুটি কমিশনার, ট্যাক্স জোন-০৯, ঢাকা
বাড়ি # ১, রোড # ১/বি, সেক্টর # ১৫
স্ত্রীর নাম ঃ মমতাজ সুলতানা
মোবা ঃ ০১৯১১-১৮৯১৮৫
ই-মেইল ঃ nalamgp33@gmail.com

৫৭০

আজীবন সদস্য
মোঃ আব্দুস ছাত্তার
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১২, রোড # ৪/এ, সেক্টর # ১৫সি/১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরিন সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭৪৮-৬০২৯৬৯
ই-মেইল ঃ sattarnet552@gmail.com

৫৭১

মোঃ আবেদ আলী
যুগ্ম সচিব, জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার, ডিএনসিসি
বাড়ি # ১০, রোড # ৯, সেক্টর # ৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ উম্মে কুলসুম বেগম
মোবা ঃ ০১৭২০-৮৩৩২২০
ই-মেইল ঃ abedac72@yahoo.com

৫৭২

আব্দুল মতিন খান
সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৫৫, রোড # ১, সেক্টর # ৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ আলমতাজ মতিন
মোবা ঃ ০১৭১৫-১০৪৪৪০

৫৭৩

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বাড়ি # ৩৭, রোড # শাহ মখদুম, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ কাজী শাহানা বেগম রীনু
মোবা ঃ ০১৭১২-৬১৮০৪৫
ই-মেইল ঃ syedsirajgm@gmail.com

৫৭৪

ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (রতন)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
বাড়ি # ৩৫, রোড # ৬/এ, সেক্টর # ৫
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহমিদা হক
মোবা ঃ ০১৮১৯-৯১৪৭৪৮

৫৭৫

এসএম দেলোয়ার হোসেন
রিসার্চ অফিসার (এনসিটিবি)
বাড়ি # ৮৩, রোড # ৭, সেক্টর # ৪
স্ত্রীর নাম ঃ আতিকা আক্তার
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩৩৭২২১
ই-মেইল ঃ delwar.dutee7707@gmail.com

৫৭৬

ইঞ্জি. মোঃ শাহজাহান
ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বিটিসিএল
বাড়ি # ১১, রোড # ৫, সেক্টর # ৬
স্ত্রীর নাম ঃ ড. শারমিন জাহান উর্মি
মোবা ঃ ০১৫৫০-১৫১১৭৮
ই-মেইল ঃ shahjahan.btcl@gmail.com

৫৭৭

আজীবন সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন
জেলা ও দায়রা জজ
দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল নং-০২
বাড়ি # ১০ , রোড # ১০, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস রাবেয়া এস এইচ শম্পা
মোবা ঃ ০১৭১১-৪২৫৩১৫
ই-মেইল ঃ thefusticefirstbjs@gmail.com

৫৭৮

আনসার উদ্দিন খান পাঠান
এসপি, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা
বাড়ি # ৪২, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাজনীন সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৪৭৫৮৪
ই-মেইল ঃ pathankazla@yahoo.com

৫৭৯

আজীবন সদস্য
মোঃ রিপন কবির লস্কর
উপ-পরিচালক (অবঃ), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪, রোড # ৯/সি, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তানজিনা সুলতানা
মোবা ঃ ০১৯২৭-৬৯৭৫০৭
ই-মেইল ঃ rklaskar65@yahoo.com

৫৮০

ডা. কে.এইচ.এম. নিয়ামুল রুহানী
মেডিকেল অফিসার, মেডিসিন বিভাগ
মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বাড়ি # ৪১, রোড # ২, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ইউ এফ নাহিদ সুলতানা
মোবা ঃ ০১৯২৬-১৯৭৬৪৫
ই-মেইল ঃ ruhan28@yahoo.com

৫৮১

ফাহমিদা সুলতানা
তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
বাড়ি # ২৮, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোঃ মাবুব আলী
মোবা ঃ ০১৯৭১-১৪৫৮৮৫
ই-মেইল ঃ fahmida2794@yahoo.com

৫৮২

ড. আব্দুল আউয়াল মিয়া
ডেপুটি ডিরেক্টর (পরিচালক), (অবঃ)
ডিএই, খামারবাড়ি
বাড়ি # বি ১২০৪, রোড # মধুমতি, সেক্টর # ১৮, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ বেগম কামরুন্নেসা
মোবা ঃ ০১৭৮৮-৯৩৭৩৪১
ই-মেইল ঃ awaldae1989@gmail.com

৫৮৩

মোঃ আজিজুল হক
ডিরেক্টর জেনারেল
পরিবহন নিরীক্ষা অধিদপ্তর
বাড়ি # ২৫, শাহ মখদুম, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭১১-০২০৭১২
ই-মেইল ঃ ahoque63@yahoo.com

৫৮৪

ডা. এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৫, রোড # ১১, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস তাহেরা কামাল
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৮২৮০০
ই-মেইল ঃ tkanp2002@gmail.com

৫৮৫

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # গণভবন, স্টাফ কোয়ার্টার
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মোমেনা বেগম
মোবা ঃ ০১৭৫৫-৫২১০০০

৫৮৬

প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান
উপাধ্যক্ষ
এ. এইচ. জেড. সরকারি কলেজ, মাদারগঞ্জ
বাড়ি # ১১০২, রোড ১৫/এ, কৃষ্ণচূড়া, সেক্টর # ১৮, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রওশন আরা বেগম পপি
মোবা ঃ ০১৭১৬-৪৫৯৯৬৮
ই-মেইল ঃhabiburrahmanad64@gmail.com

৫৮৭

মোঃ মোজাফফর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (অবঃ)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৩০, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ জ্যোস্না জাহান আফরোজা
মোবা ঃ ০১৭১২-৯৪৪৬৩০
ই-মেইল ঃ mozaffar1956@gmail.com

৫৮৮

মোঃ শামীম রহমান
উপ-সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ১৩, রোড # ৫, সেক্টর # ১৩
স্ত্রীর নাম ঃ তাবাস্‌সুম মেহেনাজ জাহান
মোবা ঃ ০১৭১৭-৪১৫৩৭৭
ই-মেইল ঃshamimdoc@hotmail.com

৫৮৯

এ. কে.এম. মিজানুর রহমান
যুগ্ম সচিব
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪৮, রোড # ১০, সেক্টর # ১০
স্ত্রীর নাম ঃ শাহনাজ বেগম
মোবা ঃ ০১৭১১-৭৩০৩৫৬
ই-মেইল ঃmizan15219@gmail.com

৫৯০

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মেজবাহ উদ্দিন
পরিচালক (অবঃ), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
ফ্ল্যাট # বি-৫ (রিগালিয়া), বাড়ি # ০৯
রোড # ৫৯, গুলশান # ০২, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. মাহফুজা খানম
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৪০৬৫০
ই-মেইল ঃgmu.kabir@gmail.com

৫৯১

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার
ডেপুটি সেক্রেটারি
জন নিরাপত্তা বিভাগ
বাড়ি # ০৯, রোড # ২০/এ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. ফারিয়া আফরোজ
মোবা ঃ ০১৭৭৭-৭২০০০৭

৫৯২

মোঃ শরিফুল আলম তানভীর
সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাড়ি # ৮৭, রোড # ৭, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ উপমা তালুকদার
মোবা ঃ ০১৭১১-১৩৭৬৬৩
ই-মেইল ঃtanvirsharif1003@gmail.com

৫৯৩

ড. শাহনাজ পারভীন
এসোসিয়েট প্রফেসর
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা
বাড়ি # ২০৯, খানটেক, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ ড. এম শাহিন খান
মোবা ঃ ০১৭৩২-৪৮৭১৫৬
ই-মেইল ঃshahnaz_khan9@yahoo.com

৫৯৪

আজীবন সদস্য
প্রফেসর মোঃ নিজামুল করিম
সেক্রেটারি, এনসিটিবি
বাড়ি # ৯৭, রোড # ১২, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা শেলী
মোবা ঃ ০১৭১১-২৬২৪২১
ই-মেইল ঃ drnizam66@yahoo.com

৫৯৫

মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, রাজউক
বাড়ি # ১/ডি, রোড # ৬, সেক্টর # ১৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ রেমেন হেনা ইভা
মোবা ঃ ০১৭০৭-১৫৮০৯৭

৫৯৬

মোঃ মিনহাজ উদ্দীন
যুগ্ম পরিচালক
ভ্যাট অডিট, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৬, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহমুদা চৌধুরী মিলা
মোবা ঃ ০১৭১৭-৪৬৬৯৯৯
ই-মেইল ঃminhaztopon@gmail.com

৫৯৭

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অতিরিক্ত ডিআইজি, ঢাকা
বাড়ি # ১৪, রোড # ২, সেক্টর # ১৩, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ সায়লা সম্পা খন্দকার
মোবা ঃ ০১৭১২-১১৯৫২৫
ই-মেইল ঃ delwarhossainbpt@gmail.com

৫৯৮

মোঃ ইসরাইল হাওলাদার
পুলিশ সুপার, কমান্ডিং অফিসার, সিলেট
বাড়ি # ৬, রোড # ১৪, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. তানজিলা সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১১-১৫৯৩৭৭
ই-মেইল ঃisrailhdr@gmail.com

৫৯৯

খান মোঃ ইলিয়াস
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
বাড়ি # ১০, করতোয়া, সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শামীম আরা বেগম
মোবা ঃ ০১৭১১-৯৭৮১৪১
ই-মেইল ঃ khan.alias15@gmail.com

৬০০

শাহ মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ
উপ-পরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
বাড়ি # ৫, রোড # ৩/বি, সেক্টর ১৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হাবিবা শুকরানা
মোবা ঃ ০১৭১১-৩৬৯৮২৩
ই-মেইল ঃ smwalibd@gmail.com

৬০১

ড. ললিতা রানী বর্মণ
যুগ্ম সচিব (পিআরএল), খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩, রুপায়ন সিটি, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ নিমাই কুমার দাস
মোবা ঃ ০১৭১১-১৭৭১২৪
ই-মেইল ঃ lalitalalita2002@hotmail.com

৬০২

এ. জি. মকফুবার রহমান
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, SPBN-2, গণভবন
বাড়ি # ৩০, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহমিদা রহমান
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৯২৫২৮
ই-মেইল ঃ magmrahmanppm@gmail.com

৬০৩

শেখ মোহাম্মদ ফানাফিল্যা
পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন
বাড়ি # ২৮, রোড # ৯, সেক্টর # ১২, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ হাসিনা আক্তার
মোবা ঃ ০১৮৩০-১৬৬৫৪৫
ই-মেইল ঃ fanafillah23@gmail.com

৬০৪

সালেহ আহমেদ
বিসিএস (প্রশাসন)
বাড়ি # ১/ডি, রোড # ৬, সেক্টর # ১৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ দিল আফরোজ
মোবা ঃ ০১৮৩১-৩৩৬০৯৭
ই-মেইল ঃsalehchemistry@yahoo.com

৬০৫

মোঃ আব্দুস সামাদ
সিনিয়র সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১১, রোড # ৬, সেক্টর # ১৬/এ, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা নিলুফার জাহান
মোবা ঃ ০১৭১২-২৫১৮৩৭
ই-মেইল ঃsamad.faruq@gmail.com

৬০৬

মোঃ জহিরুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
ব্লক # জি, পার্ক-১৭, সেক্টর # ১৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ড. নাজমীন আফরোজ
মোবা ঃ ০১৭১২-২৫৪৫৯৫
ই-মেইল ঃ jahir6648@gmail.com

৬০৭

আজীবন সদস্য
ড. মোঃ মতিউর রহমান
সদস্য (অবঃ), কাস্টমস এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট ট্রাইবুনাল
বাড়ি # ৩৮৪, রোড # ১০, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ লায়লা কানিজ
মোবা ঃ ০১৭৩০-৭০৩৫৯৫
ই-মেইল ঃ matiur.rahman6650@yahoo.com

৬০৮

আব্দুল মান্নান শিকদার
সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ১৫, রোড # ১/এ, সেক্টর # ১৬/জি, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নিগার সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১৫-২৪২১০৪
ই-মেইল ঃmannan_shikder@yahoo.com

৬০৯

ডা. সৈয়দ আব্দুল কাদের
প্রফেসর (অবঃ)
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
বাড়ি # ৫১, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. সাফিয়া খানম
মোবা ঃ ০১৭১৮-২২৮৮৬৭
ই-মেইল ঃdr.saquader.ms@gmail.com

৬১০

মোঃ আমজাদ হোসেন খান
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩৩, রোড # ১৪, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ হামিদা খাতুন
মোবা ঃ ০১৯১১-৫৪৩৪৩১
ই-মেইল ঃ ahkhanbd@gmail.com

৬১১

ড. কামরুন নাহার বেগম
যুগ্ম সচিব (অবঃ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৭০১/৬/এ, মধুমতি, সেক্টর ১৮, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মঈনুল হক মোস্তফা
মোবা ঃ ৬১৮ ৯৭৫ ১৬৭৮
ই-মেইল ঃkamrunQ5@yahoo.com

৬১২

চৌধুরী আমির হোসেন
সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ৩০, রোড # ৭, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সৈয়দা রোজেবেলা সিরাজী
মোবা ঃ ০১৮১৯-২২২৮৮৬
ই-মেইলঃ amirbd001@yahoo.com

৬১৩

আজীবন সদস্য
ডা. এস. এম. খোশবুল জান্নাত
সহকারী অধ্যাপক
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বাড়ি # ৪২, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ ড. মোঃ রেজাউল করিম জামিল
মোবা ঃ ০১৭১৫-৫৯৩১৬০
ই-মেইল ঃcn225khusbul202021@gmail.com

৬১৪

আজীবন সদস্য
ড. মির শাহ আলম
পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ বেতার
বাড়ি # ২২, রোড # ৪/এ, সেক্টর # ১৫সি/১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রফেসর ড. জামিলা আলম
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৩০২১৫
ই-মেইল ঃmirshah1962@gmail.com

৬১৫

ফরিদ আহমেদ ভুইয়া
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৮০২/সি, কলমিলতা, সেক্টর # ১৮, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফায়জুন নেছা
মোবা ঃ ০১৮১৭-০৯২৯১৭
ই-মেইল ঃfbhuiyan07@gmail.com

৬১৬

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
যুগ্ম সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ
বাড়ি # ৩, রোড # ৫/সি, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মাহবুবা সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১২-৫৬৮৬৭০
ই-মেইল ঃmhaque1159@gmail.com

৬১৭

নাজমা বিনতে আলমগীর
নির্বাহী পরিচালক (জন সংযোগ), বেপজা
বাড়ি # ২, রোড # ৭/এ, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোসেন মেহেতাব
মোবা ঃ ০১৭১৩-০১৬৪১৮
ই-মেইল ঃgmpr_bepza@yahoo.com

৬১৮

আজীবন সদস্য
প্রফে. ডা. মোহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান
ইএনটি বিভাগ, আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ
ওয়েস্টার্ণ ভিউ, এ্যাপার্টমেন্ট # এ/৪
বাড়ি # ৭৯, রোড # ৮/এ, ধানমন্ডি
স্ত্রীর নাম ঃ শারমিন হক
মোবা ঃ ০১৮১৯-২২২১৮২
ই-মেইল ঃ dralamgirchowdhury@gmail.com

৬১৯

মোঃ আসলাম হোসেন
যুগ্ম সচিব
ভৌত অবকাঠামো ও পরিকল্পনা বিভাগ
বাড়ি # ৫৮, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জাকিয়া সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১২-৮১৩৩৫২
ই-মেইল ঃ aslam.hossain73@gmail.com

৬২০

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
জেলা শিক্ষা অফিসার, মুন্সীগঞ্জ
বাড়ি # ৯, রোড # ৩, রানাভোলা, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কুসনারা বেগম
মোবা ঃ ০১৭৩৩-৯১১৮৪৩
ই-মেইল ঃdpeogazip2021@gmail.com

৬২১

এম. খালিদ মাহমুদ
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ফ্ল্যাট # এ/৩, বাড়ি-২৭, রোড # ২০, ব্লক # জে, বারিধারা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহনেওয়াজ মাহমুদ
মোবা ঃ ০১৭১২-৬৬৩৪৭৬
ই-মেইল ঃ kmahmood1161@gmail.com

৬২২

মোহাম্মদ নাজমুল হুদা
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
রূপালী ব্যাংক পিএলসি
বাড়ি # ১১৭, রোড # ১৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সালমা আকতার
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩৯৫০৬০
ই-মেইল ঃ1974najmul@gmail.com

৬২৩

কাজী নজরুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত মহা পরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
বাড়ি # ৩৩, রোড # ২, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারজানা হক
মোবা ঃ ০১৭১৩-৪৭৭৫৪০
ই-মেইল ঃknazislam89@yahoo.com

৬২৪

মোঃ মাহবুব উল ইসলাম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কমান্ড্যান্ট) (অবঃ)
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমী
বাড়ি # ৫৩, রোড # ১৯, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তানিয়া ইসলাম
মোবা ঃ ০১৭১১-৯০৭৬২৮
ই-মেইল ঃ mahboobuli@yahoo.com

৬২৫

ডা. মীর জাকিব হোসেন
এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউশন ও হাসপাতাল
বাড়ি # ২, রোড # ৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহিমা হাসনাত
মোবা ঃ ০১৭২২-৯৮৮৬৮১
ই-মেইল ঃdrjakib1972@gmail.com

৬২৬

মোহাম্মদ ফজলে আজিম
যুগ্ম সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাড়ি # ১১১, রোড # ৬
ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কাজি নাসরিন সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১২-৬২৬২৮৭
ই-মেইল ঃfazla_azim21@yahoo.com

৬২৭

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
ডিআইজি (অবঃ)
বাড়ি # ৩১, রোড # ২, সেক্টর # ৯
উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহানা পারভীন
মোবা ঃ ০১৭১১-৫৬৮৪৮৯
ই-মেইল ঃsajjadhossain2181@gmail.com

৬২৮

মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম
পুলিশ সুপার
ফরিদপুর
বাড়ি # ৩৬, রোড # ১, সেক্টর # ৬
উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আনিকা ফারিহা রশীদ
মোবা ঃ ০১৭১২-৬০৫২১৭
ই-মেইল ঃmorshed25th@gmail.com

৬২৯

তাপস কুমার দাস
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
জাতীয় সংসদ ভবন
বাড়ি # ৩৬, রোড #১, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মৌসুমী ঘোষ
মোবা ঃ ০১৭১৬-৬২০৪৫৩
ই-মেইল ঃtapashbps@gmail.com

৬৩০

ডা. কৃষ্ণ পদ সাহা
জুনিয়র কনসালট্যান্ট
কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল
বাড়ি # ২৬, রোড # ১, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ লিপি রাণী কুন্ডু
মোবা ঃ ০১৭১৬-৯৫২৯৯০
ই-মেইল ঃdrkpshaha@gmail.com

৬৩১

মোঃ মনজুর হোসেন
সচিব
সেতু বিভাগ
বাড়ি # ২৮৬, বাউনিয়া বাজার রোড, তুরাগ, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭০০-৭১৬৩০০
স্ত্রীর নাম ঃ আফসারী খানম

৬৩২

মোঃ শামীম হোসেন
অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার
উত্তরা বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা
বাড়ি # ১৭, রোড # ৪, সেক্টর # ১৫/বি, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সুলতানা ইয়াসমীন
মোবা ঃ ০১৭৬৭-০০৬৩৬০

৬৩৩

এস. এম. শামীম আহমেদ
প্রজেক্ট ডাইরেক্টর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৭, রোড # ৪, সেক্টর # ১৫/বি, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ দিলরুবা খাতুন
মোবা ঃ ০১৭১২-৬৫৮৩০২

৬৩৪

জমির উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অবঃ)
বাড়ি # ৫২, রোড # ১৮, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জান্নাতুল ফেরদৌস
মোবা ঃ ০১৭১১-২৭৮৬২২
ই-মেইল ঃ addlspjamir87@gmail.com

৬৩৫

বিনয় কৃষ্ণ বালা
সদস্য
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ফ্ল্যাট # ৭/সি, বাড়ি # ৩৪, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ গীতা রাণী শিকদার
মোবা ঃ ০১৭১১-৪৩৯১২৩
ই-মেইল ঃbkb_kris@yahoo.com

৬৩৬

আজীবন সদস্য
ড. বেনজীর আহমেদ
পুলিশ মহাপরিদর্শক (অবঃ)
ফ্ল্যাট # ১২/এ, বাড়ি # ১, রোড # ১২৬, গুলশান, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মীজ জিসান মীর্জা
মোবা ঃ ০১৬৭৯-৬৯৬৯৬৯
ই-মেইল ঃ benazirbd@gmail.com

৬৩৭

আজীবন সদস্য
মোঃ হামিদুল হক
যুগ্ম কর কমিশনার (পিআরএল)
কর জোন-৯, ঢাকা
ফ্ল্যাট # ৪/বি, বাড়ি # ৯, রোড # ১০, সেক্টর # ৬, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরীন নিগার
মোবা ঃ ০১৫৫২-৪৬৮৩৯৫

৬৩৮

আজীবন সদস্য
ডা. আবু নাইম মোঃ সোহেল
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
সিডিসি, ডিজিএইচএস
বাড়ি # ২, রোড # ১৩, সেক্টর # ১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. মাসুমা আকতার বানু
মোবাঃ ০১৭১৩-০০৯৫৯৭
ই-মেইল ঃnayeemdr@yahoo.com

৬৩৯

প্রফে. ডা. মোঃ নাজমুল ইসলাম
পরিচালক, সিডিসি, ডিজিএইচএস
বাড়ি # ৮৩, রোড # ১২, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কাজী মেহেরুনেসা
মোবা ঃ ০১৭১১-২০৯১৭০
ই-মেইল ঃnimunna@yahoo.com

৬৪০

ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, ডিজিএইচএস
বাড়ি # ৩৯, রোড # ১২, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আনোয়ারা বেগম
মোবা ঃ ০১৯১৩-৩৭০৭৬৭
ই-মেইল ঃ 67Shafiqulislam@gmail.com

৬৪১

মোঃ জুলকার নায়ন
উপসচিব, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
ডিএনসিসি, কর অঞ্চল-৩
বাড়ি # ৫, রোড # ৩, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭২৪-৩১৯৯৬৪
ই-মেইল ঃnayenjulker@gmail.com

৬৪২

প্রফে. ডা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বীরপ্রতীক
সিভিল সার্জন (অবঃ), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৬৬, রোড # ১, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. কামরুন্নেসা
মোবা ঃ ০১৮১৯-০১৯৭৪৬
ই-মেইল ঃdrmahmudbp@yahoo.com

৬৪৩

আল মামুন মুর্শেদ
যুগ্ম সচিব
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২
ফ্ল্যাট # ৫/এ, বাড়ি # ৯, রোড-০২, সেক্টর-০৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ লুবানা ইয়াসমীন
মোবা ঃ ০১৭১৬-৪৪৯৬১২

৬৪৪

আজীবন সদস্য
মোঃ মহিবুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিডব্লিউডি বিভাগ-৪, পূর্ত মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪২, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জয়নব ইসলাম
মোবা ঃ ০১৮১৯-৮৪৭৭৭৮

৬৪৫

মোহাম্মদ শাহ জালাল
উপ-সচিব
জাতীয় সংসদ উপনেতার একান্ত সচিব
বাড়ি # ৯১, রোড # ১৭, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ইসরাত হাসেম ইভা
মোবা ঃ ০১৭১২-০২৬৮৫২
ই-মেইল ঃ shah_jalal22@Yahoo.com

৬৪৬

মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৯, রোড # ২০/এ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ দিলরুবা বেগম
মোবা ঃ ০১৭১১-৩২৭৮০০

৬৪৭

মোঃ জসিম উদ্দিন
যুগ্ম সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩৭, রোড # ৪, বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফারহানা হক সুমী
মোবা ঃ ০১৭১৫-১৮১১৬০
ই-মেইল ঃ jasim6811@gmail.com

৬৪৮

ইঞ্জি. মোহাম্মদ হোসেন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২৫, গাউসুল আজম এভিনিউ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সুজিয়া তালুকদার
মোবা ঃ ০১৭১১-৮৬৮৩১৯
ই-মেইল ঃmhossain.pc@gmail.com

৬৪৯

মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী
জিএম ও শিপ ক্যাপ্টেন (অবঃ)
শিপিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৭, রোড # ৩/সি, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ বাহার আফরোজ চৌধুরী
মোবা ঃ ০১৯৪১-৮৪৬৮৪৭
ই-মেইল ঃmizan_chowdry@yahoo.com

৬৫০

আজীবন সদস্য
মোঃ সরোয়ার হোসেন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ওয়ার্ক)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাড়ি # ৪, রোড # ৪, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ উম্মে কুলসুম
মোবা ঃ ০১৭১১-৩৪৯৮৪০
ই-মেইল ঃ kazalmd65@gmail.com

৬৫১

মোঃ জুয়েল আমীন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অবঃ)
বাড়ি # ৫, রোড # ৩, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শেফালী খান
মোবা ঃ ০১৭১৫-০৫২১২৩
ই-মেইল ঃjamin64@gmail.com

৬৫২

মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী
পরিচালক
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বাড়ি # ১১, রোড # ২/এ, সেক্টর # ১৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জাহানারা বেগম
মোবা ঃ ০১৭১১-৭০৫৯০৪

৬৫৩

মৌসুমী রহমান
অতিরিক্ত পোস্ট মাস্টার জেনারেল
পিএলআই
বাড়ি # ৪, রোড # ৪, সেক্টর # ১, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মোহাম্মদ ফজলে আহাদ কায়সার
মোবা ঃ ০১৭১১-১৭১১৯৭
ই-মেইল ঃ moushumirahman22@gmail.com

৬৫৪

মোঃ এনামুল হক
প্রকল্প পরিচালক
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৪, রোড # ১৪, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. ইসরাত জাহান তানিয়া
মোবা ঃ ০১৭১১-৪৩৮৬৫৪
ই-মেইল ঃ haqueen87@yahoo.com

৬৫৫

আজীবন সদস্য

মোঃ হানিফ মিয়া
পরিচালক (অবঃ)
প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ক্যান্টঃ
বাড়ি # ১০, রোড # ৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফেরদৌসি বেগম
মোবা ঃ ০১৩০৪-৭৩৬২৭০
ই-মেইল ঃhanif032@gmail.com

৬৫৬

মোঃ রেজাউল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ
বাড়ি # ৪৪৬, রোড # ৩১, নিউ মহাখালী, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফেরদৌসি আকতার
মোবা ঃ ০১৭১৮-৮৬৭২৩০
ই-মেইল ঃ6792.rezaul@gmail.com

৬৫৭

মোল্যা নজরুল ইসলাম
ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ
বাড়ি # ১৩, রোড # ৯, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শারমিন আকতার
মোবা ঃ ০১৭১৬-৫৯৩১১৬
ই-মেইল ঃnazrul_pol@yahoo.com

৬৫৮

অঞ্জন কুমার সাহা
অতিরিক্ত কর কমিশনার
কর অঞ্চল-০৫
বাড়ি # ৩, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. মনি রাণী সাহা
মোবা ঃ ০১৩০৮-৫৪৩৯৮৯
ই-মেইল ঃanmon1010@gmail.com

৬৫৯

পল্লব কুমার দেব
উপ কর কমিশনার
কর জোন-৬, ঢাকা
বাড়ি # ৩২, গরীব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর # ১৩
উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ পুষ্পিতা রাণী দেব
মোবা ঃ ০১৭১৮-১৯৬৬৩২
ই-মেইল ঃpallab.deb.ru@gmail.com

৬৬০

মোঃ মারুফ উল আবেদীন
উপ কর কমিশনার
হেড কোয়ার্টার, কর জোন-৫, ঢাকা
বাড়ি # ১৬, গাউসুল আজম এভিনিউ, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সাব্রিনা আনোয়ার
মোবা ঃ ০১৬৭৮-৬৬৮৭৭২
ই-মেইল ঃmarufnbr@gmail.com

৬৬১

মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ কর কমিশনার
কর জোন-কুমিল্লা
বাড়ি # ১৬, গাউসুল আজম এভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সাকিলা আকতার সেতু
মোবা ঃ ০১৭২৩-১৯৬৫২৪
ই-মেইল ঃsharif.tax29@yahoo.com

৬৬২

নিপু চন্দ্র দে
উপ কর কমিশনার, কর জোন-৯, ঢাকা
বাড়ি # ৭, রোড # ১৭, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মুনমুন দাস
মোবা ঃ ০১৭৯৩ -০৮৭৭২৩
ই-মেইল ঃnipuday33@gmail.com

৬৬৩

আজীবন সদস্য

প্রফেসর আশরাফ সাঈদ
ভাইস প্রিন্সিপাল ও বিভাগীয় প্রধান, চক্ষু বিভাগ
ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল
বাড়ি # ৬, রোড # ৯/বি, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ প্রফেসর রাহেলি জিনাত
মোবা ঃ ০১৮১৯-২৫৩১৭৩
ই-মেইল ঃashrafsayeedbirdem86@gmail.com

৬৬৪

আবু হোসেন মোঃ মঈনুল আহসান
উপ-পরিচালক (হাসপাতাল)
ডিজিএইচএস, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪৪, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. আলেয়া ফারজানা
মোবা ঃ ০১৭১৫-৬৫৪৮৩৫
ই-মেইল ঃmoinul261@gmail.com

৬৬৫

ডা. আলেয়া ফারজানা
সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রো-বায়োলজি
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ৪৪, রোড # ৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ আবু হোসেন মোঃ মঈনুল আহসান
মোবা ঃ ০১৭১১-৬২৩৭০১
ই-মেইল ঃ farzana.aleya@gmail.com

৬৬৬

সাইয়ীদ ফাহাদ আল করিম
উপ কর কমিশনার
কর জোন-৯, ঢাকা
বাড়ি # ৫, রোড # ২০/সি, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭১৭-৭৫৭৮৭৩
ই-মেইল ঃfahd.al.karim@gmail.com

৬৬৭

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
বাড়ী # ১৫/এ, রোড # ৬৯, রমনা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস দিনা হক
মোবা ঃ ০১৭২০-৯৮৩৪৫৮
ই-মেইল ঃ mdmahbub1964@gmail.com

৬৬৮

কাজী শাহজাহান
যুগ্মসচিব
মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর একান্ত সচিব
বাড়ি # ১৯, রোড # ২০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবা ঃ ০১৭৪৭-৩৩৩৩৮৪
ই-মেইল ঃshahjahan_kazi@yahoo.com

৬৬৯

মোহাম্মদ মুসা
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৮, রোড # ২সি, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কানিজ ফাতেমা
মোবা ঃ ০১৭১৩-০৩১৯২২
ই-মেইল ঃ mohammadmusa6002@gmail.com

৬৭০

মোঃ মাহবুবুর রহমান ভূইয়া
উপ-সচিব (সমবায়)
এলজিডি
বাড়ি # ১৩৫/এ, রোড # ৬, ব্লক # আই, বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাতেমা আসমা লিপি
মোবা ঃ ০১৭১২-৬২৩৪৯৪
ই-মেইল ঃ mahbub20th@gmail.com

৬৭১

আজীবন সদস্য
সৈয়দ নুরুল ইসলাম
ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ
বাড়ি # ৯, রোড # ২০/এ, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নওরীন হক চৌধুরী
মোবা ঃ ০১৭১১-৮৪২৩২৬
ই-মেইল ঃ nurulbpol@gmail.com

৬৭২

মোঃ ফিরোজ আল মোজাহিদ খান
এডিশনাল ডিআইজি
আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন
প্লট # ১০, রোড # ৮, সেক্টর # ১৬/জি, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. ফাতেমা বেগম
মোবা ঃ ০১৫৩৪-৩১১৬৫৪
ই-মেইল ঃ ferozkhan64@yahoo.com

৬৭৩

আজীবন সদস্য
মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া
মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩৫, রোড # ০৪, সেক্টর # ০৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আমিনা হামিদ এলিজা
মোবা ঃ ০১৭১২-০৫৩৪০৭
ই-মেইল ঃ mianmgst@gmail.com

৬৭৪

সজীব কুমার সাহাজী
ডেপুটি কর কমিশনার
ট্যাক্স জোন-৯, উত্তরা, ঢাকা
বাড়ি # ৩৪, রোড # গরীব এ নেওয়াজ, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শিল্পী ভৌমিক
মোবা ঃ ০১৭১২-০৬৯০৬৯
ই-মেইল ঃ sajibnbr@yahoo.com

৬৭৫

ড. মোঃ বেলাল হোসেন
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাড়ি # ৩৭৯, ব্লক # জি, বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নুরুন নাহার
মোবা ঃ ০১৭১১-১০৪৭০২
ই-মেইল ঃ belallgd@gmail.com

৬৭৬

মোঃ শাহীন আক্তার হোসেন
অতিরিক্ত কর কমিশনার
ট্যাক্স জোন-৯, ঢাকা
বাড়ি # ১১/৪, সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর
স্ত্রীর নাম ঃ আল্পনা আক্তার জাহান
মোবা ঃ ০১৭১১-৬২৫৯৩০
ই-মেইল ঃ shahinnbr100@gmail.com

৬৭৭

মোঃ শাহ জাহান পিএইচডি
পরিচালক, পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর
বাড়ি # ৯, রোড # ০৬, সেক্টর # ১০, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ রাহেনুর আক্তার
মোবা ঃ ০১৭৫৫-৯৭৫৭২০

৬৭৮

মির্জা মোহাম্মদ মামুন সাদাত
যুগ্ম কর কমিশনার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাড়ি # ১, রোড # ১/বি, সেক্টর # ৫, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ লুরিয়া শাফিনাজ
মোবা ঃ ০১৭১৬-৩৩৫৫৪৬
ই-মেইল ঃ mirza_mmsadat@yahoo.com

৬৭৯

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
যুগ্ম সচিব (অবঃ)
পরিচালক, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন
বাড়ি # ৫, রোড # ৩/এ, সেক্টর # ১৫/ই, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ খোদেজা বেগম
মোবা ঃ ০১৭৮১৪-৭৪৯৩৩৮
ই-মেইল ঃ mnamin85@gmail.com

৬৮০

মীর মনজুরুর রহমান
প্রধান স্থপতি
স্থাপত্য অধিদপ্তর
বাড়ি # ১৯, রোড # ২, সেক্টর # ৫/ই, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাহমিদা হোসেন উর্মি
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩২২৬৫৯
ই-মেইল ঃ mirrahman@yahoo.com

৬৮১

আজীবন সদস্য
ড. মইনুল খান
কমিশনার, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট
ভবন # ৪, ফ্ল্যাট # এ/৫, রোড # ২/বি, বনানী চেয়ারম্যান বাড়ির মাঠ
স্ত্রীর নাম ঃ ফারহানা রহমান
মোবা ঃ ০১৭৭১-৩৪৫৮২৮
ই-মেইল ঃ moinul.khan@customs.gov.bd

৬৮২

সালাহ উদ্দিন মাহমুদ
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৬, রোড # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ খাদিজা মাহমুদ
মোবা ঃ ০১৯০৩-৮০০৯৬৯
ই-মেইল ঃ smahmud2688@yahoo.com

৬৮৩

প্রফেসর আশরাফুন নেসা রোজী
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (ইংরেজি) (অবঃ)
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা
কামিনী ১৪/ডি, ফ্ল্যাট # ৮০৪, সেক্টর # ১৮, উত্তরা
স্বামীর নাম ঃ ফেরদৌস আলম খান
মোবা ঃ ০১৭১২-২৫৬৫৪৬
ই-মেইল ঃ rafid_priyokhan@yahoo.com

৬৮৪

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪৮, রোড # ৯/সি, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস দিলরুবা সরকার
মোবা ঃ ০১৯৫৮-৩৩২৬১৬
ই-মেইল ঃ drazad2024@gmail.com

৬৮৫

আজীবন সদস্য
মোঃ আব্দুল্লাহ আবু তারেক
সহযোগী অধ্যাপক
গভ. টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
কৃষ্ণচূড়া ভবন, ফ্ল্যাট # ১২০৩, সেক্টর # ১৮, উত্তরা
স্ত্রীর নাম ঃ নূরে সাদিক
মোবা ঃ ০১৮১৯-৪৬৬১৬০
ই-মেইল ঃtarek.abdulla1968@gmail.com

৬৮৬

মোঃ শহীদুল আফরোজ
চীফ ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, হেড কোয়ার্টার, কুর্মিটোলা
বাড়ি # ৯, রোড # ১২, সেক্টর # ১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. সৈয়দা জামিলা হাসান লায়লা
মোবা ঃ ০১৭০৮-১৬৭২২২
ই-মেইল ঃ shahidul0475@gmail.com

৬৮৭

মোঃ আব্দুস সামাদ মন্ডল
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
বিএডিসি
বাড়ি # ২০, রোড # ২৪, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিসেস জান্নাতুন ফেরদৌস
মোবা ঃ ০১৭১১-৯৬৯৬৬৪
ই-মেইল ঃ samad.abdus.r@gmail.com

৬৮৮

এ কে এম খালেকুজ্জামান
মহাব্যবস্থাপক (অবঃ)
জনতা ব্যাংক পিএলসি
বাড়ি # ৮৬, রোড # ১৩, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ উম্মে হাবিবা আখতার
মোবা ঃ ০১৭১৪-০৯৩২৬৯
ই-মেইল ঃ k_zmm@yahoo.com

৬৮৯

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (পিআরএল)
বিটাক, শিল্প মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ২৬, রোড # ২২, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ইসরাত জাহান মমতাজ
মোবা ঃ ০১৭১১-০৬৯৩২৯
ই-মেইল ঃ a.chowdhury5790@gmail.com

৬৯০

আজীবন সদস্য
মোহাম্মদ এহতেসানুল হক ফকির
ইঞ্জিনিয়ার ও শিপ সার্ভেয়ার,
নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ
বাড়ি # ২৯, রোড # ৭, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ সাবরিনা সুলতানা তালুকদার
মোবা ঃ ০১৭১২-১১৬৬৪০
ই-মেইল ঃbastubfakir@gmail.com

৬৯১

ড. মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
দুয়ারিপাড়া সরকারি কলেজ, ঢাকা
বাড়ি # ৪২, রোড # ১, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নুসরাত জাহান
মোবা ঃ ০১৭১৬-১৫০৩২৪

৬৯২

ড. আবুল হোসেন
উপসচিব (অবঃ)
বাড়ি # ৮, রোড # ৭, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ কামরুন্নাহার
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩৬১৮৪২
ই-মেইল ঃ chossain2019@gmail.com

৬৯৩

মোহাম্মদ আব্দুজ জাহের
সহযোগী প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা ভবন
এসএইচইডি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৩, রোড # ১১, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ উম্মে সারা আলী
মোবা ঃ ০১৭১৫-৩০০৪৪৬
ই-মেইল ঃ md.zaher@yahoo.com

৬৯৪

মোঃ আকরামুল হোসেন
এসপি
ডিসি, ডিবি, উত্তরা, ডিএমপি
বাড়ি # ৮, রোড # ১৩, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আবিদা সুলতানা
মোবা ঃ ০১৭১২-৫২১৬৮১

৬৯৫

ফয়জুল আলম ফারুকী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ), পিডব্লিউডি
বাড়ি # ৬২, রোড # ৩, সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মিনারা বেগম
মোবা ঃ ০১৭১৬-৮৯০০৯১
ই-মেইল ঃ fafaruki@gmail.com

৬৯৬

বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন আকরাম হোসাইন
জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
জনতা ব্যাংক পিএলসি
বাড়ি # ১৪৫, আজমপুর, গুলবর মুন্সী সরণী দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আজিজা বেগম
মোবা ঃ ০১৭১১-০৭৬৩৭৬
ই-মেইল ঃakramh1955@gmail.com

৬৯৭

আজীবন সদস্য

কৃষিবিদ ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী

উপ-পরিচালক, খামারবাড়ি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বাড়ি # ৩৪, রোড # ১৬, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাতেমা শাহানাজ
মোবা ঃ ০১৭১১-০৭১৯৭৩
ই-মেইল ঃakrambdp2100@gmail.com

৬৯৮

আজীবন সদস্য

মোঃ আসাদুজ্জামান

ডেপুটি কর কমিশনার, ট্যাক্স জোন ময়মনসিংহ
বাড়ি # ১৩, রোড # ১৭/এ, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আসমা হোসেন
মোবা ঃ ০১৭৩১-৮২৮৫৫১
ই-মেইল ঃasadese2003@yahoo.com

৬৯৯

মোঃ সেলিম চৌধুরী

মহাপরিচালক, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৮, রোড # ২, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মৃত ফারহানা আশরাফ
মোবা ঃ ০১৭১২-৯৩৮৬৭৮
ই-মেইল ঃmdselimc@yahoo.com

৭০০

আজীবন সদস্য

জান্নাতুল বাঁকিয়া

সহযোগী অধ্যাপক, মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ, ঢাকা
বাড়ি # ৪, রোড # ২/বি, সেক্টর # ৫, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ আহম্মাদুজ্জামান
মোবা ঃ ০১৭১২-৫৫৮৮৮৬
ই-মেইল ঃjannatulbakya@gmail.com

৭০১

আজীবন সদস্য

মোঃ জাকির হেসেন

যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
বাড়ি # ৮/এ, রোড # ১, ব্লক # ডি, বসুন্ধরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শামীমা জাকির রুমা
মোবা ঃ ০১৭১১-০৩৭৯৮৭
ই-মেইল ঃ jakir4222@gmail.com

৭০২

ড. নাসিম আহমেদ

যুগ্মসচিব, এসোসিয়েট প্রফেসর (অন লিয়েন)
বিআইজিএম, ঢাকা
বাড়ি # ১৩, রোড # ১০, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ফাতেমা আইয়ুব
মোবা ঃ ০১৭৪০-৪৫২৩২৪
ই-মেইল ঃ nasim5905@gmail.com

৭০৩

প্রফেসর সুরাইয়া পারভীন

অর্থনীতি বিভাগ
টঙ্গী সরকারি কলেজ
বাড়ি # ৫৮৮, রোড # ৮, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মেজর মোহাম্মদ মাসুদ ইকবাল
মোবা ঃ ০১৭১১-০২১১৫৩
ই-মেইল ঃ tanisp1369@gmail.com

৭০৪

আজীবন সদস্য

মোহাম্মদ রেজাউল কবির

এসপি, বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান
বাড়ি # ৩২, রোড # ১৩, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মুর্শিদা মাহবুবা
মোবা ঃ ০১৭১৭-২৩৮৫৯৭
ই-মেইল ঃ rezaulkabir2013@gmail.com

৭০৫

আজীবন সদস্য

আব্দুল্লাহ আল মামুন

এসপি, বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান
বাড়ি # ৭০, রোড # ১৪, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ তাসনুভা নাশতারান
মোবা ঃ ০১৭১৫-৯১৪৩০২
ই-মেইল ঃ amamun.743@gmail.com

৭০৬

আজীবন সদস্য

সৈয়দ ফয়সল ইসলাম

এএসপি, বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান
বাড়ি # ৩, ম্যাজিসটিক অ্যাপার্টমেন্ট, রুপায়ন সিটি
সেক্টর # ১২, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ মৌসুমী ইসলাম মৌ
মোবা ঃ ০১৭১৩-৫৬৫৭৬৫
ই-মেইল ঃsazulmgt2011@gmail.xom

৭০৭

মোঃ হাফিজুর রহমান

জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ)
জনতা ব্যাংক পিএলসি
বাড়ি # ৮৩, রোড # রানাভোলা, সেক্টর # ১০, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শামীমা রহমান
মোবা ঃ ০১৭৭৭-১৮৮১৫৮
ই-মেইল ঃ kobihafiz@yahoo.com

৭০৮

আজীবন সদস্য

ডা. অসীম চন্দ্র ঘোষ

জুনিয়র কনসালট্যান্ট, NITOR
বাড়ি # ৪৬, রোড # ১৫, সেক্টর # ১১, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ অনি দেব
মোবা ঃ ০১৭১৭-৭০৩৬২৮
ই-মেইল ঃdr.asim@yahoo.com

৭০৯

ডা. রানা বেগম

যুগ্ম সচিব (অবঃ)
বাড়ি # ১৯, রোড # ৯, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্বামীর নাম ঃ মৃত ডা. মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী
মোবা ঃ ০১৭০১-৮৪১৬৫১

৭১০

প্রফেসর ডা. আব্দুল মালেক এফআরসিএস

এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (সার্জারি) (অবঃ), ঢাকা মেডিকেল কলেজ
বাড়ি # ২৮/ই, রোড # ১৮, সেক্টর # ৭, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ ডা. ভিকার-উন-নেসা
মোবা ঃ ০১৭১১-৭৩৯৭০০
ই-মেইল ঃdrmalek00@gmail.com

৭১১

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল (অবঃ)
বাড়ি # ৯৩/১, রোড # ৮, ব্লক # সি, গুলশান-১, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ আফরোজা জেসমিন
মোবা ঃ ০১৭১১-১৮০২১৯
ই-মেইল ঃdmni3558@gmail.com

৭১২

ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন
স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান-এর একান্ত সচিব
সিএইচটিএ মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ ভবন
বাড়ি # ২৭, রোড # ৪, সেক্টর # ৯, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ জান্নাত ই আফরোজ
মোবা ঃ ০১৭৩১-১৭৯৭৮৫
ই-মেইল ঃ anawarkhu1973@gmail.com

৭১৩

মোঃ ইব্রাহিম ভূঞা
ডেপুটি সেক্রেটারি
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাড়ি # ৪৮, রোড # আলাওল এভিনিউ, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ নাসরিন সানজিদা
মোবা ঃ ০১৭৭৮-৩৮০০৫১
ই-মেইল ঃibswapan@yahoo.com

৭১৪

মোঃ জাকির হাসান নূর
পরিচালক (ডাক)
ডাক অধিদপ্তর
বাড়ি # ২৯, রোড # ১২, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
স্ত্রীর নাম ঃ শাহিনা আক্তার
মোবা ঃ ০১৭৮৭-৮৭৫২৯০
ই-মেইল ঃ ronju2658@yahoo.com

ক্লাবের সহযোগী সদস্যদের তালিকা

সদস্য নং ঃ এএম-১

মিসেস লুৎফুন নাহার সাখাওয়াত
স্বামীর নাম ঃ মরহুম মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন (সদস্য নং-২৬৯)
বাড়ি # ১৫, রোড # ১৭, সেক্টর # ৭, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৭৫৩-১৯২৮০৭

সদস্য নং ঃ এএম-২

এস এম দিলরুবা ইসলাম
স্বামীর নাম ঃ মরহুম এ এম সিরাজুল ইসলাম
সন্তানের নাম ঃ ডা. নিশাত পারভীন (সদস্য নং-৩৮৭)
বাড়ি # ৬৭, রোড # ৭, সেক্টর # ৪, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৭৩৩-৫৪০১১৯

সদস্য নং ঃ এএম-৩

মিসেস আনোয়ারা ইসলাম
স্বামীর নাম ঃ মরহুম মোঃ শামসুল ইসলাম (সদস্য নং-৪২)
বাড়ি # ১১, রোড # ৩, সেক্টর # ৯, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৭১৪-০৩৮১৬৭

সদস্য নং ঃ এএম-৪

মিসেস সাইদা সুলতানা
স্বামীর নাম ঃ মরহুম শিকদার জাহাঙ্গীর রশীদ (সদস্য নং-৫৩১)
বাড়ি # ১১, শাহ মখদুম এভিনিউ, সেক্টর # ১২, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৯১৪-৭৫১৮৬৬

সদস্য নং ঃ এএম-৫

মিসেস সুরাইয়া হক
স্বামীর নাম ঃ মরহুম ইঞ্জি. মোঃ ফজলুল হক (সদস্য নং-৫০)
বাড়ি # ১৬, রোড # ১৮, সেক্টর # ৩, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৮১৯-২২৩২৭৫

সদস্য নং ঃ এএম-৬

মিসেস মেহেরুন নেছা
স্বামীর নাম ঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোঃ আব্দুস সামাদ (সদস্য নং-৪০১)
বাড়ি # ১৭, রোড # ১৪, সেক্টর # ১, উত্তরা
মোবা ঃ ০১৩২৩-৮৫৯৩৯৩

কবিতা

CONCRETE DEVELOPERS LTD.

Concrete Developers Ltd. Is A Established And Leading Real Eastate Company Of Dhaka, Bangladesh.
We Are Also Member Of Rehab And Rajuk Enlisted.
We Have Hunded Over 20 Residential Project At Various Prime Location Of Dhaka City.

We Have Started Our Journey From **January 2011** And Since Then We Are Serving With Our Highest Sincerity To All Respected Clients, Honorable Landowners And At Owners With Entire Satisfactions By Providing Standard And Comfortable Living Areas.
We Have Come Across A Long Way As One Of The Prominent Real Estate Developers More Than 10 Years We Are Grateful To Almighty Allah For Giving Us Opportunity To Serve The Valued Customers Within Stipulated Time.

The **"Concrete Developers Ltd."** Is Highly Committed To Provide Convenient Living Spaces & Necessary Commercial Space For Business Address At The Lucrative Residential & Commercial Areas In And Around The Capital City Of Dhaka.

MEMBER REHAB RAJUK ENLISTED

CONCRETE DEVELOPERS LTD.

Committed to Just Time & Quality

Corporate Address: House # 31, Garib-E-Newaz Avenue, Sector # 11, Uttara, Dhaka-1230
Phone: +880 2 8991841, 8991842, E-mail: concreted@gmail.com, Web: www.concrete-bd.com
Cell: 01704 887 720, 01732 874 911

With Best Compliments From

NGGL Group

BPCL

Bangladesh Petrochemical Company Limited

Secura Bangladesh Limited

Next Generation Graphics Limited

S & H Enterprise

House - 14, Road - 05
Sector - 01, Uttara
Dhaka - 1230, Bangladesh

Tel : +88 02 58957864, 58952440
Fax : +88 02 5895230
Website : www.nggigroup.com.bd

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের

আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত
‘ ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি’

মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
‘আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়’

এক্সিম রুহামা
‘তিন বছরে দ্বিগুণ’*

এক্সিম যিয়াদাহ
‘পাঁচ বছরে তিনগুণ’*
শর্ত প্রযোজ্য

এক্সিম শেফা
‘প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস’
- মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
‘প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী’

মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
‘দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে’

মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
‘সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন’

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
‘আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস’
- মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
- মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
‘আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও’
সূরা নিসা, আয়াত ২৫

আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
‘আমানত থাকুক সুরক্ষিত’

মুদারাবা মেয়াদী আমানত
‘মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু’

এক্সিম স্বপ্ন
‘এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে’
- মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

এক্সিম সিনিয়র
‘আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন’
- মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
- মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
‘সঞ্চয়ের শুরু এখানেই’

মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
‘মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা’

এক্সিম কৃষি
‘সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল’
- মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

**এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে

www.eximbankbd.com

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

mindtree/eximbank/jan-2018

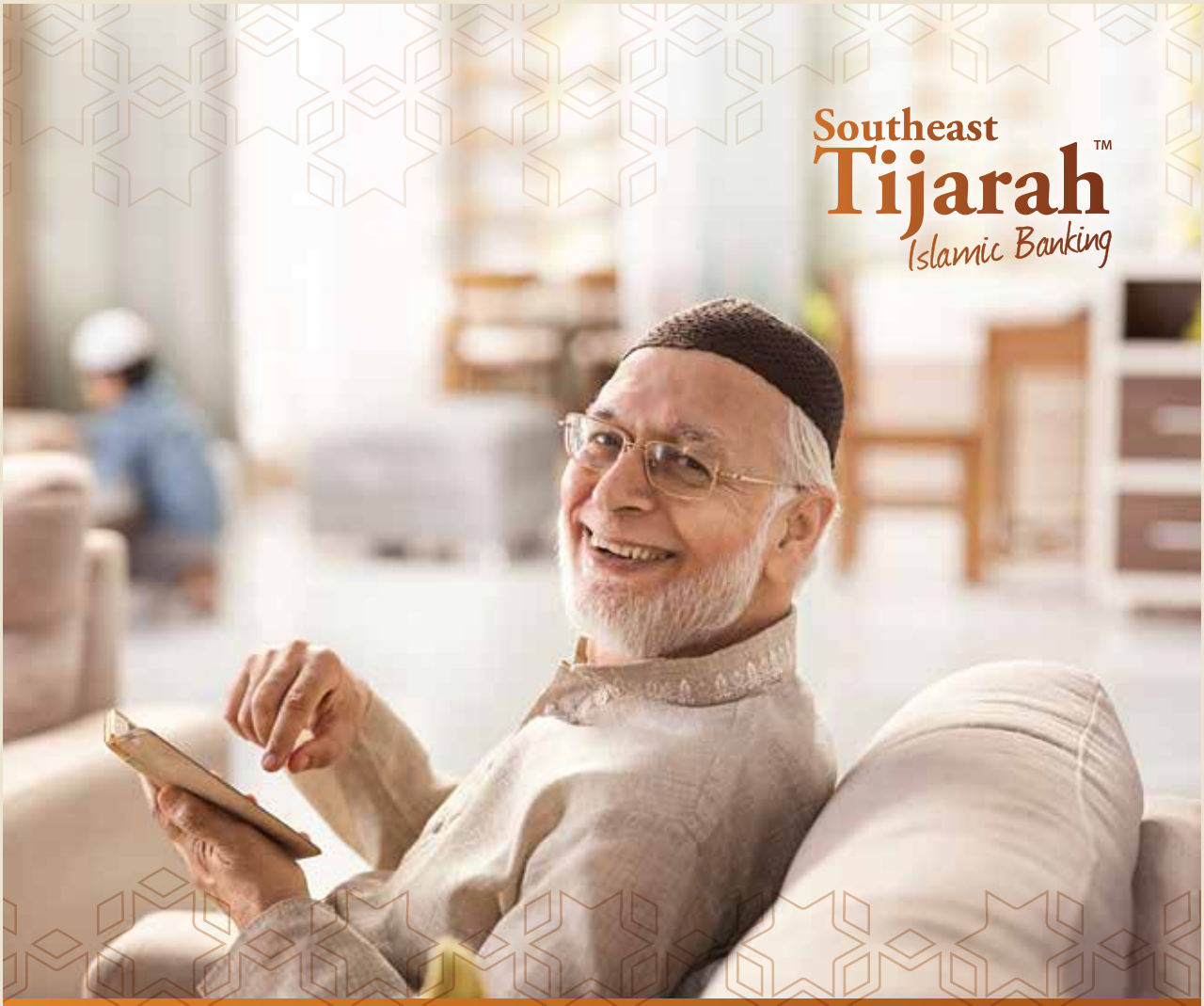

Tijarah Islamic Banking solutions are available at Southeast Bank branches to satisfy your everyday Islamic Banking Needs

Al-Wadiah Current
Deposit Account

Mudaraba Savings
Deposit Account

Mudaraba Short Notice
Deposit Account

Mudaraba Term
Deposit Account

Mudaraba Mohor
Savings Scheme

Mudaraba Zakat
Savings Account

Mudaraba Cash Waqf
Scheme

Mudaraba Hajj
Savings Scheme

CALL ANYTIME FOR ASSISTANCE
16206
CALL FROM OVERSEAS
+88 09 6123 16206

Southeast Bank PLC.
a bank with vision

*Conditions apply